জীবন মরণ

(সামাজিক নাটক)

কাহিনী—চন্দন মিত্র

শেষ উত্তর, রোদন ভরা বসন্ত প্রণেতা

নাট্যরূপ—শ্রীচণ্ডীচরণ ব্যানার্জি

—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ—

রয়েল বীণাপাণি অপেরার যশের মুকুট

পরে

ভৈরব অপেরায় অভিনীত।

সাহিত্যমালা

৯৮।২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬

[মূল্য—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

যাত্রার নূতন বই

ব্রজেন্দ্রকুমার দের

সতী করুণাময়ী

★

ব্রজেন্দ্রকুমার দের

মেঘনাদ বধ

★

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর

সিঁদুর পরিয়ে দাও

★

সত্যপ্রকাশ দত্তের

কাঁচ-কাটা হীরে

★

কানাইলাল নাথের

মরণের পরে

★

রঞ্জন দেবনাথের

কোন এক গাঁয়ের বধূ

★

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অশ্রু দিয়ে লেখা

যাত্রার নূতন নাটক

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিবি আনন্দময়ী

★

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

চিড়িয়াখানা

★

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর

জীবন মরণ

★

কমলেশ ব্যানার্জীর

শাঁখা দিও না ভো

★

বীর সেনের

যুগের ধারাপাত

★

শিবাজী রায়ের

জীবন নিয়ে খেলা

★

কমলেশ ব্যানার্জীর

সমাজ

যাত্রার সুপারহিট নাটক

রঞ্জন দেবনাথের

কোন এক গাঁয়ের বধূ

নারায়ণ দত্তের

আপনজন

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর

জীবনমরণ

কমলেশ ব্যানার্জীর

পাখা দিওনা ভেঙে

রঞ্জন দেবনাথের

কন্যাদায়

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

দিল্লী অনেক দূর

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আমার আরাধ্য দেবতা। তাই তাঁরই শ্রীচরণে অর্পণ করলাম আমার "জীবন মরণ"।

গ্রন্থকার

যাত্রার নাটক বলতে

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিবি আনন্দময়ী

★

কমলেশ ব্যানার্জীর

শাঁখা দিও না ভেঙে

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জীর সামাজিক নাটক
(তপোবন নাট্য কোম্পানীর জয়ের নিশান)

বিশ্বাসঘাতক

রূপ রূপ রূপ ! একটি নারীর রূপ একটা দেশকে শ্মশান করতে পারে। আমাদের দেশে ও বিদেশে তার বহু প্রমাণ আছে, যথা "হেলেন অফ ট্রয়"। সেরকম একটি মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে রঞ্জন চ্যাটার্জী তার প্রিয় বন্ধু প্রবীরের সংসার জ্বালিয়ে দিলে। সেই আগুন ছিটকে গিয়ে লাগল রাধার সংসারে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার সুখের সংসার। এলো ডলি। চোখে তার রঙিন নেশা, মনে তার নরকের ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মেটাতে কুমারী কালে হল সে সন্তানসম্ভবা। ফিরিয়ে দিল তুহিন তাকে অপমানের চাবুক মেরে। কিন্তু চরিত্রগুলির শেষ পরিণতি কি হলো ? সমাজ কি ওদের ক্ষমা করতে পেরেছে ? পড়ুন, অভিনয় করুন— সহজেই যশের অধিকারী হতে পারবেন। **কুলভাঙা ঢেউ**

নট ও নাট্যকার কমলেশ ব্যানার্জী রচিত সামাজিক নাটক
(অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর বিজয়-সূর্য)

হাসির হাটে কান্না

শিল্পপতি ধনঞ্জয় চ্যাটার্জীর দুই মেয়ে বন্যা ও অনন্যা—একই মায়ের গর্ভে এক বছরের ব্যবধানে তারা পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য—বন্যা হলো উগ্র আধুনিকা আর অনন্যা হলো রামায়ণ মহাভারত যুগের মেয়ে। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস—বন্যার স্বামী হলো ভদ্র শিক্ষিত—নম্র—কর্তব্যপরায়ণ, আর অনন্যার স্বামী হলো মাতাল জুয়াড়ী লম্পট। এলো দুজনার সংসারেই দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এলো বন্যার দাদা নিশীথ চ্যাটার্জী। বাবাকে হাত করে ফাঁকি দিল খুড়োতুতো ভাই অসিতকে, বন্যাকে, অনন্যাকে। তাই অসিত হয়ে উঠলো হিংস্র রক্তপিপাসী খুনী। অনন্যার স্বামী পড়লো দুরারোগ্য রোগে, স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে ব্যর্থ অনন্যার জীবনব্যাপী পরিশ্রম। নেমে এলো দুঃখের কালো পাহাড় ! তারপর ? পড়ুন— অভিনয় করুন **অভিশপ্ত ফুলশয্যা**

ভূমিকা

মানুষ যা চায় তা পায় না। নেতাজীর আদর্শবাদী আজাদ-হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিক নীলাম্বর চক্রবর্তীও চেয়েছিল শোষণহীন স্বাধীনতা। কিন্তু পেয়েছিল কি? অভাবের তাড়নায় এক মাত্র সন্তান পন্টু হয়ে গেল সমাজ বিরোধী। আদর্শবাদী দরিদ্র শিক্ষক শান্তনু বিয়ে করল নীলাম্বরের মেয়ে জয়ন্তীকে। তারপর? একি! ক্যানসার? জয়ন্তীর মাথায় নিমেষে নেমে এলো বজ্রের আঘাত। টাকা চাই—টাকা। শুরু হলো ভিক্ষা। শান্তনু এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর কোলে। জয়ন্তী ছুটে গেল জালিয়াৎ রমেন মল্লিকের কাছে। চাইলো বিনিময়। অসম্ভব। শেষে অসম্ভবই সম্ভব হলো। দেহের বিনিময়ে পেল টাকা। ওষুধ—রক্ত—ইনজেকশন হাতে ছুটে এলো বাড়িতে। মুখে ঢাকা দিয়ে চলে গেল ডাক্তার। কিন্তু পন্টু কোথায় গেল? শয়তান রমেন মল্লিকের পরিণাম কি? পন্টু—তোমার যদি বোন থাকতো আর আমি যদি তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করতাম—তাহলে তুমি আমায় কি শাস্তি দিতে শয়তানের বাচ্চা। ঝলসে ওঠে ছোরা। প্লিজ—প্লিজ—আমি জানতাম না জয়ন্তী তোমার বোন—রমেনের আর্তনাদ। শোনা গেল পুলিশের বাঁশী। ভয় নেই—ভয় নেই দিদি—টাকা এনেছি—অনেক টাকা। সব শেষ। শান্তনুর বুকের ওপর পড়ে আছে ও কে? উত্তর পাবেন—মর্মান্তিক উত্তর—এই "জীবন মরণে"।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিউ রয়েল বীণাপাণীর সুযোগ্য শিল্পীবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শ্রীচন্দন মিত্র মহাশয়কে। কারণ এই নাটকের কাহিনীটি তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন—

বিনীত—

নাট্যকার

নিউ প্রভাস অপেরা প্রযোজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালা

যুগের ধারাপাত

রচনা ও নির্দ্দেশনায়—বীর সেন

মানসিক অস্থিরতা আর বেকারত্বের টানা-পোড়েনে হাবুল, কেলো আর গেঁড়া শিকার হয় ভদ্রতার মুখোশধারী সমাজের উঁচুতলার মানুষ অনল দাশগুপ্তের। ওরা অপমান করে আদর্শবাদী শিক্ষক কেশব ভট্টাচার্য্য আর বিধান বেদজ্ঞকে। বন্ধ করে দেয় সুভাষ বিদ্যামন্দির, শিক্ষকদের জব্দ করার জন্য। মা, বাবা, দাদা, বৌদিকে নিয়ে অনুপমদের ছোট্ট সংসার। অনামিকা ভালবাসে অনুপমকে আর অনল দাশগুপ্তের ম্যানেজার প্রাণতোষ অধিকারী ভালবাসে অনামিকাকে। প্রাণতোষের ষড়যন্ত্রে অনুপমদের সংসার ভেঙে গেল। দাদা, বৌদি বাবাকে নিয়ে চলে গেল নিউ আলি-পুরে অনুপম থাকল মায়ের কাছেএকটা বস্তী বাড়ীতে। কেশব ভট্টাচার্য্যের মেয়ে সন্ধ্যা অপহৃতা হলো অনল দাশগুপ্তের চক্রান্তে। শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হ'লো? মাষ্টারমশায় কেশব ভট্টাচার্য্য না অনল দাশগুপ্ত? অনুপম না প্রাণতোষ? বৌদি, সন্ধ্যা আর অনামিকার পরিণতি কি হ'লো? এসবের উত্তর পেতে হলে পড়ুন ও পড়ান। উপভোগ করুন—উপভোগ করান—

নীল আকাশের নীচে—হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখের প্লাটফর্মে একটি ছোট্ট ভালবাসার নীড় বাঁধতে চেয়েছিল দু'টি মন—একজন যুবক আর একজন যুবতী। কিন্তু কাদের স্বার্থের বন্যায় ভেসে গেল তারা? সমাজের চোরা বালিতে ভদ্রলোকের মুখোস পরে যারা ফাঁদ পেতে রাখে যদি চিনে নিতে চান তাদের, অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে যদি যাচাই করে নিতে চান নিজেকে, প্রতিটি প্রতিযোগীতার আসরে যদি শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট মাথায় পরতে চান, আজই সংগ্রহ করুন 'নীল আকাশের নীচে'। নিউ গণেশ অপেরার উজ্জ্বল কোহিনূর নাট্যকার প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের অভিনব সৃষ্টি সামাজিক নাটক 'নীল আকাশের নীচে'।

চরিত্র-লিপি

—পুরুষ—

নীলাম্বর চক্রবর্তি	...	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সৈনিক।
পল্টু	...	...	ঐ পুত্র।
মণ্টু	...	...	পুলিশ অফিসার সোমনাথের পুত্র।
শান্তনু	...	...	আদর্শবাদী শিক্ষক।
ঘণ্টা	...	...	জনৈক দরজি।
এককড়ি	...	...	কোর্টের মোক্তার।
ভোমলা	...	...	ঐ ভাগ্নে।
রমেন মল্লিক	...	...	ইণ্ডিয়া মেডিকেলের মালিক।
তারক ভট্টাচার্য্য	...	...	ঐ ম্যানেজার।
লোহাচাঁদ	...	...	ঐ সহচর।
ডাক্তার ব্যানার্জি	...	...	ডাক্তার।
সোমনাথ চ্যাটার্জি	...	...	দারোগা।
মিঃ অমরনাথ বোস	...	...	ঐ ছোট।
সিপাই	...	...	
কৃষ্ণদাস	...	...	ঘণ্টার দোকানের কর্মী।

—স্ত্রী—

অন্নপূর্ণা	...	...	নীলাম্বরের স্ত্রী।
জয়ন্তী	...	...	ঐ কন্যা।
সুচিত্রা	...	...	এককড়ির স্ত্রী।
মৌসুমী	...	...	ঐ ভাগ্নী।

———

সন ১৩৮৪-তে পাবেন

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **তাজমহল**	ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **অচল পয়সা**
ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **মেহরুন্নিসা**	ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় **ভূমিকম্প**
কমলেশ ব্যানার্জী **স্বামী-পুত্র-সংসার**	চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী **সূর্য্যমুখীর সংসার**
কমলেশ ব্যানার্জী **তরণীসেন বধ**	চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী **ডাক্তার**
রঞ্জন দেবনাথ **কাপুরুষ মহাপুরুষ**	কমলেশ ব্যানার্জী **ঘূর্ণিঝড়**
সত্যপ্রকাশ দত্ত **কাঁচ-কাটা হীরে**	ব্রজেন্দ্র কুমার দে **সতী করুণাময়ী**

জীবন মরণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

ঘুম-ভাঙা অবস্থায় চিৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করে পল্টু। পেছনে চায়ের কাপ হাতে আসে জয়ন্তী।

পল্টু। না-না-না। কিছুতেই শুনবো না। আমি সুইসাইড্—মানে আত্মহত্যা করবো।

জয়ন্তী। আঃ—অমন করছিস কেন? সকাল বেলায় আর অমন চেঁচামেচি করিস না। নে—চা-টা খেয়ে নে।

পল্টু। যা-যা-যা! এই সাত-সকালে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না।

জয়ন্তী। ওসব বাজে কথা রাখ। নে ধর। চা-টা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!

পল্টু। জল হয়ে গেল তো জলের সংগে মিশিয়ে দে—বেড়ে যাবে। যত সব—হুঁ!

জয়ন্তী। এই সাত-সকালে তোর হল কি বলতো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

পল্টু। কাট্‌লেট্।

জয়ন্তী। কাট্‌লেট্‌ ?

পল্টু। ডেভিল চপ্‌।

জয়ন্তী। তার মানে ?

পল্টু। ফিসফ্রাই।

জয়ন্তী। হেড অফিসে গণ্ডগোল। মা—মা—মাগো—

পল্টু। —নো-নো। মায়ের কাছে নয়—মায়ের কাছে নয়। কলকাতার সব চেয়ে আভিজাত্যপূর্ণ হোটেল ডিলুক্সে—

জয়ন্তী। [সবিস্ময়ে] ডিলুক্স—হোটেল ?

পল্টু। ইয়েস হোটেল ডিলুক্স। লাভলি হোটেল, কি সুন্দর—কি মনোরম—

জয়ন্তী। মা—মাগো—ডাক্তার—ডাক্তার—

পল্টু। চারিদিকে বাজছে ইংলিশ মিউজিক। ভেসে আসছে কত নাম না-জানা খাবারের গন্ধ। চেয়ারে গিয়ে বসতেই এল মটন চপ্‌। তারপরই এল—

জয়ন্তী। ওরে বাপরে! পল্টু প্লিজ—তোর পায়ে পড়ি তুই চুপ কর।

পল্টু। সবে মাত্র একটা চপে কামড় দিয়েছি—

প্রবেশ করে ঘণ্টা দরজী। হাতে তার ব্লাউজ।

ঘণ্টা। অমনি চায়ের কাপ হাতে দিদির প্রবেশ। গায়ে লাগল স্নেহের হাত। ব্যস স্বপ্ন গেল ভেঙে, চপ্‌ গেল উবে। কফির বদলে চিনির অভাবে দিদির হাতে গুড়-মেশানো চায়ের আবির্ভাব।

পল্টু। রাইট রাইট। ঠিক বলেছো ঘণ্টাদা। কিন্তু তুমি জানলে কি করে ? তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার মত হোটেলে গিয়েছিলে নাকি ?

জয়ন্তী। ও—তুই তা হলে এতক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে চপ্ খাচ্ছিলি? তাই বল! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পল্টু। এই—এই দিদি হাসবি না, খবরদার হাসবি না বলে দিচ্ছি। এমনিতে তো কিছুই যোটে না। স্বপ্নের ঘোরে যে আরাম করে দুটো চপ্ কাটলেট খাবো তাও তোদের সহ্য হচ্ছে না?

ঘণ্টা। স্বপ্নে খেতে কিন্তু ভারি মজা। খাওয়াকে খাওয়া হলো অথচ পয়সা দিতে হল না। আচ্ছা পল্টুবাবু কি সেবন করে শুলে অমন সুন্দর-ভাবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চপ্ কাট্‌লেট খাওয়া যায়?

পল্টু। ঠাট্টা হচ্ছে? এই দিদি—তুই হলপ করে বলতো, কদিন নয় ক'মাসের মধ্যে মাংস তো দূরের কথা, কুঁচো চিংড়ির নাতি নাতনিও এসে হেঁসেলে উঁকি দিয়েছে কি?

প্রবেশ করে শান্তনু।

শান্তনু। গরীবের হেঁসেল তো তার জন্য দায়ি নয় পল্টু। গরীবের দেশে গরীবের ঘরে জন্মেছো, জীবন যুদ্ধ তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলেদের স্ট্রাগল যে করতেই হবে। স্বপ্নের পেছনে না ছুটে চাকরীর চেষ্টা কর।

পল্টু। এইরে মরেছে। একা রামে রক্ষে নেই তায় আবার সুগ্রীব দোসর! দেখ মাষ্টার! মাষ্টারি করে করে দেখছি তোমার মাথাটা একদম গোল্লায় গেছে। আরে বাবা চেষ্টা করলেই যদি চাকরী পাওয়া যেত—তা হ'লে কেউ কি আর ইচ্ছে করে বেকার বসে থাকে? স্বপ্নে যদিওবা দু-চারটে চপ্ কাট্‌লেট খাওয়া যায়—কিন্তু চাকরী—না স্বপ্নেও পাওয়া যায় না।

শান্তনু। না। তোমার একথা আমি মানতে পারি না পল্টু।

চেষ্টার মত চেষ্টা করলে এতদিনে নিশ্চয়ই একটা না একটা চাকরী তুমি নিশ্চয়ই পেতে।

পণ্টু। তুমি বিশ্বাস কর শান্তনুদা। আমি চেষ্টা করেছি—চাকরীর জন্যে আমি দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি—কিন্তু পাইনি। বাবাকে কত অনুরোধ করেছি ওনার বন্ধুদের একটা চিঠি লিখে দিতে। কিন্তু উনি দেননি। দিলে একটা কিছু নিশ্চয়ই জুটতো।

ঘণ্টা। কিন্তু তাতে যে কাকাবাবুর অসম্মান হতো ভাই। যিনি সারাটা জীবন দুঃখ সয়েও কারও কাছে কখন মাথা নত করেন নি, তিনি কি সামান্য চাকরীর জন্য উমেদারী করতে কারও কাছে ছোট হতে পারেন?

পণ্টু। না পারেন না! তাতে তার সম্মান যাবে—হুঁ—সম্মান, পাগলের আবার সম্মান!

জয়ন্তী। পণ্টু—ও কি বলছিস? ছিঃ—

শান্তনু। ছিঃ পণ্টু! বাবাকে শ্রদ্ধা করতে না পার কিন্তু অশ্রদ্ধা কর না।

পণ্টু। শ্রদ্ধা! কতখানি শ্রদ্ধা তুমি তাকে কর তা আমি জানি না শান্তদা। কিন্তু আমার কাছে ঈশ্বরের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধেয় আমার বাবা।

জয়ন্তী। তাই যদি হয় তবে বাবার সম্বন্ধে যা-তা বলছিস কেন?

পণ্টু। জানি না দিদি। বাবার ঐ সর্বত্যাগী মূর্তি আমার মাথাটা তার পায়ের তলায় বার বার লুটিয়ে দেয়, কিন্তু তোর আর মায়ের করুণ মুখের দিকে চাইলে মাঝে মাঝে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। তখন ইচ্ছে হয় এ যুগের সবচেয়ে হতভাগ্য আর বোকা ঐ লোকটার গলাটা টিপে একেবারে শেষ করে দিই!

সকলে। [চিৎকার করে] পল্টু!

পল্টু। কিন্তু পারি না। তোদের জন্যে আমি তাও পারি না।

[চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করে।

জয়ন্তী। পল্টু—পল্টু—যা, পাগলের মত চলে গেল। চা-টাও খেয়ে গেল না। একে নিয়ে যে কি করি কিছুই বুঝতে পারছি না।

শান্তনু। কিছুই করার নেই জয়ন্তী। এরা সব এক একটা বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরি। অগ্নুৎপাত করতে না পারার জ্বালায় ছটপট করছে। কে এদের সান্ত্বনা দেবে? কে আনবে ঐ জ্বলন্ত লাভার মধ্যে সবুজের স্পন্দন?

ঘণ্টা। যা বাবা! তোমরা সবাই এমন রোদ ঝলমলে আকাশটা মেঘে ঢেকে দিচ্ছ কেন? আরে—সকালবেলাতেই এত গম্ভীর হলে সারাটা দিন কি করবে? কি হলো কি ভাবছো?

শান্তনু। ভাবছি—শুধু ভাবছি নয়—মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি দিশেহারা হয়ে সমস্ত দেশটা আজ গলিত কুষ্ঠের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা। ঠিক আছে তোমরা যত খুসি বক বক কর, আমি চল্লাম। [প্রস্থানোদ্যত]

জয়ন্তী। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। বলি এই সকালবেলায় ব্লাউজ হাতে কোথায় চলেছো ঘণ্টাদা? দোকান খুলতে বুঝি?

ঘণ্টা। দোকান যখন করেছি তখন খুলব বৈকি। জানিস—মনের দোকানে চাবী দিয়ে এবার বাস্তবের দোকান খুলবো।

জয়ন্তী। তার মানে?

ঘণ্টা। মানে—মানুষের পকেট এখন গড়ের মাঠ। খদ্দের টদ্দের এখন তেমন নেই বললেই হয়। তাই গরমের চোটে রাত জেগে এই ব্লাউজটা তৈরী করে ফেললুম।

শান্তনু। ঘণ্টাদা দেখছি প্রেমিক পুরুষ। তাই সারা রাত ধরে "চন্দন চর্চিত প্রিয়ামুখ করিয়া স্মরণ" এই ব্লাউজটা তৈরী করে ফেলেছো, তাই না?

ঘণ্টা। ধরাই যখন পড়ে গেলুম তখন আর অস্বীকার করে লাভ কি?

জয়ন্তী। আচ্ছা ঘণ্টাদা তুমি কাকেও খুব ভালবাস, তাই না? বল না ঘণ্টাদা সেই ভাগ্যবতীটা কে?

ঘণ্টা। বলব না। আমি যাকেই ভালবাসি না কেন তাতে তোর কি?

জয়ন্তী। কিছু না। তবু বল না লক্ষ্মীটি।

ঘণ্টা। শুনবি?

জয়ন্তী। হ্যাঁ শুনবো।

ঘণ্টা। তবে শোন—যদি বলি তোকে।

জয়ন্তী। সর্বনাশ—শেষে আ-আমাকে?

ঘণ্টা। একেবারে হাঁ করে গাছ থেকে পড়লি তো? হাঃ-হাঃ-হাঃ। কিরে, কেমন চমকে দিলুম?

জয়ন্তী। কই দেখি ব্লাউজটা। [দেখিয়া] বাঃ—ভারি সুন্দর হয়েছে তো।

ঘণ্টা। হতেই হবে। সুন্দরীর হাতে পড়লেই হয় সুন্দরের বিকাশ। দেখ না দেখ-ব্লাউজটা তোর দিকে চেয়ে কেমন ফিক ফিক করে হাসছে।

জয়ন্তী। আচ্ছা ঘণ্টাদা এর দাম কত হবে?

ঘণ্টা। এক লাখ।

জয়ন্তী। ওরে বাবা—এই নাও।

ঘণ্টা । [গম্ভীরভাবে] দেওয়া জিনিষ আমি কখনও ফেরৎ নিই না । তাছাড়া—

জয়ন্তী । কি ?

প্রবেশ করে কৃষ্ণদাস ।

কৃষ্ণ ।　　　　　　　　গীত ।

ঐ ব্লাউজে আছে আমার প্রেমের রংমশাল ।
মেসিনের ঐ ছুঁচ সুতোটা তাই দেয় যে আমায় গাল ॥
জানি না কারে ভালবেসে হলেম দিশেহারা
না-দেখা সেই বঁধুয়া আমায় করছে ইশারা ।
তাই গোপন প্রেমে মরছি পুড়ে তবু ছাড়ছি নাকো হাল ॥
আমি যখন সেলাই করি,
গোপন প্রেমে জ্বলে মরি
ব্লাউজ তখন বলে হেসে পাতনা প্রেমের জাল ।

[জয়ন্তী ও শান্তনু হেসে ওঠে ।]

ঘণ্টা । থাক—খুব হয়েছে ! তোমাকে আর সকালবেলায় মশাল জ্বালতে হবে না । নিজের কাজ করগে যা !

কৃষ্ণ । কি মুস্কিল ! কাজ করব বলেই তো এলুম গো । তা দোকান বন্ধ রাখলে কাজটা করব কি করে ?

ঘণ্টা । তাও তো বটে । এই নে চাবী । যাও—দয়া করে দোকানটা খোল গে যাও । এই শুয়োর—দিখিস কিছু হারায় না যেন ।

কৃষ্ণ । কি বিপদ ! হারাবে বললেই হারাবে । তবে প্রভু আপনার ঐ খাঁচা-ছাড়া মনটা—ঐ ব্লাউজ—

ঘণ্টা । [তেড়ে যায়] বেরো বেরো এখান থেকে ।

কৃষ্ণ। বুঝেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

ঘণ্টা। জানোয়ার! কি ব্যাপার মাষ্টার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে? কিছু বল।

শান্তনু। [কাগজ পড়িতে পড়িতে] তোমাদের কথার মধ্যে আবার আমায় টানছো কেন ব্রাদার? যা বলবার তোমরাই বলো। আমায় আবার এর মধ্যে টানছো কেন? আমি এখানে নীরব দর্শক মাত্র।

ঘণ্টা। ওরে বাবা! হিংসে হচ্ছে নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

জয়ন্তী। ঘণ্টাদা—আবার!

ঘণ্টা। যা তবে নিয়েই নে ওটা। তৈরী করেছি অজান্তে, চলে যাক্ অজান্তে। আমার দেবারও কেউ নেই আর নেবারও কেউ নেই।

জয়ন্তী। বয়ে গেছে আমার এমনিতে নিতে। এই নাও।

ঘণ্টা। ওরে ওটাকে রেখে দে। কখন কে কোথায় থাকবো তার ঠিক নেই। তোদের দুজনের বে-থা হবার পর ঐ ব্লাউজটা দেখে হঠাৎ কোন একদিন হয়তো আমার কথাটা মনে পড়ে যাবে।

জয়ন্তী। ঘণ্টাদা—

ঘণ্টা। [চোখের জল অতিকষ্টে সামলে নেয়] আচ্ছা মাষ্টার তোমরা কথাবার্তা বল। আমি চলি। চলিরে জয়ন্তী। [প্রস্থান।

[সহসা জয়ন্তী শান্তনুকে প্রণাম করে।]

শান্তনু। একি! হঠাৎ এমন প্রণামের ঘটা কেন?

জয়ন্তী। গুরুদক্ষিণা।

শান্তনু। যথা?

জয়ন্তী। লেখাপড়া যা কিছু শিখেছি সে তো তোমারই স্নেহের দান শান্তদা। গতকাল একটা চাকরীর ইণ্টারভিউ ছিল।

শান্তনু। গুড নিউজ। রেজাল্ট ?

জয়ন্তী। হয়েছে। যদিও কাজটা খুবই মামুলি, মানে ওষুধ ক্যানভাসের, তাহলেও তো কিছু পাওয়া যাবে। দিনের পর দিন উপোষ করে থাকার চেয়েও তো ভাল। আজ থেকে বেরুতে হবে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর শান্তদা, জীবনযুদ্ধে আমি যেন জয়ী হতে পারি।

শান্তনু। আমার আশীর্বাদ তো সব সময়ই আছে। আবার নূতন করে চাইছ কেন ?

জয়ন্তী। চাইছি ভবিষ্যতের আশায়।

শান্তনু। [হাসিয়া] কিন্তু জয়ন্তী আমি তো সামান্য একটা স্কুল মাষ্টার।

জয়ন্তী। হলেও—তুমি আমার কাছে বরণীয়। শিক্ষা-দীক্ষায় তুমি আমাকে আদর্শ নারী করে গড়ে তোল।

শান্তনু। কিন্তু তুমি তো জাননা জয়ন্তী কি নির্মম—কি অসহায় এই শিক্ষকের জীবন। দেশের এই দুর্দিনে স্কুল কমিটিরূপী ঐ সব শয়তানগুলো অসহায় মাষ্টারদের কিভাবে ঠকিয়ে নেয় জান ?

জয়ন্তী। কি ভাবে ?

শান্তনু। মাত্র দেড়শো টাকা হাতে দিয়ে আড়াইশো টাকার পে-সিটে সই করতে বাধ্য করে।

জয়ন্তী। তোমরা বোকার মত সই কর কেন ?

শান্তনু। পেটের দায়ে--আর চাকরীর ভয়ে। জান জয়ন্তী আমি কিন্তু আর কোনদিন এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে পারবো না। শীগ্‌গির আমার জীবনে নেমে আসবে এক ঘন অন্ধকার।

জয়ন্তী। সেই অন্ধকারেই তোমার জয়ন্তী জেলে দেবে আশার আলো।

শান্তনু। পারবে—পারবে তুমি জয়ন্তী? আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর স্বপ্নকে তুমি সফল করতে পারবে?

জয়ন্তী। পারবো—নিশ্চয়ই পারবো। তোমার শিক্ষা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না শান্তদা।

শান্তনু। কথায় কথায় কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেল।

জয়ন্তী। তাতে কি হয়েছে?

শান্তনু। আজ প্রথম কাজে বেরুবো। রান্নাবান্না—

জয়ন্তী। ঘরে যে চাল বাড়ন্ত শান্তদা—

শান্তনু। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। গরীবের ঘরে অমন হয়েই থাকে। যাক্ ও কথা—সত্যিই বেলা হয়ে যাচ্ছে—চলি। [এগিয়েই ফিরে আসে] শান্তদা আকাশের নীচে চাঁদোয়া টাঙিয়ে আমি সুখের সাগরে সাঁতার কাটতে চাই না। আমি গরীব গরীবের দেওয়া শাকান্ন খেয়েই দুঃখের সংসারে চাই শান্তির আশ্রয়।

[প্রস্থান।

শান্তনু। ঘূর্ণায়মান পৃথিবী। সেই সংগে প্রতিটি মুহূর্তে ঘুরে যাচ্ছে ভারতের ইতিহাস। ভারতের ঐশ্বর্য্য-সমুদ্র মন্থন করছে মাত্র দুটি শ্রেণী। এক দিকে মিলিওনিয়ার কিং, অন্যদিকে অর্দ্ধ-উলংগ ষ্ট্রিট বেগার। একদিকে জমছে শুধু অমৃত-রূপী ঐশ্বর্য্যের পাহাড়, আর অন্যদিকে গরলের বিষাক্ত জ্বালা। তাইতো আজ জীবন যুদ্ধে হারিয়ে যাচ্ছে—কত পল্টু কত জয়ন্তী—কে দেবে এর জবাব? আমি? আপনি? না—ঐ নিষ্ঠুর নিয়তি?

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—এককড়ি মোক্তারের বাড়ীর রক।

প্রবেশ করে এককড়ি মোক্তার। পরনে তার থ্রি-
কোয়াটার সাদা প্যান্ট। গায়ে কালো কোট।
গলায় একটি সাদা চাদর পাকান। হাতে
বাজারের থলে—অন্যহাতে জুতো ধরা।
মাথার চুল কাঁচা-পাকা।
ছাঁটা গোঁফ।

এককড়ি। দোব—দোব শালাদের নামে এক নম্বর ঠুকে। এটা কি তোদের বাবাকেলে রক পেয়েছিস রে শালারা! তেজ-পক্ষে বিয়ে করে কি ঝকমারী না করেছিরে বাবা! মধুর লোভে ঐসব রকবাজ ভোমরা-গুলো দিনরাত গুণগুণ করছে। শালাদের জ্বালায় কোর্টে যাওয়া তো বন্ধই করেছি। এবার দেখছি বাজার যাওয়াও বন্ধ করতে হবে। দোব—দোব শালাদের নামে এক নম্বর ঠুকে।

প্রবেশ করে সুচিত্রা। উগ্র আধুনিকার বেশ।

সুচিত্রা। ও এক নম্বরে হবে না গো। এইগুলো রকবাজ ছোঁড়াকে তাড়াতে গেলে নম্বর আরও বাড়াতে হবে।

এককড়ি। কে? ও গিন্নী!

সুচিত্রা। হ্যাগো হ্যাঁ। ঘাটের মড়া এককড়ি মোক্তারের তেজ-পক্ষ। এইবার না মরে হাওয়া হয়ে তোমায় চতুর্থ পক্ষ করাবো।

এককড়ি। সে তো সাজের বহর দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এমন মেজে ঘসে গিয়েছিলে কোথায়?

সুচিত্রা। গিয়েছিলাম নাগরের খোঁজে।

এককড়ি। সর্বনাশ! ধরেছো নাকি?

সুচিত্রা। এখনও ধরিনি—তবে ধরব ধরব করছি।

এককড়ি। দোব—দোব শালাদের নামে এক নম্বর ঠুকে।

সুচিত্রা। কাল তুমি যখন কোর্টে গিয়ে এক নম্বর ঠুকছিলে তখন দিদি আর জামাইবাবু এসেছিলো।

এককড়ি। ওরে ফাদার! কত টাকা গেল?

সুচিত্রা। বেশি যায়নি। মাত্তর পঞ্চাশ টাকা।

এককড়ি। ওঃ! পঞ্চাশ টাকা! দোব এক নম্বর ঠুকে।

সুচিত্রা। এই মাত্তর জামাইবাবুর হাতে আরও দশটাকা দিয়ে এলাম।

এককড়ি। সর্বনাশ! আরো দশ? কেন? আবার কেন?

সুচিত্রা। তোমার ঐ মড়ার মত চেহারা আর ছাঁকনি গোঁফ দেখলে তো আর আমার মন ভরবে না। তাই জামাইবাবুকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাব।

এককড়ি। কেন—আমার সঙ্গে কি সিনেমায় যাওয়া যায় না? আমি না হয় তোমায় লেডিজ সিটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতুম।

সুচিত্রা। ঘাটের মড়ার সংগে এই যৌবন নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে না? লোকে দেখে ঠাট্টা করবে না?

এককড়ি। কোন শালা ঠাট্টা করবে! আমি আজই গোঁফ কামিয়ে ফেলবো।

সুচিত্রা। মড়াটার বুদ্ধি দেখো। গোঁফ কামালেই কি যৌবন ফিরে আসবে! এই বুদ্ধি নিয়েই বুঝি বুড়ো বয়সে টোপর মাথায় দিয়েছিলে?

এককড়ি। তখন এতটা বুঝতে পারিনি যে, তোমায় দেখে ছোড়ার দল এমনিভাবে ঘুরপাক খাবে। দোব-দোব শালাদের নামে—

সুচিত্রা। থামো। বাজার থেকে বেশ ভাল টাটকা পোনা মাছ আনতে বলেছিলুম। এনেছো তো?

এককড়ি। আনছিলুম তো। কিন্তু—

সুচিত্রা। কি?

এককড়ি। চিলে যে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

সুচিত্রা। মাছ তো আনছিলে থলেতে—চিলে নিলে কি করে?

এককড়ি। থলেটা যে ছেঁড়া ছিল গিন্নী।

সুচিত্রা। চালাকি পেয়েছো মুখপোড়া কিপটে। কালকে আমি নতুন থলে আনিয়ে দিয়েছি—আর আজ অমনি ছিঁড়ে গেল? চল আজ বাড়ির ভেতর। তোমার এক নম্বর আমি ঠোকাচ্ছি। ওমা! আবার তুমি জুতো হাতে করে শুধু পায়ে হাঁটছো?

এককড়ি। শুধু পায়ে হাঁটি বলেই তো এই এক জোড়া জুতোয় পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেল।

সুচিত্রা। বটে? পর, পর বলছি আমার সামনে।

এককড়ি। মাইরি বলছি গিন্নী অনেক দিন পরিনি—পরলে যে পায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

[বাইরে সিটি শোনা যায়]

সুচিত্রা। ঐ রকবাজ ছোড়াগুলো আসছে। জুতো পরে তাড়াতাড়ি

ভেতরে চলে এস। আজ একাদশি—মাছ না পেলে ঐ ছাকনি গোঁফ আমি একটি একটি করে উপড়ে নেব মনে থাকে যেন!

[প্রস্থান।

এককড়ি। দোব—দোব—দোব এক নম্বর ঠুকে। [জুতো পরে খোঁড়ায়] কিন্তু তিন নম্বরের বউ যদি সোনা-দানা সমেত বেহাত হয়ে যায়? না বাবা—বেশি গোলমাল করে কাজ নেই। একে সুন্দরী তায় আবার বেওয়ারিস রকের ওপর বেওয়ারিস ছোড়াদের আমদানি। দোব—দোব—শালাদের নামে এক নম্বর ঠুকে।

[প্রস্থান।

প্রবেশ করে মণ্টু।

মণ্টু। আরে দূর—দূর—দূর। এভাবে আর বেঁচে থাকা যায় না। চাকরী নেই বাকরী নেই—দিন রাত ভ্যাকাবণ্ড হয়ে রকবাজী কর আর বিড়ি ফোঁকো। বাড়িতে গেলে বাবার তাড়া, বাইরে ঘুরলে পুলিশের তাড়া। তবে শালা ঘাইটা কোথায়? কিন্তু ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না। আমাদের প্রেসিডেণ্ট মানে—গুরু শালাই বা গেল কোথায়? আড্ডাটা জমবে কখন? ভোমলা শালারও তো কোন পাত্তা নেই। মারি একবার কলিংবেলের হাঁক। আরে এই শালা ভোমলা—ভোমলা—

প্রবেশ করে ভোমলা।

ভোমলা। এই—এই শালা আস্তে।

মণ্টু। কেন? কি হয়েছে?

ভোমলা। আবে শালা ফাইট চলছে। রিতিমত ওয়ার—মানে যুদ্ধ।

মণ্টু। কার সংগে?

ভোমলা। মামা ভারসেস্ মামি। মামা ধরেছে ছাতা আর মামি ধরেছে ঝাঁটা। পঁচিশ বছরের বীরাঙ্গনার সংগে চলছে ষাট বছরের লড়াই।

মণ্টু। বহুত আচ্ছা—এই ফাঁকে—

ভোমলা। লবডঙ্কা! শালার কঞ্জুষ একটি পয়সাও বাইরে রাখে না। বিড়ি আছে দোস্ত? একটা দেনা মাইরি।

মণ্টু। [একটি ক্যাপষ্টানের প্যাকেট বার করে] লুক। একেবারে পিওর ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো। এক টানেই মোক্ষ লাভ।

ভোমলা। দে—দে মাইরি। চট করে একটা দিয়ে দে। সকাল-বেলায় কি আর বলবো তোকে—জিতা রহো—

মণ্টু। [প্যাকেট থেকে বিড়ি বার করে] এই নে শালা ধরা—

ভোমলা। বা বাবা—

মণ্টু। কি হলো?

ভোমলা। ক্যাপষ্টানের ভেতর বিড়ি?

মণ্টু। হ্যাঁ—বিড়ি। গরীবের ঘরে আজ ভাতের বদলে মুড়ি। তাই আমার ক্যাপষ্টানের ভেতরে বিড়ি। নে ধরা। ভোমলা!

ভোমলা। [টানিতে টানিতে] সুখটান দিচ্ছি। বলে যা।

মণ্টু। আবিষ্কার করেছি।

ভোমলা। কি?

মণ্টু। পয়সা রোজগারের নতুন ফন্দি।

ভোমলা। কি রকম?

মণ্টু। এই দেখ বিলবই।

ভোমলা। ওতে কি হবে?

মণ্টু। বার মাসে ছত্রিশটা বারোয়ারী করব। কালী পুজো, দুর্গা পুজো—

মণ্টু। কাত্তিক পুজো, ঘেঁটু পুজো, ইতু পুজো। ক্লাবের নাম থাকবে—

প্রবেশ করে পল্টু।

পল্টু। রকবাজ ভ্যাগাবণ্ড সংঘ।

মণ্টু। আগিয়া শালা? আবে ঐ নাম শুনলে কেউ চাদা দেবে? তার চেয়ে নাম থাকবে দেশহিতৈষী গেঁড়াকল সমিতি।

ভোমলা। রকবাজী আর গেঁড়া মারবার একেবারে সোজা রাস্তা। তা দোস্ত, তোমার আজ রকবাজীর অফিসে আস্তে এত দেরি হলো কেন?

পল্টু। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ভোমলা। নেশা-টেশা কিছু করেছিলি নাকি?

মণ্টু। তোকে বড় শুকনো লাগছে। সত্যি করে বলতো কি হয়েছে।

পল্টু। এভাবে রকবাজি করে আর কদিন চলবে বলতে পারিস! আপন ভোলা বাবা নিজের ধুনেই আছে। মায়ের-বোনের কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না। কাল থেকে আমাদের উনুনে হাঁড়িই চাপেনি। এই নিয়ে বাড়িতে একটু ঝামেলা হয়ে গেল।

মণ্টু। আরে দোস্ত ওরকম তো গরীবের ঘরে হামেশাই লেগে আছে। ওতে অত মন-মরা হলে চলবে কেন? জানিস কাল আমার কি হয়েছিলো? সমস্ত দিন বাদে রাতে আমি খেতে বসেছি, এমন সময় বাবা ভেতর থেকে বলে উঠলো—ওকে বলে দাও গিন্নী, রোজগার করে

থাক। এটা হোটেলবাড়ি নয়। সটান না খেয়েই বেরিয়ে পড়লুম। পেটের জ্বালায় একটু আগে ঘুরে বেড়াচ্ছি—

ভোমলা। না খেয়ে?

মণ্টু। হ্যারে না খেয়ে। দেখি সত্য বেটা তেলেভাজা ভাজছে। বেশ করে মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়ে নিলুম। পয়সা চাইতেই বার করলুম চাকু। সত্য বললে—থাক দাদা পয়সা চাই না। রোজ এসে খেয়ে যেও। ঝামেলা কর না।

পণ্টু। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকেও তাই করতে হবে। এ ছাড়া তো কোন পথই দেখছি না। বাংলা দেশে বাঙালীর ছেলেদের চাকরী পাওয়া এখন শুধুই স্বপ্ন। জানিস যত আইডিল ব্রেনই হয় ভূতের বাসা। ভদ্র ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা যদি একবার ক্রিমিনালদের সংগে মেশে, তবে তারা হয় এক-একটা জীবন্ত শয়তান।

মণ্টু। আরে ছোড় ওসব আণ্ট-সাণ্ট কথা। এখন প্রেম-ট্রেম, মানে কোন রূপসী রাজকন্যার খবর থাকে তো বল।

ভোমলা। ও! শালার পেটে নেই ইন্দি ভজোরে গোবিন্দি! পকেটে ছুঁচোয় ডন মারছে আর উনি শালা পদ্মিনীর স্বপ্ন দেখছেন।

[নেপথ্যে ডাক শোনা যায়। 'ভোমলা—ওরে ও ভোমলা']

ভোমলা। ঐ রে—মামি কলিং।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

পণ্টু। আরে এই গিদ্ধোড়! আজকালকার মেয়েরা অতো কাঁচা নয় বুঝলি? প্রথমেই পকেটটা বাজিয়ে নেবে। আর মাল্লু না থাকলে তোমার মুখে ঝামা ঘসে স্ট্রেট একেবারে বাটা থেকে টাটা, বুঝলি?

মণ্টু। যা-যা। তোর মত কাটখোট্টার দ্বারায়—

পল্টু। ইস্। চুপ!

মণ্টু। কেন?

পল্টু। ঐ দেখ আসছে।

মণ্টু। [চমকাইয়া] কে? পুলিশ?

পল্টু। না রে না। দেখ না—চোখে চশমা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঠমকি ঠমকি চলে নীলাম্বরী শাড়ি।

মণ্টু। তাই তো রে। ওকে কখনও দেখিনি। বোধ হয় নূতন আমদানি।

পল্টু। হায় হায় বুকে মোচড় দিচ্ছে মাইরি।

প্রবেশ করে আধুনিকা বেশে মৌসুমী।

মৌসুমী। বাপরে-বাপরে-বাপ! এ যে দেখছি একেবারে আজব শহর। ইজ্জত নিয়ে ট্রামে বাসে চড়াই দায়। বেহায়া ঐ জানোয়ারগুলোর কি আর মা-বোন জ্ঞান আছে? ভিড়ের মধ্যে গায়ে হাত দিয়ে যেন স্বর্গ পায়। এই তো বাড়ীর সামনে এসে পড়েছি। প্রায় আটটি বছর বাদে আসছি মামার বাড়ীতে। মামা হঠাৎ আমাকে দেখেই—

মণ্টু। একেবারে চিৎপটাং।

মৌসুমী। ইডিয়েট!

পল্টু। সুন্দর—লাভলি—লাভলি!

মৌসুমী। কে আপনারা?

মণ্টু। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ঠিক অফিস যাবার সময় আমরা [সুরে] আমরা বেকার হিরো!

মৌসুমী। তাই বুঝি রকের ধারে দাঁড়িয়ে হীরোইন খুঁজছেন?

মণ্টু। দেখুন ম্যাডাম, আপনি মাইরি একেবারে মনের কথা টেনে

বলেছেন। আমরা বেকার হলেও প্রত্যেকে এক একটি রোমিও—জগৎ সিংহ। খুঁজছি জুলিয়েট—খুঁজছি আয়েসা।

মৌসুমী। স্টুপিড! [প্রস্থানোদ্যত]

পল্টু। ও ম্যাডাম শুনছেন? প্লিজ কিছু মনে করবেন না। একটা কথা—

মৌসুমী। কি কথা?

পল্টু। মানে এমন কিছু নয়। এই আপনার নামটা—?

মৌসুমী। তারপর বাড়ীর ঠিকানাটা—তাই না?

পল্টু। ঠিক বলেছেন।

মৌসুমী। তাতে লাভ?

পল্টু। লোকসান তো নেই।

মৌসুমী। আপনার না থাক—আমার আছে ইডিয়েট!

[চড় মারিয়া প্রস্থান।

মণ্টু। যা শালা! প্রেম নিবেদন করবার আগেই ঝাঁপ্পড়। শালি মেয়ে তো নয় যেন কেউটের বাচ্চা।

ছুটিয়া ভোমলার প্রবেশ।

ভোমলা। আবে এই—কোন শালারে কোন শালা?

মণ্টু। চোপ বেটা। অত চেল্লাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

ভোমলা। ফেঁড়ে ফেলবো—একেবারে ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলবো সব।

পল্টু। সাট আপ। কি হয়েছে তাই বল?

ভোমলা। অপমান করেছে।

পল্টু। কাকে?

ভোমলা। মাই সিসটার—মানে আমার বোনকে।

পল্টু। বোন? কোথায় তোর বোন?

ভোমলা। এই মাত্তর যে মেয়েটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

মন্টু। ও! তাহলে ঐ নীলাম্বরী—ঝাঁপ্পড়ওয়ালী তোর বোন?

ভোমলা। [চিৎকার করিয়া] ইয়েস আমার বোন। তোরা ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। আমি শালা রকবাজী সব ছুটিয়ে দেবো। মার্ডার করে ফেলবো। তোদের মা-বোন জ্ঞান নেই শালা!

মন্টু। এই শালা আলতু-ফালতু কথা বলবি না বলে দিচ্ছি। ফের ফালতু কথা বল্লে দেবো শালার এক ধেপিয়া আছাড়।

[মন্টু তেড়ে যায়, বাধা দেয় পল্টু]

পল্টু। বড্ড গায়ে লেগেছে নারে?

ভোমলা। তোরা বলে তাই সহ্য করে যাচ্ছি। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে গায়ের চামড়া খুলে নিতুম।

পল্টু। ও তোর নিজের বোন?

ভোমলা। হাঁ রে হাঁ।

পল্টু। নিজের বোনের বেলায় বড্ড গায়ে লেগেছে না? আর তুই যখন রকে বসে অন্য মেয়েদের দেখে সিটি মারিস, কই তখন তো তোর কোন মা-বোন জ্ঞান থাকে না।

ভোমলা। কিন্তু তাই বলে—

মন্টু। আরে ছাড় ওসব কথা। এখানে রোদ এসে গেছে। এ অফিসে আর বসা যাচ্ছে না। চল অন্য রকে আড্ডা জমাই।

পল্টু। কিরে? যাবি না দল ছাড়বি?

ভোমলা। দল ছাড়লে বাঁচবো কি করে দোস্ত! আড্ডাটা আছে বলেই তো বেকার জীবন নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি।

মণ্টু। বহুত আচ্ছা। নে হাত মেলা। বল—থ্রি চিয়ার্স ফর—

পণ্টু। চুপ চুপ। শোন তোরা। এইভাবে রকবাজী করে বেড়ালে আমাদের ভবিষ্যৎ আর কোন দিনই ফরসা হবে না। যে কোন উপায়েই হোক টাকা আমাদের রোজগার করতেই হবে।

মণ্টু। কিন্তু কি করে করবো? ভিক্ষে করে?

পণ্টু। সাট আপ। আজে-বাজে বকিস না। ভিক্ষে চাইলেও আমাদের কেউ ভিক্ষে দেবে না। শোন, আমি তোদের প্রেসিডেণ্ট। আমি ঠিক করেছি উপস্থিত আমাদের এই গলির অফিসে লাল বাতি জ্বালিয়ে নূতন অফিস ওপেন করবো। সেখানে একসঙ্গে ঢুকাজই চলবে।

ভোমলা। কোথায় সেটা?

পণ্টু। প্যারাডাইস গার্ডেনে।

মণ্টু। বা—বাবা! সেটা আবার কোথায়?

পণ্টু। লেকের ধারে। যেখানে জোড়ায় জোড়ায় আসে প্রেমিক প্রেমিকা।

ভোমলা। লাভলি গুরু। দুচারদিন একা একা ঘোরার পরই একেবারে দোকা হয়ে যাবো।

পণ্টু। না। সে জন্যে ওখানে অফিস খুলছি না। আমি চাই—[দুজনকে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে। দুজনেই চমকে ওঠে]

মণ্টু। গুরু—

ভোমলা। পুলিশে পিছু নেবে ওস্তাদ।

পণ্টু। নিক। বাঁচার তাগিদে চাই টাকা। আর সেই টাকা উপায় করতে আজ থেকে ন্যায় মানব না—অন্যায় মানব না। সমাজের

লোহাচাঁদ। বেশী দিনের কোথা নয় হুজুর—এই তো সেদিনের কোথা। বোম্বাই থিকে আপনার প্রডাক্শন ম্যানেজার যে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে এলো, মেয়েটার পেটে ছিলো বাচ্চা, ও অবস্থায় কেউ কিনতে চাইলো না। কোন ডাক্তারভি কুছ করতে ভরসা পেল না। আপনি স্মরণ করলেন আমাকে। আমি হাসতে হাসতে আদর করে তেড়ে পেটে মারলাম এক লাথি—ব্যস অল ক্লিয়ার। হাঁ পিছে ডাক্তারভি কুছ পয়সা লিয়ে ছিলো।

রমেন। সত্যিই তুমি পুরুষ।

লোহাচাঁদ। তাইতো মহাপুরুষের চরণে পড়ে আছি মালিক।

রমেন। এই স্বার্থপর দুনিয়ায় একমাত্র তুমিই আমাকে চিনেছো হামিদ।

লোহাচাঁদ। তাইতো এতোদিন ঠিক আছি হুজুর। এই লিন আপনার লাল নীল ফাইল।

রমেন। তা দুটোই এনেছো কেন?

লোহাচাঁদ। নোকোলটাই যে আপনার বেশি দরকার হুজুর।

রমেন। [ফাইল দুটো একটু দেখেই ফিরিয়ে দেয়] যাও উপস্থিত নিয়ে যাও, দরকার হলেই চেয়ে নেবো। আর শোন—আমি দুদিন এখানে ছিলুম না। নূতন কোন লোকজন—

লোহাচাঁদ। এসেছিলো। একজন ফিরিংগি সাহেব আর একজন মাড়োয়ারী। কাল আবার সেই সাহেবই যেন—

রমেন। হুঁ। টিকটিকি। আর কেউ?

লোহাচাঁদ। এসেছিলো। আবার এখুনি আসবে, আপনি যার জন্তে—

রমেন। আঃ হামিদ, আজকাল তুমি বেশী বাজে কথা বল। যাও।

লোহাচাঁদ। [হাসিয়া] এখুনি যাচ্ছি মালিক। [ফিরিয়া] বকসিস্।

রমেন। কেন?

লোহাচাঁদ। এই যে খুশ খবরটা দিলুম।

রমেন। [একটা দশটাকার নোট দেয়] কেমন খুশী তো?

নিশ্চয়। নতুন গাছের এই তো প্রথম ফল মালিক। আচ্ছা চলি।

[প্রস্থান।

রমেন। বেটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।

প্রবেশ করে প্রডাক্‌সন ম্যানেজার তারক ভট্‌চাজ।

তারক। শুধু হাড়ে হাড়ে নয়, একেবারে মারাত্মক বজ্জাত—মানে—মানে ডেনজারাস। মারের চোটে ফাদারের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে স্যার।

রমেন। কি ব্যাপার?

তারক। একেবারে রীতিমত গুরুতর স্যার। আমি হলুম আপনার মল্লিক পিকচার্সের প্রডাক্‌শন ম্যানেজার। কলকাতা—দিল্লী—বম্বে—ম্যাড্রাস—কোচিন—বিহার—মায় উড়িষ্যার কত মেয়েকে ধরে এনে হিরোইন করে ছেড়ে দিলুম। আর আমায় কিনা স্যার—[কাঁদিয়া ফেলে]

রমেন। ইডিয়েট! কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?

তারক। বলেন কি? কাঁদবো না? আজ যে আমার একুল ওকুল দুকুল গেল স্যার।

রমেন। কি রকম?

তারক। হরেক রকম মাই লর্ড। কান মোলা—রদ্দা মারা—কিল—চড়—ঘুসি মায় লস্তি পর্যন্ত কোনটাই বাদ যায়নি স্যার।

রমেন। লস্তি? সে আবার কি?

তারক। আজ্ঞে, যেমন হস্তি মানে হাতি—তেমনি লস্তি মানে লাথি।

রমেন। ননসেন্স! আসল ব্যাপারটা কি তাই বল।

তারক। বলছি মাই লর্ড বলছি। হিরোইন খুঁজতে খুঁজতে এক থিয়েটারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় দেখি যে, সেই থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। আ-হা—ইচ্ছে হলো স্যার—

রমেন। বলে যাও।

তারক। ভাবলাম একে একবার চালান করতে পারলে একবারে মোটা মাল। নিলাম পেছন। মেয়েটা একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েটা তখন আরও একটু এগিয়ে গেল। আমিও এগুলাম। ইশারা করলাম, ছোটখাট এক চোখও মারলাম। হুজুর মেয়েটা তখন আমার কাছে সরে এলো। মনে হলো যেন রাধা এলো শ্যামের কাছে।

রমেন। বটে? তারপর?

তারক। মেয়েটা মিহি গলায় বললে আমায় কিছু বলছেন? আমি তখন গোঁফ আর টাইটাকে ঠিক করে নিয়ে বললাম—আমি হচ্ছি মল্লিক পিকচার্সের প্রডাকশন ম্যানেজার। হিরোইন খুঁজছি—যাবেন? ডাকবো ট্যাক্সি?

রমেন। ট্যাক্সিতে তুলে ছিলে?

তারক। ইয়েস মাই লর্ড। ট্যাক্সিতে উঠে কিছু দূরে গিয়েই

হিরোইন বললে, চলুন না একটা হোটেলে ঢুকি। হোটেলে স্যার আমার পয়সায় গাণ্ডে-পিণ্ডে গিললো। আমিও সেই ফাঁকে দু পেগ চড়িয়ে নিলাম। আবার ট্যাক্সি।

রমেন। ফার্ষ্ট ক্লাস ইডিয়েট! তারপর কি হলো?

তারক। ট্যাক্সি ছুটছে—মন আমার উড়ছে। আমি যত এগুই হিরোইন ততই সরে। শেষে যেই আমি হাত বাড়িয়েছি অমনি আওয়াজ হলো, "এই রোকে গাড়ি"। গাড়ি গেল থেমে, হিরোইন পড়লো নেমে।

রমেন। রঙিন নেশায় তুমিও অমনি নেমে পড়লে?

তারক। ইয়েস মাই লর্ড। তখন কি আর বুঝতে পেরেছিলুন যে, জামাই আদরটা এমনি করে করবে! নেমেই হিরোইন চেঁচিয়ে বল্লে, ছোটদা ছোটদা। অমনি একটা বাড়ীর রক থেকে নেমে এলো জুটো ইয়ং হীরো। বেগতিক দেখে ততক্ষণে জুতোটা আমি হাতে নিয়েছি। মেয়েটা বললে ধর লোকটাকে। চেয়ে দেখি ট্যাক্সি উধাও। টেনে মারলাম ছুট। সামনে ছিল এক পচা পুকুর—মাঠ মনে করে ছুটতে গিয়েই একেবারে ঝপাং।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। তারপর?

তারক। আপনি স্যার হাসছেন? ছোড়াগুলো আমাকে চ্যাংদোলা করে বাড়ীর সামনে নিয়ে গেলো। তারপর নাক টিপে যে যা পারলো— কিল-চড়-লাথি, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। শেষেরটা আরও মারাত্মক, মানে মিজারেবল্ স্যার।

রমেন। যথা?

তারক। যখন জ্ঞান হলো চেয়ে দেখি আমি একটা নর্দ্দমার ধারে পড়ে আছি। আর একটা ঘেয়ো কুকুর জিব বার করে আমার মুখ চাটছে।

রমেন। একেবারে—

তারক। ইডিয়েট—রাসকেল!

রমেন। ঠিক তাই।

তারক। কারা স্যার? ওরা?

রমেন। না তুমি। গেট আউট, গেট আউট আই সে।

তারক। যাচ্ছি স্যার যাচ্ছি। এখুনি করছি গোয়িং। মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। মরে যাবো স্যার।

[প্রস্থান।

রমেন। ইডিয়েট! ইডিয়েট হলেও এরাই আমার দাবার বোড়ে। বনকি চড়িয়া আসবে ঠিক চারটের। [ঘড়ি দেখে মৃদু হাসে] জাষ্ট ফোর।

[নেপথ্যে জয়ন্তীর ডাক শোনা যায়]

জয়ন্তী। [নেপথ্যে] আসতে পারি স্যার?

রমেন। ইয়েস কাম ইন।

প্রবেশ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। নমস্কার!

রমেন। নমস্কার! বসুন।

জয়ন্তী। ধন্যবাদ। বসবার কোন দরকার নেই।

রমেন। বেশ বেশ। আপনি বলে গিয়েছিলেন যে, ঠিক চারটের সময় আসবেন—জাষ্ট ফোর। এই সময়ের জ্ঞানকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। বাই দি বাই। হঠাৎ এত জরুরী প্রয়োজনটা কি বলুন তো?

জয়ন্তী। [একটু ইতস্তত করে] মানে—

রমেন। নিঃসঙ্কোচে বলুন।

জয়ন্তী। স্যার আমার সামান্য কিছু টাকার প্রয়োজন। তাই আমার কমিশন বাবদ যদি কিছু দেন তবে আমার বড়ই উপকার হয়।

রমেন। আরে এর জন্যে এত কিন্তু হবার কি আছে তোমার। যখন যা তোমার দরকার হবে—[রমেন মল্লিকের মুখের দিকে বিস্ময় দৃষ্টে চেয়ে দেখে জয়ন্তী] দেখ আমার ঐ একটা বড় বদ অভ্যাস। কর্মচারিদের আমি সব সময় আপনি বলতে পারি না। তুমি না বললে যেন সব সময় কর্মচারিদের ঠিক আপন করে নেওয়া যায় না।

জয়ন্তী। আমার কিন্তু দেরি করবার মোটেই সময় নেই স্যার।

রমেন। ও ইয়েস। এখুনি দিচ্ছি। [একটা একশো টাকার নোট দেয়]

জয়ন্তী। একশো টাকা?

রমেন। [লালসার সঙ্গে হাসে] ইয়েস। আরও দেবো।

জয়ন্তী। স্যার আমি গরীব। আমার প্রাপ্য আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আমি নিই না। দয়া করে আমায় গোটা কুড়ি টাকা দিন।

রমেন। মাত্র কুড়ি টাকা?

জয়ন্তী। হ্যাঁ। ঐ হলেই চলবে। তা ছাড়া খেটে পরিশোধ করবার ক্ষমতা থাকা চাই তো।

রমেন। ও, কে। তুমি যা ভাল মনে করবে তাই হবে। এই নাও।

জয়ন্তী। [টাকা নেয়] অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে স্যার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। [প্রস্থানোদ্যতা]

রমেন। শোন। [রমেন কোন কথা না বলে চেয়ে থাকে লালসার দৃষ্টিতে]

জয়ন্তী। কিছু বলবেন?

রমেন। হ্যাঁ বলবো। ছোট্ট একটা কথা।

জয়ন্তী। [ইতস্তত] বলুন। কি দেখছেন অমন করে?

রমেন। দেখছি একটা রূপের আকর। ভাবছি আর দেখছি ভগবান কেমন সুন্দর নিখুঁত ভাবে তৈরী করে মর্ত্ত্যে পাঠিয়েছেন এক স্বর্গের উর্ব্বশী।

জয়ন্তী। [জলে ওঠে জয়ন্তীর চোখ। পরক্ষণেই সংযত করে নেয়] আচ্ছা স্যার এখন আমি চলি।

[প্রস্থান।

রমেন। বিউটি বিউটি। একেবারে প্যারাগান বিউটি। ভগবান বোধ হয় ওকে আমারি জন্য সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন। ভোগ করবার জন্যে তো আমার জন্ম। এটা তো আমি জানি, আর ঐ ভগবানও জানেন। নারী বশের সঠিক মন্ত্র আমি জানি না। কিন্তু কায়দা আমায় হাতের মুঠোয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আবার আসছে একটা নূতনের আস্বাদ। ধীরে রমেন ধীরে। ডোণ্ট লাফ। মহাপুরুষের বাণী তুমি যেন ভুলে যেওনা, স্লো—বাট সিওর।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা। পরনে তার তালি দেওয়া শাড়ি, সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন।

অন্নপূর্ণা। না আর পারি না। এই ভাবে আর ওদের শুকনো মুখ আমি দেখতে পারছি না। কাল থেকে উনুনে আঁচ পড়েনি। ছেলেটা ক্ষিদের জ্বালায় কলের জল খেয়ে বেরিয়ে গেল। আমি মা হয়ে—

প্রবেশ করে ঘণ্টা। হাতে তার একটি চালের ব্যাগ।

ঘণ্টা। মাসিমা—ও মাসিমা—

অন্নপূর্ণা। কে রে? ও ঘণ্টা?

ঘণ্টা। হ্যাঁগো হ্যাঁ ঘণ্টা। তোমার এক নম্বর দরজী-ছেলে ঘণ্টা। এই নাও, ধর।

অন্নপূর্ণা। কি?

ঘণ্টা। মা লক্ষ্মী—মানে চাল। সকাল বেলা দোকান খুলে বসতেই দেখি জয়ন্তী শুকনো মুখে কাজে বেরিয়ে গেল। উঁকি মেরে দেখলুম উনুনটা দিব্বি চোখ বুজে বসে আছে। সটান চলে গেলুম খদ্দের বাড়ী। তাগাদা-পত্তর করে কিছু আদায় হলো। কিনে ফেল্লুম কিছু চাল আর আলু। কি ভাবছো মাসিমা?

অন্নপূর্ণা। ভাবছি চক্রবর্ত্তি বাড়ীর বৌয়ের এবার বাইরে বের হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মেয়েটা হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে যা পায়,

তাতে তো আমাদের এক বেলাও পেট ভোরে জোটো না। এবার দেখি কারো বাড়ীতে যদি ঝি-রাঁধুনির কাজ পাই।

ঘণ্টা। মাসিমা!

অন্নপূর্ণা। এ ছাড়া আর বাঁচবার কোন উপায় নেই ঘণ্টা।

ঘণ্টা। না মাসিমা। আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই তোমাকে পরের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করতে দেব না। আমার তো আপন বলতে কেউ নেই মাসিমা—তোমাকেই তো আমি মা বলে জানি।

অন্নপূর্ণা। ঘণ্টা—এ ভাবে ভিক্ষের দান নিয়ে—

ঘণ্টা। মাসিমা, যা বলেছো—বলেছো, ওকথা আর মুখেও এনো না। ছেলে কি কখনো মাকে ভিক্ষে দেয়? আমি যে তোমার ছেলে, পল্টুর বড়।

অন্নপূর্ণা। তা তো জানি বাবা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উনি কারও দয়ার দান গ্রহণ করেন নি বাবা। একমাত্র শুধু তোমার ভালবাসাকেই উনি অবহেলা করতে পারেন নি। দাও বাবা।

ঘণ্টা। এই নাও। প্যাকেটা দিয়েই উনুনে আঁচ দিয়ে দাও। আজ কিন্তু আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে—মায়ের হাতের রান্না আজ পেট ভরে খাব।

অন্নপূর্ণা। পাগল ছেলে। সে কথা কি মাকে বলতে হয়?

ঘণ্টা। হ্যাঁ, একটা কথা মাসিমা। শুনেছিলুম শান্তদার শরীর খারাপ, তা এখন কেমন আছে মাসিমা?

অন্নপূর্ণা। একটু ভাল। ডাক্তার বলেছেন কোন ভয় নেই।

ঘণ্টা। ভগবান মঙ্গলময়। ওদের দুজনের বিয়ের কথাটা—

অন্নপূর্ণা। ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের তো আর পয়সা খরচ করে বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তাই উনি আর আমি দুজনেই বলেছি—এটা

চৈত্র মাস, আগামী বৈশাখে তোমরা রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে এসো।

ঘণ্টা। খুব ভাল খবর মাসিমা। মাসিমা—

অন্নপূর্ণা। কিরে ?

ঘণ্টা। আমায় একটু জল খাওয়াতে পার ?

অন্নপূর্ণা। একটু দাঁড়া—এখুনি আনছি বাবা। [প্রস্থান।

ঘণ্টা। জয়ন্তীর বিয়ে এতো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু একি ! আমার চোখে হঠাৎ জল আসছে কেন ? জয়ন্তীর বিয়ে—এক মাথা টকটকে লাল সিঁদুর পরে সে বাসর ঘরে গিয়ে বসবে, হয়তো সে আমাকে চিরদিনের মতো ভুলে যাবে। কিন্তু আমি ? না-না-না। আমি ওদের আশীর্ব্বাদ করবো। ওরা যখন বাসর ঘরে বসবে—আমি তখন জানলার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখবো আর ভাববো—

গীতকণ্ঠে কৃষ্ণদাসের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।— **গীত**

চাঁদের কোলে হেলান দিয়ে সে যে ঘুমায় ঐ
নিঝুম রাতে তার স্মৃতিতে আমি জেগে রই।

ঘণ্টা। কি ব্যাপার ? কেষ্টদা—

কৃষ্ণদাস।— **পূর্ব-গীতাংশ।**

আমার এ প্রেম কেউ জানে না—
ভুলতে যে চাই মন মানে না—
আমার চোখের জলে নদী হলো, তবু তারে পেলাম কই।
চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো—
নিভে গেছে মোর আশার প্রদীপ কে জ্বালাবে বলো—
আসবে ফিরে সেই আশাতেই আমি পথ যে চেয়ে রই।

ঘণ্টা। কেষ্টদা – [কাঁদিয়া ফেলে]

কৃষ্ণ। সবই জানি—সবই বুঝিরে। এইবার তোর মন নদীতে বাঁধ দিগে যা—নইলে যে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

ঘণ্টা। কি বলছো তুমি কেষ্টদা—

কৃষ্ণ। বলছি, চাঁদের চেয়ে জোনাকি অনেক ভালো, কারণ জোনাকিকে ধরা যায় কিন্তু চাঁদকে ধরা অসম্ভব। তাকে ধরা যায় না।

[প্রস্থান।

ঘণ্টা। ঠিক বলেছো কেষ্টদা—চাঁদের চেয়ে জোনাকি অনেক ভাল। কিন্তু আমি তো চাঁদকে ধরতে চাইনি। আমি শুধু—

জলের গ্লাস হাতে প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা। এই নে বাবা—জল। একিরে তুই কাঁদছিস?

ঘণ্টা। য়্যা—কই নাতো। ও—জান মাসিমা লঙ্কাটায় না ভীষণ ঝাল। একটু আগে লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেয়েছিলুম। হঠাৎ চোখে হাতটা লাগতেই হড় হড় করে জল বেরিয়ে এলো; যাক্, যাও—যাও তাড়াতাড়ি রান্নাটা চাপিয়ে দাও। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু। আমি একবার দোকানে চলুম। একঘণ্টার মধ্যেই হাজির হচ্ছি কিন্তু।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। আ-হা-হা। কি সুন্দর ছেলে। পন্টুর পাশে দাঁড়িয়ে ও যখন আমাকে মা বলে ডাকে তখন মনে হয় ওরা যেন দুটি সহোদর। আপন ভোলা ছেলে—তাই—

প্রবেশ করে পন্টু।

পন্টু। মা—মা, ওমা—মা!

অন্নপূর্ণা। আয় বাবা আয়। হ্যাঁরে সকাল থেকে বাড়ি আসিস নি, কোথায় ছিলি সারাটা দিন?

পল্টু। বাড়িতে আমি ঠিকই এসেছিলুম মা, কিন্তু—

অন্নপূর্ণা। কি?

পল্টু। শুকনো নিভে যাওয়া উনুনটার দিকে চেয়ে বসে বসে তুমি কাঁদছো দেখে আমি চলে গিয়েছিলুম।

অন্নপূর্ণা। পল্টু! [কাঁদিয়া ফেলে]

পল্টু। এই অভাবের সংসারে আর কতো তুমি কাঁদবে বলতো? যাক সন্ধ্যে হয়ে গেল—আর আমি পেটের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। জয়ন্তী ফিরেছে? কিছু এনেছে সে? আমায় কিছু খেতে দিতে পারো?

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী সেই যে ভোর বেলায় বেরিয়েছে এখনও সে ফেরেনি বাবা। তবে তোর ঘণ্টাদা এই মাত্র কিছু চাল আর আলু দিয়ে গেছে। তুই একটু বোস—আমি এখুনি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিচ্ছে।

পল্টু। ঘণ্টাদা দিয়ে গেছে। ঘণ্টাদা—ভিক্ষের দান? এই খেয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে? মা—মাগো! না-না—এভাবে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। আমি সমর্থ, বেকার হলেও যুবক। দেহের মধ্যে রয়েছে আমার ফুটন্ত রক্ত। কলসীর জল আর ভিক্ষের অন্ন খেয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে পারব না, বেঁচে থাকতে চাই না। নিজের ভাগ্যটাকে এবার কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করে নেবো।

অন্নপূর্ণা। পল্টু!

পল্টু। তোমার কোন দোষ নেই মা। তুমি মেয়েছেলে— মা। ভাতের বদলে তুমি শুধু দিতে পার স্নেহ-প্রেম আর চোখের জল। কিন্তু আমি কি পারি না তোমার ঐ চোখের জলকে মুছিয়ে দিতে? আমি

কি পারি না ঐ বড়লোকের ভাতের থালাটা কেড়ে নিতে—যে খাবারটা তারা তাদের পোষা কুকুরকে বিলিয়ে দেয়?

অন্নপূর্ণা। এসব তুই কি বলছিস পন্টু?

পন্টু। ঠিকই বলছি। শোন মা আজ তোমায় একটা কথা বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এভাবে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। যদি কোনদিন তোমাদের দুঃখ দূর করবার মত টাকা রোজগার করতে পারি তবেই আবার আমি ফিরে আসবো—আবার তোমায় মা বলে ডাকবো। আর তা যদি না পারি তবে তুমি দুঃখ কর না মা। মনে কোরো তোমার পন্টু ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এই বিশাল পৃথিবীর বুকে হারিয়ে গেছে মা হারিয়ে গেছে। [প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। পন্টু—পন্টু—ওরে কথা শোন—কথা শোন! চলে গেল। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে হয়তো চিরদিনের মত ও চলে গেল।

প্রবেশ করে নীলাম্বর চক্রবর্তি। তার একটি পা খোঁড়া।
লাঠিতে বা ক্রাচে ভর দিয়ে টেনে টেনে চলে।
অর্দ্ধ-পাগল উদ্‌ভ্রান্ত। পরনে জরাজীর্ণ
খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। খালি পা,
রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। গালে দাড়ি।

নীলাম্বর। চলার পথে চলে যায় ঐ প্রদীপ্ত ভাস্কর
তাই তো চেয়ে দেখি সভয় অন্তরে,
এই ভারতের দিকে।
এই মোর সোনার ভারত
যার শিশির বিছানো সোনার শয্যায়

স্নান করি ঐ দেব দিনকরে,
উদ্ভাসিত হলো এক নূতন ভাস্কর,
দেব শিশুসম, নাম তার নেতাজী সুভাষ,
যৌবনের দ্বার-প্রান্তে আসি
দিগন্ত বিদীর্ণ করি ছাড়িয়া হুঙ্কার—
গিভ মি ব্লাড, আই প্রমিশ টু গিভ ইউ ফ্রিডম্।
কিন্তু হায়—
ভারতের প্রান্ত থেকে কহিল বেইমান
গর্জ্জিল পদলেহি—
বৃটিশ তুমি চালাও শোষণ—
কুইসলিং তুমি দূর হটো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অন্নপূর্ণা। অদ্ভুত মানুষ। [কাছে গিয়া বলে] শুনতে পাচ্ছ?

নীলাম্বর। কে? কে তুমি?

অন্নপূর্ণা। একটিবার ভাল করে চেয়েই দেখ না।

নীলাম্বর। একজ্যাক্টলি—ঠিক সেই রূপ—ঠিক সেই রকম দেখতে।

অন্নপূর্ণা। কার মতন?

নীলাম্বর। আমার সুভাষকে কোলে নিয়ে বসে ছিল যে জ্যোতির্ময়ী নারী। ঠিক সেই—না-না-না—তুমি তো দেবী অন্নপূর্ণা। বলো দেবী কি চাও তুমি?

অন্নপূর্ণা। এখনো বলছো কি চাও তুমি! বলি—বলি করেও এতদিন বলিনি, কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না। আর কতকাল আমরা এইভাবে উপোষ করে পড়ে থাকবো বলতে পারো? চক্রবর্তি বাড়ির মেয়ে আজ পেটের জ্বালায় রাস্তায় বেরিয়েছে। তাই বলবো না ভেবেও আজ আমি তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি।

নীলাম্বর। হ্যাঁ-হ্যাঁ বলবে বৈকি—নিশ্চয় বলবে। বল কি বলতে চাও ?

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী একটা সোমত্ত মেয়ে। তার সামান্য রোজগারে তো আমাদের একবেলাও চলে না।

নীলাম্বর। তা আমি কি করতে পারি ? আমি আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিক—এক্স মিলিটারী। চাকরী তো আমি করতে পারবো না। হ্যাঁ ভাল কথা—

অন্নপূর্ণা। কি ?

নীলাম্বর। মনে হয় সকালে বোধ হয় কিছু খাইনি। শরীটা খুব দুর্বল লাগছে। কিছু খেতে দিতে পারো ?

অন্নপূর্ণা। তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছো ? আপন-ভোলা মানুষ তুমি—কাল রাত্রে দুখানা মাত্র রুটি তোমায় আমি দিতে পেরেছি। আর আজ এখনো পর্য্যন্ত—ওগো না-না, এভাবে আর তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলো না। ক্ষিধের জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছে তাই না ?

নীলাম্বর। কই না তো। আমার তো একটুও কষ্ট হয়নি। তা আজ সকালে তো দুটো ভাতে-ভাত চাপালেই পারতে।

অন্নপূর্ণা। চাল না থাকলে শুধু তো আর জল ফোটালেই ভাত হবে না।

নীলাম্বর। ও—তাওতো বটে।

অন্নপূর্ণা। ওগো তোমার দুটি পায়ে ধরে বলছি, একটিবার পণ্টুর জন্যে কিছু একটা চেষ্টা করে দেখো। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক তুমি, সারাটি জীবন তুমি কারাগারে কাটিয়েছো। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, তোমার সহকর্মিরা আজ—

নীলাম্বর। মসনদে বসে হয়ে গেছে আত্মহারা। দে আর অলওয়েজ বিজি। গরীবদের দুঃখ দেখবার সময় কোথায়?

অন্নপূর্ণা। নাই থাক—তবু নিজেদের বাঁচবার তাগিদে—

নীলাম্বর। চাকরীর উমেদারি করতে যাবে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল নীলাম্বর চক্রবর্তি?

প্রবেশ করে শান্তনু।

শান্তনু। বাঁচার তাগিদে সেটা কিছু অন্যায় নয় স্যার।

নীলাম্বর। সাট আপ ইউ ফুল। চেয়ে দেখ, বাংলার অলিতে-গলিতে লাখো লাখো বেকার পল্টু হয়ে যাচ্ছে ক্ষুধিত ড্রাগন—হয়ে যাচ্ছে নির্মম পশু।

অন্নপূর্ণা। তাই বলে নিজের ছেলের প্রতিও কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই?

নীলাম্বর। তুমি তো শুধু একাই অনাহরের জ্বালা সহ্য করছ না অন্নপূর্ণা। তোমার মত লাখো লাখো পল্টুর মা আজ অনাহারে বোবা হয়ে গেছে। [উত্তেজনায় কাঁপিতে থাকে]

অন্নপূর্ণা। ওগো তুমি শান্ত হও। ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমি তোমায় অন্যায় অনুরোধ করেছি, আর বলবো না—কোন কথাই বলবো না।

নীলাম্বর। [মিলিটারি কায়দায় বলে] ষ্টপ—ষ্টপ।

অন্নপূর্ণা। বলো?

নীলাম্বর। আর ইউ ক্রায়িং? তুমি কাঁদছো? না কাঁদবে না। স্বাধীন দেশ এটা, না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেলেও এখানে কাঁদতে নেই— তুমিও কাঁদবে না।

অন্নপূর্ণা। না। আর আমি কাঁদবো না। বোবা হয়ে যাব—এবার থেকে আমি বোবা হয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শান্তনু। ওকি! অমন করে হাসছেন কেন স্যার?

নীলাম্বর। হাসি পাচ্ছে বলে।

শান্তনু। আপনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিক—নেতাজীর সহকর্মী। হাসির বদলে দেশের এই দুর্দিনে আপনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে নেতাজীর বাণী—নেতাজীর হুঙ্কার।

নীলাম্বর। কার বিরুদ্ধে?

শান্তনু। শোষনের বিরুদ্ধে।

নীলাম্বর। বুড়ো মড়ার পিঠে চাবুক মেরে তাকে আর জাগন যায় না শান্তনু। কোন লাভ নেই। বিদেশীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ভারতীয় শাইলকদের হাতে ধরা পড়ে গেছি।

শান্তনু। এটা কোন যুক্তি নয় স্যার। দাবী এমনিতে আসে না, আদায় করে নিতে হয়।

নীলাম্বর। ক্যান ইউ সে মাই বয়—বৃটিশ সিংহ চলে গেছে কিন্তু কি দিয়ে গেছে আমাদের?

শান্তনু। স্বাধীনতা।

নীলাম্বর। শুধু স্বাধীনতা নয়—তার সঙ্গে দিয়ে গেছে চুরীর মন্ত্র। তাই দেশে আইন আছে শাসন আছে কিন্তু সাজা নেই। তাই তো ওরা গরীবের বুকের রক্ত শোষণ করে চড়ে বেড়াচ্ছে কাডিল্যাক। তৈরী করছে গরীবের অস্থির ওপর আকাশ-চুম্বি অট্টালিকা।

শান্তনু। স্যার!

নীলাম্বর। চোর চোর। সমস্ত দেশটা আজ চোর আর অসাধুতে ভরে গেছে শান্তনু।

শান্তনু। কিন্তু সবাই কি চোর? না স্যার আপনার এ কথা আমি মানতে পারলুম না। পৃথিবীতে যেমন মন্দ আছে ঠিক সেই রকম ভালও তো আছে স্যার।

নীলাম্বর। ইয়েস আছে। এটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু সূর্য্যের প্রখর তেজও যেমন মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে অন্ধকার গ্লুমি ডার্কে ঢাকা পড়ে যায়, ঠিক তেমনি অনেক মন্দের মাঝে একজন ভালও যে হারিয়ে যায় শান্তনু। না না, এ দেশ বাঁচতে পারে না—এ দেশ বড় হতে পারে না।

শান্তনু। কিন্তু স্যার বিরাট অন্ধকারের মাঝে একটা সামান্য জোনাকীও যে আলোর রেখা টেনে দেয়।

নীলাম্বর। ষ্টপ ষ্টপ ষ্টপ। প্লিজ ষ্টপ! চিৎকার করো না শুনতে পাবে। ঐ দেখ একটা মহাজ্যোতি কেমন ধীরে ধীরে সূর্য্য বলয়ের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে—দি হিউম্যান পাওয়ার ইজ গোয়িং ফর-এভার।

শান্তনু। না-না স্যার। সূর্য্য কখনও চির অস্তমিত হয় না। সূর্য্য ডুবে যায় আবার উদিত হয়। আবার নেতাজী আসবেন যুগ যুগ ধরে, বারে বারে তিনি আসবেন। নূতন রূপে নূতন শক্তি নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন—ফিরে আসবেন এ সব ঘুমিয়ে-পড়া যুবশক্তির মধ্যে দিয়ে।

নীলাম্বর। রাইট রাইট। তারপর?

শান্তনু। জাপান নয়—জার্মান নয়—আরাকানের পর্বতশিখরেও নয়। একদিন তিনি এই ভারতের পবিত্র মাটিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে

বলবেন—দূর হটো বেইমানের দল। আর ঐ সব ভেজালদার চোরা-কারবারি ভারতীয় শাইলকগুলোকে গুলি করে বলবেন—জয় হিন্দ। বলবেন—বন্দেমাতরম্।

[প্রস্থান।

নীলাম্বর। [শিশুর মত হাততালি দিয়ে স্যালুট করে বলে] জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্—জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্। লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলমেন! আপনারা হয়তো ভাবছেন, আজাদ-হিন্দ ফৌজের আমি একটা অপদার্থ পঙ্গু সৈনিক। ভাবুন আপনারা—আমার কোন দুঃখ নেই। শুধু আপনাদের কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ—মাই আরনেস্ট এপিল টু ইউ—ভুলে যাবেন না আপনার বাংলার তথা ভারতের মহান সন্তান নেতাজী সুভাষকে। আপনার কোলের ঐ শিশু—হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ শিশুই হয়তো একদিন আপনারি কোলে বসে সিংহ-শাবকের মত গর্জন করে বলে উঠবে—জয় হিন্দ—বলবে দূর হটো বেইমানের দল। সে দিন ঐ শিশুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবেন, জয় হিন্দ—বলবেন, বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—থানা অফিস।

প্রবেশ করে দারগা সোমনাথ চ্যাটার্জি।

সোমনাথ। অসম্ভব—অসম্ভব—অসম্ভব! এইভাবে যদি বিচারের প্রহসন চলে, তবে ডেনজারাস ক্রিমিন্যালগুলো আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন আর কিছুতেই রোধ করা যাবে না। জনসাধারণ আর পুলিশকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। মিঃ বোস!

প্রবেশ করে মিঃ বোস।

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। এইভাবে আর কতদিন চলবে?

মিঃ বোস। কিভাবে স্যার?

সোমনাথ। আই, জি-র অফিস থেকে দিনের পর দিন নোটিশ আসছে আর আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে—কেন ঐ সব বদমাস স্কাউণ্ড্রেল-গুলোকে এখনও ধরে আনা হচ্ছে না? কেন ওরা জনসাধারণের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে? ইমিডিয়েট এর য়্যাকশন নিন। বলুন—এর প্রতিবিধান কি?

মিঃ বোস। স্রেফ অফিসের সব জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বাইরে বালির বস্তা সাজিয়ে ভেতরে চুপ-চাপ বসে থাকা।

সোমনাথ। হোয়াট্!

মিঃ বোস। বোমাবাজী আর খুন-খারাপি হয়ে যাবার পর আমরা পুলিশ-ভ্যান নিয়ে সদর্পে সেখানে গিয়ে হাজির হবো। নিরীহ জনসাধারণকে দেখে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়বো। তারপর যারা বাজার যাচ্ছে—অফিস যাচ্ছে—কিম্বা পানের দোকানে পান কনছে—এই সব দেখে ভ্যান ভর্তি করে চালান করে দেবো, ব্যস আ দের ডিউটি শেষ।

সোমনাথ। ঠিক এইভাবে ডিউটি করেন বলেই দেশের গুণ্ডা বদমাইসগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না—আগাছার মতো উপড়ে ফেলে বেবো।

মিঃ বোস। সংগে সংগে সেই সব আগাছাগুলোকে তুলে এনে আপনারই চোখের সামনে বেশ ভাল করে ভিত গেড়ে বসিয়ে দেবে স্যার। আপনি এ থানায় নূতন এসেছেন—আর কিছুদিন থাকলেই আশাকরি সব বুঝতে পারবেন।

সোমনাথ। এদের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কারা কারা সক্রিয় ভাবে কাজ করছে আপনার তা জানা আছে?

মিঃ বোস। আছে স্যার।

সোমনাথ। গুড। তাদের নামের লিষ্টটা আমায় দিন। আর ইমিজিয়েট ওদের য়্যারেষ্ট করবার ব্যবস্থা করুন।

মিঃ বোস। মাফ করবেন স্যার। নামের লিষ্ট আমি দিতে পারি—কিন্তু ওদের য়্যারেষ্ট করে এনে আমি আমার চাকরীটা খোয়াতে পাববো না।

সোমনাথ। তার মানে?

মিঃ বোস। এইভাবে দুষ্টের দমন করলে, প্রমোশনের বদলে নির্বাসন আপনার অনিবার্য্য।

সোমনাথ। হোক। তবু আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই

হবে। হ্যাঁ—ভালো কথা—রমেন মল্লিকের সম্বন্ধে গোপনে খোঁজ নিতে বলেছিলুম—নিয়েছেন ?

মিঃ বোস। নিয়েছি স্যার।

সোমনাথ। রেজাল্ট বলুন।

মিঃ বোস। লোকটা একট   াবেশ ক্রিমিন্যাল স্যার! ওর একটা কেমিকেল ফ্যাক্টরী আছে। গোপনে চলে জাল ওষুধের ফলাও কারবার। ব্যাঙ্কেও আছে লক্ষ লক্ষ টাকা। আরও অনেক অবৈধ কারবারের সংগে জড়িত। এ ছাড়া ওপর মহলে আছে অবাধ যাতায়াত।

সোমনাথ। আর কিছু ?

মিঃ বোস। আছে স্যার। ওর মুখোসের আড়ালে আছে একটা গোপন মধুচক্র। এক কথায় ও একটা পাকা শয়তান।

সোমনাথ। যেমন করেই হোক ওর মধুচক্রকে আমি ভেঙে দেবই দেবো।

মিঃ বোস। দেখবেন স্যার। ঢিলটা একটু দেখে ছুঁড়বেন—সাবধানে ছুঁড়বেন! কারণ ঐ মৌ-চাকে ঢিল পড়লেই বেরিয়ে আসবে সব বিরাট বিরাট সম্মানীয় মৌমাছি। হুল তাদের বিষে ভরা।

সোমনাথ। বাজে কথা রেখে কাজের কথা বলুন।

মিঃ বোস। সরি স্যার। ওর ফ্যাক্টরীর দুটো লোককে ভয় দেখিয়ে আসতে বলেছিলুন। তারা এসেছে স্যার।

সোমনাথ। গুড। ফেচ দেম।

মিঃ বোস। সিপাই—তারক ভট্চাজ।

প্রবেশ করে তারক ভট্চাজ।

সোমনাথ। তুমিই তারক ভট্চাজ!

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রণাম শতকোটি নিবেদন মিদং, হুজুরে হাজির স্যার। অধিনকে স্মরণ করেছেন কেন?

সোমনাথ। ওরে বাবা! এ যে দেখছি একেবারে হার্ডষ্টিল। তোমার নাম তো তারক ভট্চাজ?

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সোমনাথ। বাপের নাম কি?

তারক। আজ্ঞে আমার পিতার নাম ৺বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। পিতামহের নাম ৺বৈদ্যনাথ ভট্টচার্য্য। প্রপিতামহের নাম ৺মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য। বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম—

সোমনাথ। থামো। আচ্ছা তারক তুমি এখানে কি কাজ করো?

তারক। আজ্ঞে আমি মল্লিক প্রোডাকশনের ম্যানেজার স্যার। আমার কাজ দেশ-বিদেশের পুকুর থেকে শালুক তুলে এনে দর্শকদের পদ্ম বলে দেখানো।

মিঃ বোস। তারপরই তাদের বিদেশের বাজারে চালান করা। তাই না?

তারক। রাধামাধব, রাধামাধব! তাহলে কি আপনারা আমাকে দয়া করে বাইরে রাখতেন? কবে ধরে এনে আমার ব্যবস্থা করতেন।

সোমনাথ। সাট আপ!

তারক। ইয়েস সাট আপ।

সোমনাথ। আচ্ছা তারক, তুমি কতদিন হলো এই জাল ওষুধের কারখানায় কাজ করছো?

তারক। আজ্ঞে আমি ওর সিনেমা প্রডাকশনের ম্যানেজার

কারখানার ম্যানেজার তো নই। তাছাড়া জাল দিয়ে তো মাছ ওঠে স্যার—কই ওষুধ ওঠে বলে তো শুনিনি।

সোমনাথ। ক্লেভার। চা খাবে?

তারক। তারপর জামাই আদরটা বোধ হয় হাজত ঘরে করবেন?

মিঃ বোস। তোমায় এখানে কেন আনা হয়েছে তা জানো?

তারক। বিলক্ষণ। হাজত ঘরে ঢুকিয়ে জামাই আদর—থুড়ি জামাই বরণ করবেন বলে।

সোমনাথ। দেখ তারক! তোমার মনিবের এই সব জাল-জালিয়াতি কারবারে তোমার যে দোষ নেই তা আমি জানি। তোমরা যা কিছু করছো তা যে পেটের দায়েই করছো তাও আমি জানি। তবে দেশের ও দশের মংগলের জন্যে যদি সত্যি কথাটা বলে দাও—

তারক। আমাকে পদ্মশ্রী করে দেবেন?

মিঃ বোস। বলুন না স্যার একটু ভাল করে তুড়ুং ঠুকে দিই, দেখবেন একেবারে হড় হড় করে সব সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

সোমনাথ। দেখ তারক, যদি তুমি পুলিশকে গোপন কথাগুলো বলে দিয়ে সাহায্য করো তাহলে তোমায় আমি সরকারের তরফ থেকে আশাতীত পুরস্কার দেবো।

তারক। [সহসা নাচিয়া ওঠে] লাগ ডাঙা ড্যাং—লাগ ডাঙা ড্যাং।

সোমনাথ। ওটা কি হচ্ছে?

তারক। ভবিষ্যতে ভিক্ষে করবার রিহার্স্যাল দিচ্ছি স্যার। কারণ আপনাদের কথায় ফলন্ত গাছটাকে কেটে দিয়ে বৌ-ছেলের হাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে তো!

মিঃ বোস। তা হলে মুখ তুমি খুলবে না?

তারক। আজ্ঞে—আমি নাচার হুজুর।

মিঃ বোস। তবে রে শয়তান।

[মারিতে যায়। বাধা দেয় সোমনাথ।]

সোমনাথ। মিঃ বোস ধৈর্য্য হারাবেন না। ওকে যেতে দিন। ইন্‌স্‌ট্রুমেণ্ট নম্বর ব্যবহার করবার সময় এখনো আসেনি।

তারক। তবে কি এখন আমি প্রস্থান করতে পারি স্যার?

সোমনাথ। যাও।

তারক। প্রণাম শত কোটি নিবেদন মিদং দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। এবার বিনীত ইতি দিয়ে শেষ করে যাচ্ছি স্যার। প্রণাম।

[প্রস্থান।

সোমনাথ। নেক্সট।

মিঃ বোস। সিপাই—লোহাচাঁদ।

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ।

সোমনাথ। আরে এসো এসো হামিদ খাঁন। এ যে দেখছি পুরানো পাপী। কি হামিদ তুই আবার লোহাচাঁদ হলি কবে?

লোহাচাঁদ। ও হামি জেলের ভেতর থেকেই হয়েছি মালিক। বহুত বহুত শুক্রিয়া সাব। বহুত দিন বাদ ফিন হাপনার দর্শন মিললো।

সোমনাথ। পুলিশকে তা হলে তোরা খুব ভালবাসিস বল?

লোহাচাঁদ। চোরে পুলিশে ভাব না থাকলে চলবে কেনো সাব! হামাদের যদি বড়া দোস্ত থাকে তো সে পুলিশ।

সোমনাথ। তাই নাকি? ঘুঘু দেখছো এখনও ফাঁদ দেখনি বাছাধন।

সে দিনের সেই ঠাণ্ডা দাওয়াইয়ের কথা এত শীগ্‌গির ভুলে গেছিস নাকি রে?

লোহাচাঁদ। [হাসিয়া] কইলাভেই তো হীরা নিকলে হুজুর। হাপনি না হলে হামিদ খাঁন ওরফে রতনলালকে জেলে ভেজনাই মুশকিল ছিলো।

সোমনাথ। মিঃ বোস!

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। এই কুখ্যাত গুণ্ডা হামিদ খাঁনের পুরানো কেস ফাইল-গুলো খুঁজে বার করুন তো।

মিঃ বোস। এখুনি যাচ্ছি স্যার।

[প্রস্থান।

সোমনাথ। বাংলা দেশের বিখ্যাত গুণ্ডা হামিদ খাঁন।

লোহাচাঁদ। [দৃঢ়তার সংঙ্গে] নেহি, মিঃ লোহাচাঁদ বলুন। এখন হামার ড্রিরেস দেখে বাতচিত করুন। হামার পাকিটে এখন ক্যাপিষ্টান সিগারেট থাকে। লিবেন একটা?

সোমনাথ। সাট আপ ইউ রাসকেল!

লোহাচাঁদ। বোলেন কেনো হামাকে ডেকেছেন?

সোমনাথ। রমেন মল্লিকের জাল ওষুধের কারখানায় ঢুকে জালিয়াতি করেছিস কতো দিন?

লোহাচাঁদ। জেল খালাসের তারিখটা দেখিয়ে লিবেন, মালুম হইয়ে যাবে।

সোমনাথ। ঐ লোকটার একটা মধুচক্রের আড্ডা আছে তা তুই জানিস?

লোহাচাঁদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই জানি।

সোমনাথ। কারা কারা আসে সেখানে?

লোহাচাঁদ। শুনতে চাইবেন না স্যার। শুনলে হাপনার মগজ একদম ঢিলা হইয়া যাবে।

সোমনাথ। হামিদ! বেশী চালাকি করলে একটি একটি করে বুকের পাঁজরগুলো আমি ভেঙে দেবো। বল্—ওখানে তুই কি করিস?

লোহাচাঁদ। লোহাচাঁদের যা কাজ তাই কোরে।

সোমনাথ। শোন লোহাচাঁদ। যদি তুই পুলিশকে সাহায্য করিস, আর ঐ শয়তানটাকে ধরিয়ে দেবার সহযোগিতা করিস, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি পুলিশের নজর থেকে তুই চিরদিনের মত রেহাই পেয়ে যাবি। আর সেই সংগে পাবি—

লোহাচাঁদ। হাজারো ইনাম। বেইমানি কি ইনাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সোমনাথ। লোহাচাঁদ!

লোহাচাঁদ। জমানা বদল গিয়া সাব।

সোমনাথ। তা হলে তুই বলবি না?

লোহাচাঁদ। নেহি কুচ্ছু বলবে না। বৃটিশরাজ চলে গেলো সাব, আয়া নয়া জমানা। এখন আর গুণ্ডা বদমাস পুলিশকে ভয় করে না। পুলিশই এখন গুণ্ডা বদমাসকে সেলাম করে। হামাকে হাজতে ভরিয়ে দিন দেখবেন, এক ঘণ্টার মধ্যে টেক্সি এসে হাজির হোবে। হামার গলায় ফুলের মালা দিয়ে লিয়ে যাবে।

সোমনাথ। হামিদ খাঁ!

লোহাচাঁদ। আর হাপান যদি না ছোড়েন তোবে দেখবেন হুজুর—হাজতের সামনে হইয়ে যাবে হেরাজার ষ্ট্রাইক, আর হাপনার হইয়ে যাবে জিলা বদল।

ক্রুদ্ধভাবে প্রবেশ করে মিঃ বোস।

মিঃ বোস। অর্ডার—অর্ডার দিন স্যার। এখুনি ঐ শয়তানের বাচ্চাকে হাজতে ভরে—

সোমনাথ। ওয়েট—ওয়েট মিঃ বোস। উপস্থিত স্কাউণ্ড্রেলটাকে ছেড়ে দিন।

মিঃ বোস। কিন্তু স্যার—

সোমনাথ। ছেড়ে দিন।

মিঃ বোস। এই চলে যা এখান থেকে। বেরিয়ে যা ইডিয়েট।

লোহাচাঁদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আচ্ছা চলি। গুড্ মোনিং স্যার।

[প্রস্থান।

মিঃ বোস। এতবড় একটা ডেনজারাস ক্রিমিন্যালকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন স্যার?

সোমনাথ। [মুচকি হেসে] হ্যাঁ দিলাম। দিস ইজ মাই পলিসি।

মিঃ বোস। কি ভাবছেন স্যার?

সোমনাথ। লোহাচাঁদের কথাগুলো অপ্রিয় হলেও সত্যি। আমাদের জালটা আরও ব্যাপকভাবে নূতন করে ফেলতে হবে। দেশে আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হবে। মিঃ বোস!

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। মনে রাখবেন আমার নাম সোমনাথ চ্যাটার্জী! অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি কোনদিন দিইনি আজও দেবো না। আইনের চোখে কারো ক্ষমা নেই। আমার একমাত্র সন্তানও যদি অপরাধী হয়, আমি নিজের হাতেই তার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরিয়ে দেবো

[প্রস্থান।

মিঃ বোস। অপূর্ব—এক্‌সেলেণ্ট ! কিন্তু এইভাবে কাজ করলে বাংলার নূতন মিরজাফরেরা আপনাকে আর বেশীদিন বাঁচতে দেবে না। থি্‌ বেশ্বার !

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

প্রবেশ করে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তি।

নীলাম্বর। বেইমান বেইমান বেইমান ! বেইমানিতে ভরে গেছে ভারতের মাটি। নেতাজীর জন্মদিনে শাঁখ বাজায়, ঘণ্টা বাজায়, ষ্ট্যাচুতে মালা দিয়ে করে আনন্দ উল্লাস। কিন্তু মানে না তারা নেতাজীর আদর্শ। চলে না তারা মহামানবের প্রদর্শিত পথে। হুশিয়ার বেইমানের দল—নেতাজী মরেনি, মরতে সে পারে না। সে বেঁচে আছে—থাকবে আমার মধ্যে আপনার মধ্যে সকলের মধ্যে।

প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা। ছি—ছি—ছি। আজকের দিনেও তুমি অমনভাবে চিৎকার করছো ?

নীলাম্বর। কেন ? আজকের দিনে কি ? আজ তো মহামানবের জন্ম তারিখ নয় !

অন্নপূর্ণা। আজ কি তা তুমি জান না ?

নীলাম্বর। না-না আমি জানি না, জানতে আমি চাই না। হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। খাবার এনেছো, কিছু খাবার? বড্ড খিদে পেয়েছে। ও বুঝেছি। ঘরে জল ছাড়া আও কিছুই নেই—তাই না?

অন্নপূর্ণা। আজ যে তোমার জয়ন্তীর বিয়ে। সেটাও ভুলে গেছ?

নীলাম্বর। জয়ন্তীর বিয়ে? ও হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। আচ্ছা বড় বউ আজ থেকে তা হলে জয়ি আমাদের পর হয়ে গেল, তাই না?

অন্নপূর্ণা। কে তোমায় বলেছে যে সে পর হ'য়ে গেল? বরং শান্তনুই এতদিন পর হয়েছিল। এবার সে কতটা আপন হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল, সেটা একবার ভাবো।

নীলাম্বর। ও হ্যাঁ তাওতো বটে। সেটাতো একবারও ভেবে দেখি নি।

অন্নপূর্ণা। আজ আমাদের কত আনন্দের দিন। পয়সা খরচ করে তো আর আমরা মেয়ের বিয়ে দিতে পারতুম না। ওরা দুটিতে আজ কালীঘাট থেকে বিয়ে করে আসছে।

নীলাম্বর। অথচ এমনই হতভাগ্য আমি যে ওর হাতে দু-গাছা শাঁখাও কিনে দিতে পারছি না।

অন্নপূর্ণা। সবই অদৃষ্ট। তার জন্য চিন্তার বা দুঃখ করার কি আছে? তা ছাড়া দুঃখ করেই বা কি করবে বলো? তার চেয়ে বাপ হয়ে তুমি ওদের আশীর্বাদ করো—ওরা জয়ী হোক—শান্তি পাক—সুখি হোক।

নীলাম্বর। [সহসা চিৎকার করিয়া ওঠে] বড় বউ—বড় বউ—

অন্নপূর্ণা। এই তো আমি কাছেই রয়েছি!

নীলাম্বর। প্রদীপ আছে প্রদীপ? আগ-প্রদীপ?

অন্নপূর্ণা। এমন সময় আগ-প্রদীপ কি হবে?

নীলাম্বর। ঘরে আমাদের আলো নেই। ওদের যে ঘরে বাসর বসবে ঠিক সেই ঘরের জানলার ধারে জেলে দেবো। জয়ন্তী যখন শান্তনুর হাত ধরে টক টকে এক মাথা লাল সিঁদুর পরে ঘরে এসে বসবে, আমি তখন ঐ জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখবো—ঐ আগ-প্রদীপের শিখার মত আমার মা-মণির মাথায় সিঁদুরটা কেমন জল জল করে জলছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অন্নপূর্ণা। না! তোমায় এত করে বুঝিয়েও পাচ্ছি না। হলেই বা তুমি গরীব, নাইবা দিতে পারলে লোক দেখানো যৌতুক। তুমি ওদের আশীর্বাদ করো। আমাদের ঘরে জন্মে জয়ি আমার সুখী হতে পারেনি। স্বামীর দেওয়া মোটা ভাত-কাপড়ে ও যেন সুখী হয়—শান্তি পায়।

[প্রবেশ করে ঘণ্টা। হাতে তার একটি কাপড়ের বাক্স।

ঘণ্টা। মাসিমা—মাসিমা ও মাসিমা!

অন্নপূর্ণা। কে রে? ও-ঘণ্টা!

ঘণ্টা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। বাবা! পা দুটো আমার হাড়ে হাড়ে বুঝছে।

অন্নপূর্ণা। ওরা কোথায় রে? জয়ন্তী-শান্তনু?

ঘণ্টা। হুঁ! জয়ন্তী আর শান্তনু! আর আমি বুঝি কেউ নই? [হাসিয়া] আসছে গো আসছে। জান মাসিমা—

অন্নপূর্ণা। কি? একি রে! আজকের দিনে তোর চোখে জল?

ঘণ্টা। আঃ, কি আর বলবো মাসিমা। জয়ন্তী শান্তনুকে সংগে করে মায়ের মন্দিরে যাবার সময় সেই যে চোখে কি যেন একটা পড়ে জল এল, সে জল আর থামছে না মাসিমা, বার বার হু-হু করে গড়িয়ে পড়ছে।

অন্নপূর্ণা। আ-হারে! কি যেন তুই বলছিলি?

ঘণ্টা। হ্যাঁ। শান্তনু জয়ন্তীর সিঁথিতে সিঁদুর দিতেই হঠাৎ কপালটা যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠলো, তারপরই—

নীলাম্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কোয়াইট—ডার্ক। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ঘণ্টা। [চিৎকার করিয়া ধমক দেয়] মেশোমশাই।

নীলাম্বর। বিয়ে বাড়ী! অথচ এখানে নেই কোন প্রাণের স্পন্দন। নেই কোন আত্মীয়ের কলরব। আলোর অভাবে জ্বলছে মাটির প্রদীপ। অথচ আমি বাবা—জয়ন্তীর বাবা! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অন্নপূর্ণা। ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তুমি চুপ কর। আজকের এই শুভ দিনে তুমি আর অমন করে হেস না।

নীলাম্বর। হাসবো না? আজকেই তো বেশি করে হাসবো—আজকেই তো বেশি করে অভিশাপ দেবো।

অন্নপূর্ণা। [চমকাইয়া] অভিশাপ! কাকে তুমি অভিশাপ দেবে?

নীলাম্বর। অভিশাপ দেবো ঐ নিষ্ঠুর নিয়তিকে। আমি তাকে চাবুক মারবো। চাবুক মেরে তাকে জিজ্ঞাসা করবো—কেন সে জয়ন্তীর বাপকে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছিলো এই জঘন্য পৃথিবীতে? কেন সে আমায় দেশদ্রোহী চোর না করে দেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলো? কেন? কেন? কেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ। ঐ দেখো—ঐ দেখো বড় বউ তোমাদের ঐ সৃষ্টিকর্ত্তা ভয় পেয়েছে—তাই এক মুখ জ্যোৎস্না নিয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অন্নপূর্ণা। আঃ—বলি তুমি চুপ করবে, না আমি গলায় দড়ি দেবো?

নীলাম্বর। [শান্তভাবে] কিন্তু দড়ি কিনতে গেলেও তো পয়সা লাগবে বড় বউ। না-না তোমার ঈশ্বরের দয়া আছে। লুক—দেখো, দেখো মিঃ টেলারের হাতের দিকে চেয়ে দেখো।

অন্নপূর্ণা। আমি এক নজরেই দেখেছি। বরং তুমিই একটু ভালো করে দেখো।

ঘণ্টা। বলি তোমরা ভেবেছোটা কি শুনি? মেশোমশাইকে চুপ করাও মাসিমা। নইলে ভা'ল হবে না বলে দিচ্ছি।

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁরে বাবা, ওটা—

ঘণ্টা। ঐ দেখো তোমায় বলতেই ভুলে গেছি। বেনারসি শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া। তুমিই বলতো মাসিমা—নতুন কনেকে একটা বেনারসি না পরলে কি ভাল দেখায়?

অন্নপূর্ণা। কিন্তু এতো অনেক দাম! এত টাকা তুই পেলি কোথায়?

ঘণ্টা। নাও কথা! জান মাসিমা—আমার জীবনের সম্বল ছিলো মাত্তর দুটো। একটা ঐ মেসিন আর একটা সাইকেল। দিলুম সাইকেলটাকে বিক্রি করে।

অন্নপূর্ণা। সেকি রে! এ তুই কি করেছিস? শেষে সাইকেল বিক্রি করে তুই—

নীলাম্বর। হয়ে গেল অমর অক্ষয়। কচ ও দেবযানির বিদায় অভিশাপ।

ঘণ্টা। আঃ মাসিমা! দয়া করে অন্তত আজকের দিনটা মেশোকে একটু থামিয়ে রাখো। আজকের দিনে ঐ সব আজে-বাজে কথা শুনলে—

না থাক। আমি যাই বেনারসিটা পরিয়ে ওদের বাসর ঘরে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। ওগো শুনছো!

নীলাম্বর। বল কি বলছো?

অন্নপূর্ণা। আমি আশীর্বাদির সব কিছুই যোগাড় করে রেখেছি। ধান-দুর্বো-চন্দন। মেয়ে-জামাই ঘরে বসলেই তুমি আগে গিয়ে ওদের আশীর্বাদ করবে কেমন? আজকের দিনে পল্টুটা বাড়ি নেই। থাকলে তার কত আনন্দই না হতো। আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে—

নীলাম্বর। ষ্টপ—ষ্টপ—ষ্টপ। হোল্ড ইওর টাং আই সে। ঐ কুলাঙ্গারের নাম তুমি আমার সামনে আর উচ্চারণ করবে না।

অন্নপূর্ণা। কুলাঙ্গার? কি বলছো তুমি? ক্ষিধের সময় আমি মা হয়েও তাকে কিছু খেতে দিতে পারিনি—তাই পেটের জ্বালা সইতে না পেরে সে আজ বাড়ি ছাড়া। আর তুমি—

নীলাম্বর। ইয়েস—আমি। আমি বলছি সে কুলাঙ্গার—অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ। জীবন-যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, আমার সংগে সেই কাউয়ার্ডের কোন সম্পর্ক নেই—থাকতে পারে না।

প্রবেশ করে ঘণ্টা। পেছনে বর-কনের সাজে আসে শান্তনু ও জয়ন্তী।

ঘণ্টা। মাসিমা—মেশোমশাই—এই দেখো, ভাল করে চেয়ে দেখো কাদের আমি এনেছি। দেখতো ভাল করে, চিনতে পারছো?

[শান্তনু ও জয়ন্তী উভয়কে প্রণাম করে]

অন্নপূর্ণা। [চোখটি মুছে] সুখী হও বাবা। চির-এয়োস্ত্রীর চিহ্ন নিয়ে দীর্ঘায়ু হও মা।

নীলাম্বর। জয়ন্তী - শান্তনু!

জয়ন্তী। }
শান্তনু। } বাবা!

নীলাম্বর। [শান্তনুর হাতে জয়ন্তীর হাত রেখে বলে] জয়ন্তীর হতভাগ্য বাপ আমি শান্তনু। আমি বাপ হয়েও বাপের কর্তব্য পালন করতে পারিনি শান্তনু। সামান্য বিবাহের যৌতুক দিতেও আজ আমি অক্ষম। তাই আজ তোমাদের দিয়ে যাব শুধু প্রাণঢালা আশীর্বাদ।

শান্তনু। যৌতুকের পরিবর্তে আপনার প্রাণঢালা আশীর্বাদই তো আমাদের একমাত্র কামনা। আশীর্বাদ করুন যেন আমরা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পারি।

নীলাম্বর। আশীর্বাদ করি—

ঘণ্টা। না-না-না। শুধু হাতে নয়। এই নিন—চন্দন-ধান-দূর্বো।

নীলাম্বর। আশীর্বাদ করি তোমরা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হও, সুখী হও। প্লিজ বি ষ্টেডি শান্তনু। সোজা হয়ে দাঁড়াও। নেতাজীর মত সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। আজ আম আশীর্বাদের সংগে দেবো তোমায় ছোট্ট দুটি মূল্যহীন অমূল্য রতন—মহান যৌতুক।

শান্তনু। আপনার দেওয়া মূল্যহীন সেই অমূল্য যৌতুক আমি মাথায় করে রাখবো বাবা।

নীলাম্বর। [পকেট হইতে দুটি মোড়ক বাহির করে] এই নাও

শান্তনু। গ্রহণ কর এই অমূল্য রতন। গ্রহণ কর—রিপাবলিকান ফৌজের স্নেহের দান। [উপহার দেয়]

শান্তনু। [একটি মোড়ক খোলে] একি! এ যে নেতাজীর ছবি।

নীলাম্বর। ইয়েস নেতাজী। ওয়ার্লড ফেমাস হিউম্যান পাওয়ার—সুপারম্যান। যাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। নেক্সট—

শান্তনু। [দ্বিতীয়টি খোলে] জাতীয় পতাকা ?

নীলাম্বর। হ্যাঁ-হ্যাঁ জাতীয় পতাকা। দেশের গৌরব—জাতীর গৌরব ঐ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় নিশান। জয়ন্তী, শান্তনু—আমি গরীব, রিক্ত, নিঃস্ব। তাই আজ আশীর্বাদের সংগে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম দেশের গৌরব, জাতীয় গৌরব এই জাতীর নিশান। যে পতাকাকে সামনে রেখে ভগৎ সিং, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন 'বন্দেমাতরম্'। যে পতাকাকে আরাকানের পর্বতশিখরে উড়িয়ে দিয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে বৃটিশের মসনদ। নেতাজী বলেছিলেন—তোমরা আমাকে রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। এ সেই জাতীয় পতাকা। যদি পার দেশের জন্য দশের জন্য বুকের শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিঙড়ে দিয়ে বোলো—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। শান্তনু!

শান্তনু। মা।

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী আমার বড় দুঃখী মেয়ে। মা হয়েও ওকে দুবেলা পেট ভরে দুটো ডাল-ভাত দিতে পারিনি। দেখো বাবা—ও

যেন দুটো মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের জন্যে চোখের জল না ফেলে।

ঘণ্টা। দেখ মাসিমা—চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের সব কাণ্ড-মাণ্ড দেখছি। এতক্ষণ কিছু বলিনি। এবার কিন্তু আর না বলে পারছি না। দেখছ না—নজর নেই? দু-দুটো মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে! রাত তো আর কমছে না—বেড়েই চলেছে। ওদের এবার জল-টল কিছু খেতে দাও। [কানে কানে আস্তে আস্তে বলে। ওঘরে দই আর সন্দেশ এনে রেখেছি। [জোরে জোরে বলে] আরে যাও—যাও একটু তাড়াতাড়ি করো।

অন্নপূর্ণা। এখুনি যাচ্ছি বাবা। হ্যাঁ তোমরা তিনজনে ততক্ষণ একটু কথাবার্তা বলো—আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

[প্রস্থান।

ঘণ্টা। বা-বা! ঢাকের বাজনা থামলেই মিষ্টি। আজকের দিনেও যতসব প্যান-প্যানানি—ঘ্যান-ঘ্যানানি—যতসব! যাক্ বাবা—আমার কাজ শেষ। এইবার তোমরা যাও বাসরে—আর আমি যাই—

জয়ন্তী। উঁ-হু-হু-হু—না। মোটেই না। যাই অমনি বল্লেই হলো। যেতে দিলে তবে তো যাবে।

ঘণ্টা। কেন রে? আমার তো আর কোন বাঁধন নেই—কে আটকাবে বল?

জয়ন্তী। যদি বলি আমি।

ঘণ্টা। পারবি না। পথ-হারা—দিশাহারা উদাস পথিক আমি যে রে। আমাকে ধরে রাখা যায় না।

জয়ন্তী। বুঝি না বাপু অতশত কথা। কিন্তু তোমার কাজ যে এখনো সব শেষ হয়নি ঘণ্টাদা।

ঘণ্টা। শুনছো—শুনছো মাষ্টার। তোমাদের জন্যে এতো করলুম—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডি-পাঠ। আর এখনো জয়ন্তী বলে কিনা কাজ আমার শেষ হয়নি।

শান্তনু। ওতো ভাই তোমাদের দুজনের কথা। ওর মধ্যে আবার আমায় জড়াচ্ছ কেন?

ঘণ্টা। বারে মজা! বাসর ঘরে বসে রাত জাগবে তোমরা। তারপর ফুস্থর-ফাস্থরেই রাত কেটে যাবে। আমার বুঝি আর জিরোবার দরকার নেই!

জয়ন্তী। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বাসর ঘরে গান না হলে যে বাসরই হয় না। তুমি অন্তত আজকে একটা গান শোনাও না ঘণ্টাদা।

ঘণ্টা। গান?

জয়ন্তী। হ্যাঁ গান।

শান্তনু। আমারও কিন্তু একান্ত অনুরোধ—আজকের এই শুভদিনে অন্তত আজকের মত একটা গান শোনাও।

জয়ন্তী। গাও না ঘণ্টাদা। যদি না গাও তাহলে জানবো তুমি আমায় মোটেই ভালবাস না।

ঘণ্টা। জয়ন্তী! [চোখের কোণে জল আসে] আমাকে গানের জন্যে আর অনুরোধ করিস না। আমার গানের সুর সব হারিয়ে গেছে—উড়ে গেছে প্রাণের পাখি। সে কোনদিন আর গান গাইবে না রে—গাইবে না।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। ঘণ্টাদা ও ঘণ্টাদা—

শান্তনু। ওকে যেতে দাও জয়ন্তী।

জয়ন্তী। কিন্তু ঘণ্টাদা অমন করে চলে গেল কেন?

শান্তনু। হয়তো ব্যর্থ প্রেমিক—তাই আজ আর ও মনের ব্যথাটা চেপে রাখতে পারলো না।

জয়ন্তী। কিন্তু ওর চোখের জল—?

শান্তনু। কিছু নয়। ব্যর্থ ভালোবাসার বেদনার অশ্রু।

জয়ন্তী। কিন্তু কার জন্যে ঐ অশ্রু?

শান্তনু। হয়তো বা তোমার জন্যে।

জয়ন্তী। না-না-না-না। কখনো নয়। এ হতে পারে না—না কিছুতেই না। শেষে—

প্রবেশ করে কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণ। কৈ গো—গেরস্তরা সব কোথায় গো! আরে লুচি না হয় নাই খাওয়ালে। বর-কনে দেখাতে দোষ কি!

জয়ন্তী। কে গো—কেষ্টদা?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ দু-নম্বর দরজী। আ-হা-হা-হা! বেড়ে মানিয়েছে তোমাদের। দেখেও চক্ষুটা স্বার্থক হলো। দোকানে লাল-বাতি জ্বালতে আর দেরি নেই। বাবুর তো আজ কদিন হলো পাত্তা পাওয়াই ভার। সাইকেল গেছে বিক্রমপুরে। বাকি আছে শুধু মেসিনটা। সেটা হয়তো—যাক্ এখন তবে চলি।

জয়ন্তী। দাঁড়াও কেষ্টদা—

কেষ্ট। বলো কি বলবে।

জয়ন্তী। ঘণ্টাদা এইমাত্র এখান থেকে চলে গেল। কোন দিকে গেল? দোকানে?

কেষ্ট। না-না দোকানে যাবে কেন? এই তো আমি দোকান বন্ধ করে চাবী দিয়ে আসছি।

জয়ন্তী। তবে কোন দিকে গেল বলতো?

শান্তনু। সে যে সুর-হারা এক উদাস পথিক। হয়তো তার ভাঙা পাঁজরটা নিয়ে চলেছে সুরের সন্ধানে। তাই—

কৃষ্ণদাস। সত্যিই বলেছো। সে এক ভাঙা-হাটের সুর-হারা পথিক। তাই—

গীত।

সুর-হারা তার গানের বীণা বাজবে না আর বাজবে না।
ভালবাসার মধুর লগন জীবনে তার আসবে না॥
শূন্য হিয়ায় জ্বলবে শুধু
ব্যথায়-ভরা আগুন শুধু
জ্বলবে তবু মুখ ফুটে সে কিছুই তো আর বলবে না।
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির মালা
জীবনে তার শুধুই জ্বালা
স্বপন কভু ফাগুন হয়ে তার আকাশে বইবে না।

[প্রস্থান।

শান্তনু। শুনলে তো বাসর ঘরের গান!

জয়ন্তী। কেষ্টদা—কেষ্টদা—দাঁড়াও—দাঁড়াও। তুমি চলে যেও না। আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও—কেষ্টদা—কেষ্টদা—

[জয়ন্তী এগিয়ে যায়। শান্তনু হাতটি ধরিয়া ফেলে।]

শান্তনু। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। ওগো চেয়ে দেখো—আমার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতো। আমার মুখে কি কোন পাপের ছাপ আছে?

শান্তনু। না। তুমি শুভ্র—তুমি নির্মল—তুমি পবিত্র।

জয়ন্তী। কিন্তু—

শান্তনু। কোন কিন্তু নয়। পুরানোকে বিদায় দিয়ে আজ যে নূতনের

জন্ম। এসো জয়ন্তী—দুঃখময় জীবনের মধ্য দিয়ে যে শুভ লগ্ন আজ এসেছে, তাকে আজ সাদরে জানাই আহ্বান। এস।

জয়ন্তী। দাঁড়াও।

শান্তনু। কেন?

জয়ন্তী। তোমাকে একটা প্রণাম করি।

শান্তনু। তবে আশীর্বাদটাও শুনে নাও। না-না থাক, আশীর্বাদ তো করাই আছে। আজ নূতন জীবনের নব প্রভাতে এসো—আমাদের যাত্রা হোক শুরু।

[উভয়ের প্রস্থান।

— — —

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—লেকের ধার।

প্রবেশ করে পল্টু।

পল্টু। চোর-চোর-চোর! খুনি ডাকাত ছিনতাইকারী পকেটমার! আজ আমি একটা সমাজের বিভীষিকা। ডেনজারাস ক্রিমিন্যাল। কিন্তু কে—কে সাজাল আমাকে সামাজদ্রোহী ক্রিমিন্যাল? শিক্ষিত যুবক হয়ে ছিলাম নির্মল পবিত্র, আর আজ অভাবের তাড়নায় হয়ে গেলুম নির্মম পশু। ক্রিমিন্যাল আর মেড বাট নট বর্ণ। আজ আমি নেতাজীর আদর্শ-বাদী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির কুলাঙ্গার সন্তান। অন্ধকারের বিভৎস গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছি আর দেখছি ঐ পচা গলা দুর্গন্ধময় নরক থেকে উঠে আসছে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর যেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে

কে যেন বলছে পল্টু—পল্টু—ডোণ্ট বি নার্ভাস। ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন এণ্ড ইউ উইল সাকসিড এট লাষ্ট।

[সহসা বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যায়—'এই খবরদার, হুশিয়ার! ষাঁড় খেপেছে—ষাঁড় ষাঁড়'।]

ছুটিয়া প্রবেশ করে মৌসুমী।

মৌসুমী। ওরে বাবা! ষাঁড় ছুটছে ষাঁড়! ষাঁড় ষাঁড়! [সহসা ভয়ে পল্টুকে জড়িয়ে ধরে। পল্টু হতবাক হইয়া যায়।]

পল্টু। আরে—আরে একি করছেন? কি হয়েছে আপনার? অমন করে কাঁপছেন কেন?

মৌসুমী। [চোখ বুঝিয়া] ঐ যে—

পল্টু। কি?

মৌসুমী। ষাঁড়।

পল্টু। ষাঁড়? কোথায় ষাঁড়?

মৌসুমী। ঐ যে চিৎকার করছে?

পল্টু। [দেখিয়া] আরে সে তো অনেক দূরে।

মৌসুমী। কিন্তু দূর থেকে কাছে আসতে কতক্ষণ?

পল্টু। আঃ ছাড়ুন! ভয় নেই। কাছে এলে ল্যাজ ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। আঃ ছাড়ুন!

মৌসুমী। [ছাড়িয়া] আর আসবে না তো?

পল্টু। ও—বাপরে—বাপরে—বাপ! না আর আসবে না।

মৌসুমী। ওঃ! ওরে বাবা! বুকটা এখনও কাঁপছে।

পল্টু। আমারও।

মৌসুমী। কেন? ভয়ে?

পল্টু। না আনন্দে। এ অবস্থায় কার—মানে কোন পুরুষের বুকে চিড়িক না মারে বলুন তো?

মৌসুমী। ই-ই—

পল্টু। ইডিয়েট, কেমন?

মৌসুমী। না-না প্লিজ এক্সকিউজ মি। মিঃ—

পল্টু। পল্টু চক্রবর্তি। যদি কিছু মনে না করেন তবে তোমার নামটা—এই রে—

মৌসুমী। কি হলো?

পল্টু। প্লিজ কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ তুমিটা মুখ দিয়ে ফসকে বেরিয়ে গেছে। রাগ করলেন না তো?

মৌসুমী। না। তবে বেরিয়েই যখন গেছে যেতে দিন। আচ্ছা চলি।

পল্টু। যদি কিছু মনে না করেন আপনার নামটা—

মৌসুমী। মৌসুমী।

[সহসা বাইরে সিটির আওয়াজ শোনা যায়]

পল্টু। [চঞ্চল হয়ে ওঠে] আই-বাপ! ভীষণ দেরি হয়ে গেল। দেখুন মৌসুমী দেবী—মানে মৌসুমী কিছু মনে করো না। আমার একটা—মানে ভীষণ জরুরী কাজ—

মৌসুমী। [ঘড়ি দেখে] এই সেরেছে! আমারও যে আবার ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই আজব সহরে আসল ষাঁড়ের চেয়ে নকল ষাঁড়ের জ্বালায় পথ চলাই মুশকিল। আচ্ছা চলি পল্টুবাবু। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে। তবে ভয় নেই, আর আপনাকে—

পল্টু। ইডিয়েট বলবে না।

মৌসুমী। এইবার ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদায় নিচ্ছি। চেরিও—টা-টা।

[প্রস্থান।

পল্টু। [একটু দেখিয়া] যাক্ বাবা বাঁচা গেল। কিন্তু সিটি মারলে কে? মনে হয় আমার এই অফিসের সভ্যরা—

দ্রুত বেগে প্রবেশ করে মণ্টু ও ভোমলা।

মণ্টু। গ্রাণ্ড সাকসেস্—নিখুঁত হাত সাফাই। কলেজের পরই একেবারে ক্রিমিনালের পাঠশালায়। তারপরই প্রমোটেড টু ক্রাইম কলেজ—সমাজের বিভীষিকা। নাও দোস্ত খুলে দেখো, মোটা মাল। [একটি মনি-ব্যাগ ছুঁড়িয়া দেয়]

ভোমলা। আবে ছাড় তোর ফুটানি। জানিস গুরু! পকেট সাফ করলুম আমি আর মণ্টা শালা হীরো সাজছে।

মণ্টু। [রাগিয়া ভোমলার কলার ধরে] শালা বেইমান এক ঠুঁসোতে সামনের দাঁত কটা ফেলে দেবো। আবে শালা গিদ্ধড়, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমি যদি না ড্যান্স করতুম তাহলে তুই পকেট মারতে পারতিস? দেবো শালাকে—

পল্টু। আঃ—ইডিয়েট কোথাকার! কি হচ্ছে তোদের? চেয়ে দেখ দূরে আমাদের চেনা টিকটিকিগুলো এই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেছিস?

ভোমলা। আজও কি ওদের হিস্সা দিতে হবে নাকি গুরু?

পল্টু। কারবার চালাতে গেলে তা দিতে হবে বৈকি।

ভোমলা। তা হলে তো ওরা আমাদের চাইতে—

মণ্টু। বড় পকেটমার। [ভোমলার পেছনে লাথি মারে]

ভোমলা। হুশিয়ার শালা মণ্টু!

মণ্টু। দেবো শালাকে এক ঠুঁসো।

[বাইরে পুলিশের বাঁশী শোনা যায়।]

পণ্টু। পুলিশের বাঁশী! আরে এই ভোমলা ব্যাপারটা কি চট করে দেখে আয় তো। বেগতিক বুঝলেই মারবি সিটি। যা—কুইক।

ভোমলা। ও, কে। এখুনি যাচ্ছি।

[ছুটিয়া প্রস্থান।

পণ্টু। [ব্যাগটি হাতে করে] নেতাজী তুমি আমাদের ক্ষমা করো। এ আমরা চাইনি। এ হতে আমরা চাইনি।

মণ্টু। গুরু!

পণ্টু। ও ভুল হয়ে গেছে। দেখ মণ্ট। ব্যাগটা বেশ টাইট। মনে হচ্ছে মোটা-সোটা মালই আছে।

মণ্টু। [হাত কচলে] মার দিয়া কেল্লা! লে তাড়াতাড়ি খুলে দেখ কত মাল আছে।

পণ্টু। [বাণ্ডিল খোলে] ক্যাশমেমো। এক তাড়া বিল—চিঠি। টিকিট—

মণ্টু। আর টাকা?

পণ্টু। মাত্র দুটো।

ছদ্মবেশে প্রবেশ করে রমেন মল্লিক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। টাই, কাল চশমা, টুপি ইত্যাদি।

রমেন। প্লীজ টু ইজ এনাফ। বাস বা ট্রামের জন্য ঐ দুটো টাকাই যথেষ্ট। এর বেশী পকেটে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ইয়ং ম্যান।

মণ্টু। হুশিয়ার শালা টিকটিকি। তোমাকে আমি—[ছোরা বার করে।]

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। গুড। তোমার সাহসের প্রশংসা আমায় করতেই হবে। [দুজনের মুখের দিকে দেখে] তবে এখনো তোমরা এমেচার। পাকতে একটু দেরি আছে। সাহস আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই—আই মিন আনট্রেন্‌ড্। চাকরী করবে?

পল্টু। আমাদের এই সব কাজ দেখেও চাকরী দিতে চাইছেন?

রমেন। ইয়েস চাইছি। ঠিক তোমাদের মত সাহসী ছেলের আজ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

মণ্টু। আপনার পরিচয়টা কি স্যার?

রমেন। এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা কথা বলা আমার নীতি বিরুদ্ধ। টাকা আর সময় আমার কাছে সমান মূল্যবান। টেক দিস কার্ড। এতে সব লেখা আছে। আগামীকাল সন্ধ্যে ছটার সময় তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করবে। উপস্থিত ঐ বেগটা আমায় দাও। ওতে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্তর আছে। [বেগটি ফেরত নেয়] এই নাও একশো টাকা। তোমাদের পকেট মারার পারিশ্রমিক। ডোণ্ট ফরগেট, টুমরো জাষ্ট সিক্স পি, এম,।

[প্রস্থান।

মণ্টু। গুরু এ যে দেখছি একেবারে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। এলো যেন একেবারে ভগবানের বাচ্চা।

পল্টু। মণ্টা—

মণ্টু। কি বল?

পল্টু। কি বুঝলি?

মণ্টু। এ অফিসেও বোধ হয় এবার লালবাতি জ্বলবে।

পল্টু। বোধ হয় আমাদের লাকটা এবার—[পুলিশের বাঁশী] পুলিশের হুইসেল। পুলিশ—পুলিশ আসছে মন্টু।

মন্টু। তাই তোরে। ঐ দেখ ভোমলা ছুটছে—পেছনে পুলিশ।

পল্টু। পুলিশের খাতায় আমরা রেজিষ্টার্ড। এখানে দাঁড়ান আর নিরাপদ নয়। চল ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই। কাম অন হ্যারী—

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রবেশ করে সোমনাথ ও মিঃ বোস।

সোমনাথ। মিঃ বোস।

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। আর ইউ সিওর—গুণ্ডাগুলো ঠিক এইখানে এসেই জমায়েত হয়েছিলো ?

মিঃ বোস। হ্যাঁ স্যার। ওরা ঠিক এইখানেই রোজ এসে জমায়েত হয়। টুকি-টাকি ছিনতাই করে।

সোমনাথ। ইনফরমেশনটা আপনাকে কে দিয়েছিলো ?

মিঃ বোস। ইনফরমার মিঃ দাস।

সোমনাথ। আজকেও যে ওরা ঠিক এইখানে এসে হাজির হবে এবং হয়েও ছিলো সে খবরটা কার ?

মিঃ বোস। মিঃ দাসই এই একটু আগে বেতারে আমাকে সংবাদ দেয়।

সোমনাথ। হুঁ—দেশের আজ বড়ই দুর্দ্দিন মিঃ বোস। পেটের দায়ে আর অভাবের তাড়নায় ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলেগুলো হয়ে যাচ্ছে ডেনজারাস ক্রিমিনাল। জাতীর সর্বাঙ্গে ঘা হয়ে গেলে শেষে মলম লাগাবার আর জায়গা থাকেবে না।

মিঃ বোস। কিন্তু স্যার আমি ভাবছি এত তাড়াতাড়ি ছোঁড়াগুলো গেলো কোথায়?

সোমনাথ। এখন আর তারা রকবাজ এমেচার নয় মিঃ বোস—পাক্কা পেশাদার। গা ঢাকা দেবার কায়দাকানুনগুলো সব শিখে ফেলেছে। বাই দি বাই। আচ্ছা রমেন মল্লিকের কোন সন্ধান পেলেন?

মিঃ বোস। না স্যার। লোকটা অত্যন্ত ধড়িবাজ। ধরি-ধরি করেও তাকে ধরতে পাচ্ছি না।

সোমনাথ। ওর ফ্যাক্টরীর চারিদিকে ছদ্মবেশে পুলিশ পিকেট বসিয়ে দিন। যে কোন নূতন লোক এলেই যেন তাকে এরেষ্ট করে।

মিঃ বোস। আর যদি কোন প্রবল বাধা আসে?

সোমনাথ। গুলি চালাতে যেন দ্বিধা না করে। কাম অন।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রমেন মল্লিকের বাগান-বাড়ি।

প্রবেশ করে রমেন মল্লিক। হাতে তার মদের বোতল।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। মদের নেশাই আমাকে এনে দেয় যৌবনের নেশা। টাকার জোরে আমি একজন গ্রেটেষ্ট প্রাটিয়ট! উড়ন্ত মৌমাছি আমি; তাই উড়ে উড়ে খাই যৌবন-মধু। কত সুন্দরী তরুণী আমার প্রেমের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কত হারিয়ে গেছে অজানার পথে কেউ তার হিসাব রাখে না। কেউ করেছে আত্মহত্যা—আবার কেউ টাকার বাণ্ডিল নিয়ে হয়ে গেছে সতী-সাবিত্রী। এই কে আছিস মদ নিয়ে আয়, মদ। [শূন্য বোতলটা ফেলে দেয়]

মদের ট্রে হাতে প্রবেশ করে লোহাচাঁদ।

লোহাচাঁদ। হাজির মালিক। [টেবিলে ট্রে রেখে মদ ঢেলে দেয়]

রমেন। হামিদ খান ওরফে লোহাচাঁদ!

লোহাচাঁদ। হুজুর!

রমেন। জীবনে কটা খুন করেছিস তুই?

লোহাচাঁদ। কই হিসাব নেই মালিক।

রমেন। আবার যদি দরকার হয়—

লোহাচাঁদ। তৈয়ার হোয়ে যাবে মেরা চাকু।

রমেন। আচ্ছা তুই এখন যা—

লোহাচাঁদ। সেলাম মালিক। খেয়াল রাখ না—লোহাচাঁদকা চাকু তৈয়ার। সেলাম। [প্রস্থান।

রমেন। [মদ খাইতে খাইতে একটি ফটো বাহির করে] বনকি চিড়িয়া জয়ন্তীর ছবি। মডেল হবার ছলায় ফটো দিতে বলেছিলাম—পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ এইখানেই আসবে সেই উড়ন্ত মক্ষিকা—তারপর হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি তো আসছো ডার্লিং—তবে এত দেরি করছো কেন? এসো—একটু তাড়াতাড়ি এসো। তোমার ঐ দুরন্ত উত্তাল যৌবনে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। [ছবিতে চুম্বন করে]

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করে তারক। পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। গলা খেঁকাড়ি দেয়।

রমেন। কে?

তারক। আমি স্যার।

রমেন। আমিটা কে? কে আমি?

তারক। আজ্ঞে আমার বড়দার নাম বিশ্বনাথ। মেজদার নাম বৈদ্যনাথ। সেজদার নাম সোমনাথ। আর আমি শ্রীশ্রীতারকনাথ। ব্যোম ব্যোম তারক ব্যোম।

রমেন। ইডিয়েট! তা অমন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

তারক। আজ্ঞে মাল খেয়ে পয়মাল হয়েই বেতালে আমায় কিক করবেন তো! তাই আপনার সুবিধার্তে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছি মাই লর্ড—শেষে কিক করতে গিয়ে ফাউল না করে বসেন।

রমেন। ইডিয়েট!

তারক। যথার্থ।

রমেন। কেন এসেছো? কি চাই তাই বলো?

তারক। [সামনে ফেরে] ভয়ে না নির্ভয়ে বলবো স্যার?

রমেন। নির্ভয়ে।

তারক। আপনার শিক্ষানিকেতনের সব মাষ্টাররা এক জোটে কনসার্ট শুরু করেছে।

রমেন। সে আবার কি?

তারক। মানে ষ্ট্রাইক।

রমেন। ষ্ট্রাইক?

তারক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রমেন। কি তাদের দাবী?

তারক। তাদের দাবী—ইফ তারা ফুল টাকা না পায় তবে আর তারা পেমেণ্ট বুকে নট সাইন।

রমেন। এই জানোয়ার!

তারক। কই না তো! মানুষ।

রমেন। ইংরিজি না বলে বাংলায় বল। নইলে—

তারক। ব্যস—ব্যস। আর বলতে হবে না। এবার বিদ্যাসাগরী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলবো।

রমেন। এদের লিডার কে?

তারক। কে একজন মাষ্টার। ইংরিজি পড়ায়। শান্তনু না কি যেন নাম তার। হেড মাষ্টার তাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।

রমেন। ও-:কে! এলেই পাঠিয়ে দি'স। যা। এখনো দাঁড়িয়ে আছিস যে?

তারক। আজ্ঞে একটা সুসংবাদ!

রমেন। যথা?

তারক। মিস্ জয়ন্তীসুন্দরীকে আপনার অর্ডার—এই থুড়ী—হুকুম মত এই বাগানবাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলে এসেছি মাই লর্ড। বলেছি আপনার নাকি বিশেষ দরকার।

রমেন। জানি। এলেই তাকে পাঠিয়ে দিবি—যা।

তারক। এখুনি গোইং- না-না যাচ্ছি স্যার।

[প্রস্থান।

রমেন। লোহাচাঁদ!

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ।

লোহাচাঁদ। হুকুম মালিক।

রমেন। শোন লোহাচাঁদ। এক মাত্র তুমিই আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাই তোমার ওপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি।

লোহাচাঁদ। এ কোথা কেনো বলছিন হুজুর? হামি আছি কেউটে কি বাচ্চা। ছাঁয়া দেখলে ভি হামি চোট করবে। ঘাবড়াইয়ে নেহি।

রমেন। তোমার ওপর আমার সে বিশ্বাস আছে লোহাচাঁদ। তাই বলছি হুশিয়ার—খুব হুশিয়ার। আমার এই গোপন কুঞ্জের গোপন মধুচক্রের কথা যেন পুলিশ জানতে না পারে।

লোহাচাঁদ। কই ফিকির না কিজিয়ে। হাপনি মজেমে চালাইয়ে হাপনা কাম, হামি খাড়া থাকবে মৌতকা বাচ্চা। কই বেটা আসবে তো জিন্দা নেহি ফিরবে মালিক। আভি এক বেটার খেল খতম করে দিয়েছি হুজুর।

রমেন। কি রকম?

লোহাচাঁদ। খবরাখবর লিবার জন্যে এক বেঠা টিকটিকি কোদিন থেকে ঘুরঘুর করছিল। হামি চিনে ফেললাম শালেকো।

রমেন। তারপর?

লোহাচাঁদ। আজ সোকালে জলিলকে দিয়ে বেটার মুখে নাইট্রিক এসিড ঢেলে দিয়েছি। বাঁচনেকা উমিদ নেহি। খেল খতম।

রমেন। সাবাস! শোন—এ বাড়ির দেখাশোনার ভার রইলো তোমার ওপর। সাবধান! মনে রেখ টাকার অভাব হবে না।

লোহাচাঁদ। আপকা মেহেরবানি মাই লর্ড। ডরনেকো কোই বাত নেই। হামার নাম শয়তান হামিদ খাঁন। ছোটা লেড়কা—বুড্ডা—জোয়ান—কিসিকো হামি ছোড়ে না। কোই শালার দুষমণ যদি একবার এ বাড়ির মধ্যে ঘুসে হামার কব্জার মধ্যে পোড়ে—তবে দেখে লিবেন সাব—ইয়ে শাড়াশি-মার্কা আঙ্গুলগুলো বেটার খোঁপড়ি ধরে এমন চাপ দিবে যে, বেটার খুন আর ঘিলু এক সাথ হয়ে যাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সেলাম—সেলাম—সেলাম মালিক। [প্রস্থান।

রমেন। পুলিশ বলে আমি জালিয়াত—আমি স্মাগলার। পুলিশের সঙ্গে আমি লুকোচুরি করি। কিন্তু পুলিশ জানে না যে আমি দু'মহলের প্রজাপতি। আমার মহল আছে দুটো। একটা ওপর আর একটা নীচে। ওপরে আমি টাকার জোরে একজন দেশহিতৈষী প্যাট্রিয়ট। আর নীচের মহলে—আমি ফ্লাইং বার্ড—মধু-চক্রের মৌমাছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

প্রবেশ করে জয়ন্তী। ভীতত্রস্ত ভাব।

জয়ন্তী। আস্তে পারি স্যার?

রমেন। ইয়েস—কাম ইন।

জয়ন্তী। এটা কি স্যার আপনার চিঠি?

রমেন। সন্দেহ আছে?

জয়ন্তী। মানে ঠিক তা নয়—তবে—

রমেন। কি?

জয়ন্তী। অফিসের ঠিকানায় দেখা করতে না বলে এইখানে—

রমেন। হ্যাঁ, মানে একটা বিশেষ জরুরী—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

জয়ন্তী। ওকি স্যার হঠাৎ অমন করে হাসছেন কেন ?

রমেন। হাসছি আজ আমার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন দেখে। বসো।

জয়ন্তী। বসবার কোন দরকার নেই। কি বলবার জন্যে ডেকেছেন তাই বলুন।

রমেন। ইউ আর এ লাকি চ্যাপ। ভয় কি ? এখন তো তুমি লাইসেন্স হোল্ডার। তোমার ঐ টকটকে লাল সিঁদুরটাই তোমার সমস্ত কিছুর ওপর সতীত্বের পর্দা টেনে দেবে।

জয়ন্তী। আপনার কথার অর্থ আমি বুঝলাম না।

রমেন। বুঝে নেবার মত বয়স আশা করি তোমার হয়েছে। বসো কথা আছে।

জয়ন্তী। বসবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনার কর্মচারী। সামান্য ব্যানভাসার মাত্র। যে কোন কাজের কথা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা থাকতে পারে না।

রমেন। [পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে] এই নাও, এতে এক হাজার আছে। আরো দেবো—যত চাইবে তত দেবো।

জয়ন্তী। টাকা! কিসের টাকা ?

রমেন। তোমার যৌবনের মূল্য।

জয়ন্তী। [দৃঢ়তার সঙ্গে গর্জন করিয়া ওঠে] রমেনবাবু! আপনি ভুল করছেন। আমি বাজারের নোংরা মেয়ে নই। টাকা দেখিয়ে আমায় কেনা যায় না। চলি—নমস্কার। [প্রস্থানোদ্যতা]

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ। যমের মত পথ আগলে দাঁড়ায়। আঁতকে ওঠে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। কে তুমি ?

রমেন। লোহাচাঁদ। এ বাড়ীটা লোহার বর্ম দিয়ে ঘেরা। বেরিয়ে যাবার পথ নেই।

[রমেনের ইসারায় প্রস্থান করে লোহাচাঁদ।

রমেন। কি বুঝলে? বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। কাম অন—এসো কাছে এসো। [জয়ন্তীর কাছে এগিয়ে যায়]

জয়ন্তী। খবরদার শয়তান! আর এক পাও এগুবে না।

রমেন। সুন্দর—সুন্দর! রাগলে তোমায় ভারি সুন্দর দেখায়। এসো মাত্র একটি রাত তোমায় নিয়ে আমি মধু যামিনী যাপন করবো—তারপর তোমার ঐ যৌবন সুধাকে আকণ্ঠ পান করে ছুঁড়ে ফেলে দেবো ঐ রূপসী জ্যোৎস্নায়।

জয়ন্তী। রমেনবাবু!

রমেন। বল কি চাও? গাড়ী বাড়ী টাকা গয়না—সোনা দিয়ে মুড়ে দেবো তোমায়। শুধু একটি রাত—একটি রাত।

জয়ন্তী। রমেনবাবু আমি গরীব, সহায় সম্বলহীনা। পেটের জ্বালায় সামান্য চাকরী নিয়ে আপনার কাছে দাসখত লিখে দিয়ে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছি।

রমেন। তাই তো আজ আমি তোমার সেই ভিক্ষা-পাত্রটা সোনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাই। বিনিময়ে শুধু—[এগিয়ে যায়]

জয়ন্তী। দাঁড়ান। কি চান আপনি? নারীর দেহ? কি চান আপনি? নারীর সম্ভোগ? তাই যদি চান তবে এই ছলনার আশ্রয় কেন? নারী হচ্ছে মায়ের জাত। আমিও সেই নারী যে নারী আপনার মত পশুকে দেখিয়েছে প্রথম প্রভাত।

রমেন। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। আসুন—আপনার পশুত্বের সামনে নিরাভরনা হয়ে মায়ের

মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়াচ্ছি। পশুত্বের লালসা নিয়ে এগিয়ে আসুন। চিৎকার করে বলুন নারী হলেও তুমি মা—এসো মা আজ আমিই তোমাকে—

রমেন। ষ্টপ ষ্টপ। হোল্ড ইওর টাং।

দ্রুত প্রবেশ করে তারক ভট্‌চাজ।

তারক। স্যার—স্যার!

রমেন। [সক্রোধে] স্যার স্যার স্যার! গেট আউট, গেট আউট আই সে।

তারক। বা বাবা! তা আমাকে ধমক দিচ্ছেন কেন? এসেছে।

রমেন। কে এসেছে?

তারক। [কানের কাছে আসে আস্তে বলে] সেই ইংরিজি মাষ্টার।

রমেন। [একটু চিন্তা করে] গড হ্যাজ্ সেভড্ 'ইউ জয়ন্তী। এখন যেতে পারো।

জয়ন্তী। রমেনবাবু! রুগ্ন পশু দেখলে কসাইয়ের দয়া হয়। কিন্তু আপনি—আপনি সেই কসাইয়ের চেয়েও নীচ মনুষ্যত্বহীন পশু। আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে—না নরকের কীটকে গীতার বাণী শুনিয়ে কোন লাভ নেই। তাই যাবার সময় দিয়ে যাচ্ছি ঘৃণার থুতকার, আর বলে যাচ্ছি একটিমাত্র কথা—ছি-ছি-ছি।

[প্রস্থান।

তারক। মডার্ন হীরোইনকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলেন স্যার?

রমেন। হ্যাঁ। দিলাম।

তারক। কিন্তু যদি পুলিশে খবর দেয়?

রমেন। ভিখারির বাচ্চা। পুলিশে যাবার সাহস হবে না। যাও মাষ্টারকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

তারক। এখুনি যাচ্ছি স্যার।

[প্রস্থান।

রমেন। কোথায় যাবে তুমি জয়ন্তী! আজ তুমি রেহাই পেলেও আমার কাছে তোমায় আসতেই হবে। আর তোমাকে আমার বুকে ধরিয়ে দেবে তোমার ঐ চরম দারিদ্র।

প্রবেশ করে শান্তনু।

শান্তনু। আসতে পারি?

রমেন। ও ইয়েস কাম ইন।

শান্তনু। আপনিই কি মিঃ মল্লিক?

রমেন। লোকে তাই বলে।

শান্তনু। দেখুন আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই। তাই জিজ্ঞাসা করছি—আপনিই কি মল্লিক শিক্ষানিকেতনের সেক্রেটারী?

রমেন। তা যদি না জানো তবে এসেছো কেন?

শান্তনু। মিঃ মল্লিক—তুমি নয় আপনি।

রমেন। আমি সবাইকে তুমিই বলে থাকি।

শান্তনু। সেটা টাকার জোরে—ভদ্রতায় নয়।

রমেন। ভদ্রতাটা কি তোমার কাছে শিখতে হবে?

শান্তনু। আবার বলছি, তুমি নয় আপনি।

রমেন। তাই নাকি? একেবারে কেউটের বাচ্চা।

শান্তনু। তবে সবার কাছে নয়। জায়গা বুঝে প্রয়োজন বোধে ছোবল মারি। বলুন—হেডমাষ্টারের থ্রু দিয়ে আমায় কেন ডেকেছেন?

রবেন। আমি ডাকিনি—তোমায় পাঠিয়েছি।

শান্তনু। মিঃ মল্লিক! ভদ্রতারও একটা সীমা আছে। আপনি সংযত হয়ে এবং সম্মান দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন।

রমেন। তাই বলছি। হেডমাষ্টার আপনাকে কেন আমার কাছে পাঠিয়েছেন আশা করি আপনি তা নিশ্চয়ই জানেন।

শান্তনু। আমি দৈবজ্ঞ নই। তবে অনুমান করে নিতে পারি।

রমেন। না। অনুমান করবার মত শক্তি আপনার নেই। বলুন আপনি স্কুলের সমস্ত শিক্ষককে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন কেন?

শান্তনু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। কাউকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হয় না।

রমেন। বলুন কি আপনার দাবী?

শান্তনু। মাত্র দেড়শো টাকা হাতে নিয়ে আড়াইশো টাকার পে-সিটে কেউ আমরা সই করবো না।

রমেন। আর আপনি যদি পুরো টাকাটা পান তাহলে—?

শান্তনু। আমি আপনার মত অতটা অমানুষ বর্ব্বর নই।

রমেন। শান্তনুবাবু!

শান্তনু। রক্ত-চক্ষুটা আপনি আপনার কর্মচারীদের দেখাবেন। আমি শিক্ষক। দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করাই আমার একমাত্র আদর্শ। পয়সার জোরে আজ আপনি মালিক ও সেক্রেটারী। স্কুল কমিটিও আপনার হাতের মুঠোয়। গরীব শিক্ষকদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করাটা আপনারি সাজে।

রমেন। আপনার বেতনটা যদি দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় তা হলেও কি—?

শান্তনু। দশগুণ করে দিলেও মনুষ্যত্ব ত্যাগ করে আপনার মত দাঁড় কাক থেকে ময়ূর সাজতে পারবো না।

রমেন। হুশিয়ার মাষ্টার। আপনি জানেন যে কার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি কথা বলছেন?

শান্তনু। জানি। কথা বলছি একজন মাতালের সঙ্গে।

রমেন। হোল্ড ইওর টাং আই সে। আমি মাতাল?

শান্তনু। ঐ বোতলটাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রমেন। [চিৎকার করিয়া] লোহাচাঁদ!

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ।

লোহাচাঁদ। হুকুম মালিক। হাম তৈয়ার।

শান্তনু। আমাকে খুনের ভয় দেখিয়ে স্তব্ধ করে দিতে পারবেন না মিঃ মল্লিক। কারণ মৃত্যুকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।

রমেন। [ক্রোধে শান্তনুর চুলের মুটি চাপিয়া ধরে] শুয়ার কি বাচ্চা! বল ধর্মঘট প্রত্যাহার করবে কি না?

শান্তনু। না। কখনই না। প্রাণ থাকতে না।

রমেন। দিস ইজ ইওর লাষ্ট চান্স মাষ্টার। এখনো বলো।

শান্তনু। না না না—কিছুতেই না। আমি বিদ্রোহী, আমি বিপ্লবী। স্বদেশী শাইলক তুমি আমার বুকের মাংস তুলে নিলেও আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না।

রমেন। মাফ করবেন শান্তনুবাবু! আমি হঠাৎ বিশেষ উত্তেজনায় আপনার চুলের মুঠি ধরে ফেলেছি। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

শান্তনু। জানি খলের কখনো ছলের অভাব হয় না।

রমেন। লোহাচাঁদ!

লোহাচাঁদ। তৈয়ার।

রমেন। বাবু আমাদের সম্মানীয় মাষ্টার। ওকে ওর যোগ্য সম্মান দিয়ে আস্তে আস্তে—[ইসারা করে]

লোহাচাঁদ। সমজ্ঞ গিয়া মালিক। [লোহাচাঁদ ধীরে ধীরে হিংস্র-ভাবে এগিয়ে গিয়ে শান্তনুর গলাটা সজোরে চাপিয়া ধরে] বোল—বোল শালা মাষ্টার বাত মানোগে ইয়ে নেহি ?

শান্তনু। [আর্তনাদ করে] আঃ—আঃ !

লোহাচাঁদ। [চাপ দিতে দিতে] বোল শালা বোল। জলদি বোল।

শান্তনু। আঃ—আঃ !

রমেন। [লোহাচাঁদকে ইসারা করে কাছে যায়] শান্তনুবাবু—একটু জল খাবেন ? একটা কোকাকোলা ?

শান্তনু। [লোহাচাঁদের চাপে মুখে রক্ত দেখা দেয়] শয়তান—ব্রুট !

লোহাচাঁদ। বোলেন হুজুর একদম খতম করে দিই।

রমেন। না-না-না। অতটা দরকার নেই। তার চেয়ে ওকে গেটের বাইরে বার করে দিয়ে আয়। ডোণ্ট মাইন শান্তনুবাবু। লোহাচাঁদের হাত দুটো লোহা দিয়ে তৈরী তাই হয়তো চাপটা একটু বেশী লেগেছে। বাড়ী গিয়ে একটু মালিশ বা সেক-টেক দিয়ে নেবেন—ব্যথাটা কমে যাবে। যা নিয়ে যা। আচ্ছা আসুন, নমস্কার।

[শান্তনু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে করিতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেই অবস্থায় লোহাচাঁদ মারিতে মারিতে টানিয়া লইয়া যায়।]

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। জেণ্টেলম্যান। রিয়েলি ইউ আর এ জেণ্টেল-ম্যান—দি গ্রেট মিঃ আর, এন, মল্লিক। সত্যিই তুমি অদ্ভুত। [মদ্য পান করে] তোমার তুলনা শুধু তুমিই। সুন্দরী জয়ন্তী—আজ তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পেলেও—তোমাকে আমার চাই-ই—চাই। ভুলিনি তোমার রূপ—ভুলবো না তোমার যৌবন—ভুলতে আমি পারবো না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—এককড়ি মোক্তারের বাড়ি।

প্রবেশ করে এককড়ি মোক্তার

এককড়ি। দোবো দোবো শালাদের নামে একনম্বর ঠুকে। আমার সঙ্গে চালাকি! আমার নাম এককড়ি মোক্তার, মাছের বদলে মাছের ছবি দেখে ভাত খাই—আর আমারি টাকা নিয়ে আমারই বাড়িতে বসে রংবাজী! খুন করবো—বাড়িতে আজ রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দেবো।

প্রবেশ করে সুচিত্রা। গা-ভর্তি গয়না। হাতে ব্যাগ।

সুচিত্রা। ঘাটের মড়া! তাই দাও—তাই রক্ত-গঙ্গাই বইয়ে দাওগে যাও। নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে রক্তের নদীতে সাঁতার কাটগে যাও। ঘাটের মড়া!

এককড়ি। কখনো নয়। কভি নেহি। আমি মরি, আর তুমি অমনি চিড়িক মার। সেটি হচ্ছে না। সর্বনাশ! এতো গয়না-গাঁটি পরে উর্বশী সেজে চললে কোথায়?

সুচিত্রা। যেখানেই যাই না কেন—তাতে তোমার কি?

এককড়ি। তার মানে? আমার বউ। সাতপাকে বেঁধে আমি ঘরে এনেছি। আর আমার কি! কোথায় যাওয়া হচ্ছে তাই শুনি?

সুচিত্রা। যেখানে খুসি যাব—যা ইচ্ছে তাই করবো। যাচ্ছি চামারের গচ্ছিত ধন—টাকা—গয়না নিয়ে সিনেমার হীরোইন সাজতে। বুঝলে ?

এককড়ি। মরে যাবো—মরে যাবো—মরে যাবো গিন্নী, বুক ফেটে মরে যাবো। এই দেখ তোমার সাজ দেখেই বুকে আমার ভূমিকম্প হচ্ছে। আমার হাত কাঁপছে—পা কাঁপছে—চোখে আমি সর্ষে ফুল দেখছি।

সুচিত্রা। বলি এখন তোমার হয়েছে কি ? এইতো কলির সন্ধ্যে। জাল-জোচ্চুরি করে তো সিন্দুক ভরাচ্ছো। এদিকে তেজপক্ষে টোপর মাথায় দিয়ে যে একটা মেয়েকে ঘরে এনেছো, তাকে বুঝি খেতে-পরতে দিতে হবে না ?

এককড়ি। কে বলেছে ? কোন শালায় বলেছে যে, আমি খেতে-পরতে দিই না ? দোবো—দোবো শালার নামে এক নম্বর ঠুকে।

সুচিত্রা। তবে আজ পাঁচ দিন বাজারে যাওনি কেন ? পোস্ত-চচ্চড়ি খেয়ে খেয়ে যে পেটে আফিং গাছ গজিয়ে গেল।

এককড়ি। আরে লাও কথা। তুমিই তো বারণ করেছ যে, পায়ে জুতো না দিয়ে কোথাও এক পা বাড়াবে না। পায়ে যে ফোস্কা পড়েছে মাইরি—বাজারে যাই কি করে ? তুমি আমার ঐ তেজপক্ষের ইয়ে—তোমার কথা কি অবহেলা করতে পারি ?

ছুটিয়া প্রবেশ করে ভোমলা।

ভোমলা। পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ ! পুলিশ আসছে—আমায় কুকুরের মত তাড়া করে পুলিশ আসছে।

এককড়ি। তা আমি কি করবো? বরণডালা সাজিয়ে বরণ করবো?

ভোমলা। মামি—মামা—আমাকে বাঁচাও তোমরা। ঐ চিলেকোঠার ঘরটা একটু খুলে দাও—আমি লুকিয়ে পড়ি। তোমরা বাইরে থেকে তালা দিয়ে দাও। পুলিশ ঢুকলে তাদের যা হোক বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিও।

এককড়ি। ওরে আমার কেরে! মামার বাড়িতে আমার মামার বাড়ির আবদার! নিকালো—নিকালো—আভি নিকালো। নইলে আমিই পুলিশ ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেবো।

ভোমলা। মামি!

সুচিত্রা। এই মড়া! বুড়ো বয়সে কি ভিমরতি ধরেছে? আমরা থাকতে ঘরের ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে? কখনো না। ওর মা আজ বেঁচে থাকলে একথা তুমি বলতে পারতে?

এককড়ি। ওঃ—মায়ের চেয়ে যে মামির দরদ বেশি। নিকালো—আভি নিকালো ব্যাটা চোর।

ভোমলা। মামা—তোমার দুটি পায়ে পড়ি মামা। এভাবে আমায় তাড়িয়ে দিও না। আমি ধরা পড়লে আমার জেল হয়ে যাবে। পুলিশের কাছে একবার দাগী হলে জীবনটা আমার ধ্বংস হয়ে যাবে।

এককড়ি। সেতো ভালই হবে। মামার অন্ন ধ্বংস না করে মিনি পয়সায় দিব্বি আরামে খাবে-দাবে থাকবে।

সুচিত্রা। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। তুমি না মামা। মামা হয়ে একটা অনাথ ছেলেকে তুমি পুলিশের হাতে তুলে দেবে?

এককড়ি। হ্যাঁ-হ্যাঁ দেবো। পুলিশের হাতেই তুলে দেবো। নিকালো—নিকালো শালা চোরকি বাচ্চা।

ভোমলা। মামা! যা বলেছো বলেছো। দ্বিতীয় বার আর আমার বাপ তুলে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

এককড়ি। বলবো—হাজার বার বলবো। কি করবিরে তুই হারামজাদা—

সুচিত্রা। তাতো বলবেই নইলে যে তোমার শাক-চচ্চড়ি ভাতে টান ধরবে। আর তোকেও বলি—এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও কেন পড়ে আছিস এখানে? এমন গালাগালি দেওয়া ভাত না খেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া যে অনেক ভালরে।

ভোমলা। তা আমি জানি মামি। কিন্তু চলে যেতে চাইলেও কোথায় যাব—কার কাছেই বা যাব। মা-ই আমাদের দু'ভাই-বোনকে নিয়ে এখানে এসে উঠেছিলো। মা মরে যাবার পর আমার যে সব হারিয়ে গেছে মামি। [কাঁদিয়া ফেলে]

সুচিত্রা। ছিঃ! এই বয়সে কি কাঁদতে আছে? এ বয়সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চারে গর্জে উঠতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হবে।

ভোমলা। তাই উঠবো—গর্জেই উঠবো। কিন্তু মামি পুলিশ আমায় তাড়া করেছে। এখন যদি পুলিশ—

এককড়ি। বেরোও বেটা চোর। বেরোও বলছি। নইলে আমিই চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকবো। পুলিশ—পুলিশ—

সুচিত্রা। থামো। চোর হয়ে আজ সাধু সেজেছো, না! ফের যদি পুলিশ—পুলিশ—বলে চেল্লাও তবে আমিও পুলিশ ডেকে তোমার লোহার সিন্দুক দেখিয়ে দেবো। চোরাই মাল কিনে সিন্দুক ভর্তি করা তোমার বেরিয়ে যাবে।

এককড়ি। এ তুমি কি বলছো গিন্নী?

সুচিত্রা। ঠিকই বলছি। শোন ভোমলা। এই নে দুগাছা বালা।

এটা ঐ বুড়ো ভামের নয়। এটা আমার বাবার দেওয়া যৌতুক। বেচলে কিছু টাকা হবে। সেই টাকায় ফেরি করে পেট চালাগে যা। খিড়কির দরজা খোলা আছে—ঐখান দিয়ে তুই পালিয়ে যা। পুলিশ ঘরে ঢুকলে তোর বদলে ঐ এক নম্বরকেই আমি ধরিয়ে দেবো।

ভোমলা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মামি আমি যেন কুপথ ছেড়ে আজ থেকে সুপথেই চলতে পারি। চলি মামা। বুঝেছি দুটো ভাত খেতে দেবার ভয়ে তুমি সুযোগ বুঝে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ। কিন্তু শোন মোক্তার—তোমার ভাত আমি ফুকুটিয়া খাইনি। আমার মায়ের গচ্ছিত টাকায় তুমি খাইয়েছো।

এককড়ি। যা-যা-যা!

ভোমলা। শুনে রাখো। যদি আমি পুলিশের হাত থেকে বাঁচি—তাহলে আবার আমি আসবো। তোমার ঐ পাপের সিন্দুকটাকে ভেঙে—কৃপণের সমস্ত অর্থ—গয়না টেনে বার করে, ঐ সিন্দুকের ভেতরেই তোমায় জ্যান্ত পুরে তোমায় আমি যক্ষ সাজিয়ে রাখবো। সাবধান!

[দ্রুত প্রস্থান।

এককড়ি। হরি হে দীনবন্ধু তুমিই সত্য। [উদ্দেশ্যে প্রণাম করে]

সুচিত্রা। একেবারে ভক্তিতে গদ-গদ যে। তাতো হবেই—ভাগ্নেটাকে তাড়িয়ে—ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুমি কি মানুষ?

এককড়ি। কি যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা! দোবো এক নম্বর ঠুকে। নিকালো আমার বাড়ি থেকে—এ-এই মরেছে—

সুচিত্রা। নিকলে আমি এসেছি আর নিকালো বলতে হবে না। ঠিক আছে—এই গয়না-গাঁটি টাকা-পয়সা নিয়ে আমি চল্লুম এ বাড়ি ছেড়ে। তারপর তোমার চোখের সামনে যদি না আমি—

একক‌ড়ি। [সহসা পায়ের কাছে বসিয়া পড়ে] দেহি পদ পল্লব মুদারম্। রাগের মাথায় মুখ ফসকে কি বলতে কি বলে ফেলেছি তার ঠিক নেই। তুমি গুরুজনের মত আমায় এবারের জন্যে এক্সকিউজ, মানে ক্ষমা করে দাও গিন্নী। [পা দুটো জড়িয়ে ধরে]

সুচিত্রা। ওমা কি ঘেন্না! আরে ছাড় ছাড়, ওকি হচ্ছে? লোকে দেখলে বলবে কি?

এককড়ি। নেহি ছাড়েগা। আগে বলো তুমি যাবে না।

সুচিত্রা। তার আগে তোমায় একটা কথা বলতে হবে।

এককড়ি। কি? [উঠে দাঁড়ায়]

সুচিত্রা। এই একটু আগে পাশের বাড়ির সোনার মা তোমার কাছে এসেছিলো?

এককড়ি। হ্যাঁ এসেছিলো। মাগি একেবারে হাড়ে হাড়ে হজ্জাত! আমার নাম এককড়ি মোক্তার—আমার নামে হাকিম কাঁপে। আর আমাকেই এসেছে ঠকাতে!

সুচিত্রা। বলি তাই নাকি গো! সাহস তো বড় কম নয়। আমার এমন সতী-সাধ্বী স্বামীকে—যে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না তাকে এসেছে ঠকাতে! তা কি নিয়ে ঠকাতে এসেছিলো প্রাণেশ্বর?

এককড়ি। প্রাণেশ্বর—য়্যাঁ—প্রাণেশ্বর! মরে যাবো—মরে যাবো মাইরি। হার, মানে সোনার নাম করে একটা গিল্টির হার নিয়ে—

প্রবেশ করে মৌসুমী।

মৌসুমী। মিথ্যে কথা। ওটা সোনার হার।

এককড়ি। আঃ—খেলে যা! সোনার হোক আর পেতলেরই হোক তাতে তোর কিরে হারামজাদি?

মৌসুমী। আমার কি? আড়াল থেকে আমি সব দেখেছি। জান মামি—মামা ঐ বৌটার কাছ থেকে হারটা নিয়ে যাচাই করবার নাম করে—টপ করে হারটা পাল্টে এনে বল্লে—এই নে তোর বিছে হার। এটা সোনার নয় পেতলের। বলে তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এককড়ি। চুপ কর হারামজাদি।

মৌসুমী। ছিঃ-ছিঃ মামা—তুমি এতবড় নিষ্ঠুর? বৌটার ছেলেটা মরণাপন্ন। ছেলের প্রাণ বাঁচাতে তোমার কাছে টাকার জন্যে তার শেষ সম্বলটুকু নিয়ে এলো, আর তুমি কিনা চামারের মত হারটা তার ঠকিয়ে নিলে? দেখগে যাও মামি, বৌটা বুক চাপড়ে কাঁদছে আর অভিশাপ দিচ্ছে।

এককড়ি। দিচ্ছে দিক। তাতে তোর কি?

সুচিত্রা। তোর কি! দাঁড়া মুখপোড়া—আজ তোর কি—কি কার কি—ভাল করে দেখাচ্ছি। আগুন জ্বালবো—তোর ঐ পাপের সিন্দুক ভেঙে সব আজ গরীবদের বিলিয়ে দেবো।

মৌসুমী। মামিমা!

সুচিত্রা। তুই জানিস না মা। এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত মুখ-পোড়া আমায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিলে। আমারই চোখের সামনে কত অসাহায় অনাথার সর্ব্বনাশ করলে। কত লোককে ফাঁকি দিয়ে পথের ভিখিরী সাজালে। ঘাটের মড়া গঙ্গার দিকে পা করে বসে আছে তবু একবার পরকালটা ভাবছে না!

এককড়ি। না ভাবছি না। টাকাই আমার ইহকাল, টাকাই আমার পরকাল, টাকাই আমার জপমালা। টাকা হি কেবলম্।

মৌসুমী। না মামা। পৃথিবীতে টাকাই সব নয়। জুয়াচুরী করে মানুষকে ঠকান যায় কিন্তু নিজের আত্মাকে সুখী করা যায় না।

একড়ি। যা-যা খুব হয়েছে, আর তোকে জ্ঞান দিতে হবে না!

সুচিত্রা। ও নাদিক আমি দেবো। যাতো মৌসুমী ডেকে নিয়ে আয় ঐ সব রকবাজ ছোড়াগুলোকে। সিন্দুক ভেঙে ওরা বার করে নিয়ে যাক যক্ষের ধন।

এককড়ি। এই—এই খবরদার বলছি! বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি কিন্তু গলায় দড়ি দোবো। আত্মঘাতি হবো।

মৌসুমী। পাপীরা অত সহজে মরতে পারে না মামা। তুমি মরে গেলে বিধবা বোনের ফাঁকি দেওয়া টাকা গয়না ভোগ করবে কে?

এককড়ি। কে—কে বলেছে আমি তোর মায়ের টাকা গয়না ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি? দোবো এক নম্বর ঠুকে।

মৌসুমী। শোন মামা। আমি বড় হয়েছি। এখন আর বাচ্চা নই। নিজের গণ্ডা আমি বুঝে নিতে শিখেছি। মা মরবার সময় তোমার হাতে দশ হাজার টাকা আর গায়ের গয়নাগুলো তুলে দিয়ে বলেছিলেন—দাদা ছেলেটা বড় হলে তাকে মানুষ করে গড়ে তুলো। আর মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তার স্বামীর হাতে তুলে দিও আমার শ্বশুরের দেওয়া গয়নাগুলো।

এককড়ি। মিথ্যে—মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

মৌসুমী। মিথ্যে কি সত্যি তা আমি প্রমাণ করে দেবো মামা। পয়সা খরচের ভয়ে দাদাকে তুমি লেখাপড়া ভাল করে শেখালে না। গয়না দেবার ভয়ে আমার বিয়ের কথা তুমি মুখেও আন না। নাই বা দিলে বিয়ে। আমি সাবালিকা, নিজের পাত্র আমি নিজেই বেছে নেবো। তারপর তাকে সঙ্গে এনে আমার পাওনা আমি আদায় করে নেবো।
[প্রস্থানোদ্যতা]

সুচিত্রা। তা যদি তুই পারিস, আমি তোকে প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ

করবো। শোন মা। অনেক বেলা হয়ে গেছে। ডাল ভাত যা হয়েছে দুটো মুখে দিয়ে যা।

মৌসুমী। মামি! বোর্ডিং থেকে ফিরে একমাসে তোমাদের অনেক খেয়েছি, কিন্তু আজকের পর আর এ বাড়ীতে ঐ পাপীর পাপের অন্ন আমি খেতে পারবো না মামি।

সুচিত্রা। অবাধ্য হোসনে মা—কথা শোন।

মৌসুমী। মামিমা আমি নারী। নারীর মনের ব্যথা আমিও বুঝি। তুমি গুরুজন তোমাকে বলার মত ভাষা আমার নেই। তবুও আজ এই-টুকুই বলে যাই—তোমার অদৃষ্টের জন্যে যদি পার ঐ নিষ্ঠুর নিয়তিকে অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও।

[প্রস্থান।

সুচিত্রা। তা আমি জানি রে মা। গরীবের মেয়ে আমি। টাকার লোভে কাকা যে দিন একটা মড়ার সঙ্গে আমার গাঁট-ছড়া বেঁধে দিলে সেই দিনই আমার কপালটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ যে আমার বিষফল, ফেলতেও পারি না আর গিলতেও পারি না।

[প্রস্থান।

এককড়ি। দোবো দোবো—দোবো সব শালাদের নামে এক নম্বর ঠুকে। হরি হে দীনবন্ধু তুমিই সত্য। একটি বার দয়া করে আমার ঐ সিন্দুকের দিকে মুখ তুলে তুলে চাও। আর যদি পারো ঐ শয়তানি ভাগ্নিটাকে তে-রাত্তিরের মধ্যে তোমার শ্রীচরণে টেনে নাও ঠাকুর টেনে নাও। হরি হে দীনবন্ধু পার কর হে ভবসিন্ধু।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী—জয়ন্তী—পল্টু! কেউ নেই—কেউ নেই। তাই তো এখন আমি কি করি, কাকে ডাকি? নিষ্ঠুর ভগবান! আমার তো তুমি সবই কেড়ে নিয়েছো। পথের ভিখারী সাজিয়েছো। এত দুঃখ দিয়েও তোমায় তৃপ্তি হয়নি ঠাকুর? শেষে আমারি চোখের সামনে জয়ন্তীর সিঁথির সিঁদুরটুকুও কেড়ে নিতে চাও? শান্তনুর অবস্থা দেখে তো আমার ভাল মনে হচ্ছে না। আজ একমাস হলো ঘণ্টাও দোকোন বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। বল—বল, বলে দাও ঠাকুর এখন আমি কি করি, কাকে ডাকি?

প্রবেশ করে ঘণ্টা। একটু উস্কো-খুস্কোভাব।

ঘণ্টা। মাসিমা—মাসিমা!

অন্নপূর্ণা। কে ঘণ্টা? ঘণ্টা—ঘণ্টা! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে]

ঘণ্টা। কি ব্যাপার মাসিমা? অমন করে কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

অন্নপূর্ণা। শান্তনুর ভারি অসুখ। দিনরাত শুধু ভুল বকছে। আমার এ পোড়া ভাগ্যে সেও বোধ হয় থাকবে না রে থাকবে না।

ঘণ্টা। মাত্র আমি একটা মাস এদিকে ছিলুম না। এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল? অথচ আমি—জয়ন্তী কোমায় মাসিমা, জয়ন্তী?

অন্নপূর্ণা। পয়সা নেই কড়ি নেই—মেয়েটা ডাক্তার, ওষুধপত্তের জন্যে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঘণ্টা। কবে থেকে অসুখটা হয়েছে ?

অন্নপূর্ণা। প্রায় পনেরো দিন হলো।

ঘণ্টা। আজ পর্য্যন্ত কোন ডাক্তার—

অন্নপূর্ণা। না। বিনা চিকিৎসায় পড়ে আছে। পয়সা নেই বলে কোন ডাক্তারই আসতে চাইছে না।

ঘণ্টা। শান্তনুর অসুখ ! জয়ন্তীর স্বামীর অসুখ। পয়সা নেই বলে কোন ডাক্তারই আসতে চাইছে না ! না-না-না ! এ হতে পারে না। জয়ন্তীর এতবড় সর্বনাশ আমি বেঁচে থাকতে হতে দিতে পারি না। ডাক্তার চাই ডাক্তার। শান্তনু না বাঁচলে জয়ন্তী বাঁচবে কি করে ? কিন্তু টাকা ? হ্যা-হ্যা, এখনো আছে। মেসিন আছে, আলমারি কাচি চেয়ার আছে। যাক, সব যাক। শুধু বেঁচে থাক জয়ন্তীর সিঁথির সিঁদুর।

অন্নপূর্ণা। কি হবে ঘণ্টা ? শান্তনু আমার—

ঘণ্টা। বাঁচবে—বাঁচবে—তাকে বাঁচাতেই হবে। কেঁদ না মাসিমা, বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাতে নেই। যাও মা—তুমি তোমার শান্তনুকে আঁকড়ে নিয়ে বসে থাকো। ডাক্তার—যেমন করেই হোক আমি ডাক্তার নিয়ে আসবই আসব।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। বাবা তারকনাথ—বাবা বিশ্বনাথ—হে মা মঙ্গলচণ্ডী—আমার শান্তনুকে ভাল করে দাও মা। আমি গরীব—আমার বুক চিরে রক্ত দিয়ে তোমার পুজো দেবো মা। ভাল করে দাও। আমার শান্তনুকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিও না মা।

প্রবেশ করে জয়ন্তী। রুক্ষ-শুষ্ক ভাব।

জয়ন্তী। [ভয়ে ভয়ে] মা!

অন্নপূর্ণা। কে? জয়ন্তী! তুই এসেছিস মা?

জয়ন্তী। কি হয়েছে মা? তুমি অমন করছো কেন? এখন কেমন আছে?

অন্নপূর্ণা। ভুল বকছে। শান্তনু আমার ভুল বকছে। কিরকম ভাবে যেন কথা বলছে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জয়ন্তী। সবই অদৃষ্ট। এতে আর বোঝবার কি আছে মা! আমার সিঁথির সিঁদুরটা মুছে দেবার অভিপ্রায় যদি তোমার ঠাকুরের হয়ে থাকে তো দিক। আমি একটুও কাঁদবো না—কাকেও অভিশাপও দেবো না। [চোখে জল গড়ায়]

অন্নপূর্ণা। ডাক্তার—

জয়ন্তী। পেলাম না মা। গরীবের ঘরে বিনা পয়সায় তো কোন ডাক্তার আসে না মা।

অন্নপূর্ণা। তবে, তবে কি হবে? ঘরে তো আর বেচবার মতন কিছুই নেই মা।

জয়ন্তী। আছে মা আছে। আছে এক অমূল্য সম্পদ। যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না, কিন্তু তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে, বিপদের ঘূর্ণিপাকে তা বিক্রি হয়ে যায় মা।

অন্নপূর্ণা। এ বিপদের মাঝে বুঝি না মা তোর হেঁয়ালী। তাড়াতাড়ি বল মা—ডাক্তারের কি হবে?

জয়ন্তী। মা!

অন্নপূর্ণা। কাঁদিস না মা। ভাবতেও বুকটা আমার ফেটে চৌচির

হয়ে যাচ্ছে। বাছা আমার পনেরোটা দিন ধরে খালি একটু বার্লি আর সাবু খেয়ে পড়ে আছে। একটু ওষুধ নেই—ফল নেই—দুধ নেই—

জয়ন্তী। চুপ কর মা। গরীবের ঘরে দুধ খাওয়াটা যে বিলাসিতা মা।

অন্নপূর্ণা। তা আমি জানি। কিন্তু মা হয়ে কি করে সহ্য করি বলতে পারিস? শেষে না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় বাছার আমার যদি—

জয়ন্তী। যদি যম এসে তোমার জয়ন্তীর হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুরটা মুছে নেয়, কারও সাধ্য নেই মা তার হাত থেকে তোমার শান্তনুকে ফিরিয়ে আনতে পারে। এই নাও মা সামান্য একটু সাবু—আর আধ কেজি চাল। [হাতের থালটা এগিয়ে দেয়]

অন্নপূর্ণা। এইটুকু সাবু এনেছিস? কিন্তু এতে দুবেলা কি করে কুলুবে মা?

জয়ন্তী। না কুলোয় জল দিয়ে ওকে বাড়িয়ে দিও। যাও মা, অনেক বেলা হয়ে গেল।

অন্নপূর্ণা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] যাচ্ছি মা যাচ্ছি। ঠাকুর—আমার ডাকের সময় কি এখনও হয়নি? এইবার আমায় টেনে নাও। আর যে আমি সহ্য করতে পারছি না। [প্রস্থানোদ্যতা]

জয়ন্তী। একটা কথা মা।

অন্নপূর্ণা। বল কি কথা?

জয়ন্তী। আমার বিয়েতে ঘণ্টাদা যে বেনারসিটা দিয়েছিলো—সেটা বার করে দাও মা।

অন্নপূর্ণা। ওরে—না-না। অমন অলক্ষুণে কথা বলিস না জয়ন্তী। শেষে বিয়ের বেনারসি বেচে—

জয়ন্তী। যার কল্যাণে মাথার সিঁদুরটা বজায় রেখে পরবো, তাকে বাঁচাবার জন্যে ওটাকে বেচে দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করেই দেখি যদি কোন ডাক্তারকে এনে ওর নিভু নিভু প্রদীপটাকে জ্বেলে রাখতে পারি।

অন্নপূর্ণা। না-না-না, আর পারি না! আর আমি সহ্য করতে পারি না! চুপ কর—চুপ কর জয়ন্তী—মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিস না—খাঁড়ার ঘা দিস না!

[দ্রুত প্রস্থান।

প্রবেশ করে অসুস্থ শান্তনু।

শান্তনু। জয়ন্তী—জয়ন্তী—জয়ন্তী! কই, কোথায় জয়ন্তী?

জয়ন্তী। কি হয়েছে? কি হয়েছেগো? এই তো আমি—তোমার জয়ন্তী।

শান্তনু। ওই—ওই—দেখ। কে যেন আমায় ডাকছে! কি যেন ইসারা করে আমায় বার বার বলছে!

জয়ন্তী। ও কিছু না। তুমি অসুস্থ তাই বোধহয় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ। কিন্তু তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে এলে কেন?

শান্তনু। কেন এলুম? তাতো জানি না। তবে ঐ কাঁটা বিছানায় আর আমি শুয়ে থাকতে পারলুম না। মনে হলো আমার বোধ হয় অকালেই যাবার ডাক এসে গেছে। তাই গুরু গৃহ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

জয়ন্তী। তুমি চলে যাবে?

শান্তনু। [জ্বরের ঘোরে] দেহ আজ্ঞা দেবযানী

দেব-লোকে দাস করিবে প্রয়াণ,

আজি গুরু গৃহবাস সমাপ্ত আমার ॥

জয়ন্তী। জানি হয় তো গুরুগৃহে আর তুমি থাকবে না—শুধু বেঁচে থাকবে তুমি জয়ন্তীর বুকে অনন্তকাল ধরে।

শান্তনু। জান দেবযানী, ঐ কাঁটার বিছানায় শুয়ে দেখলাম এক চমৎকার দৃশ্য। মা মহামায়ার পাশে—ঐ নিশ্চল ছবিটার পাশে দেখলাম আর একটা মূর্তি।

জয়ন্তী। কার?

শান্তনু। তোমার—আমার দেবযানীর! আমার দেবযানী যেন পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে হাসছে না কাঁদছে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না।

জয়ন্তী। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে—না?

শান্তনু। কই না। কষ্ট হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। গরীবের কষ্ট হওয়া তো—আঃ—দেবযানী—জয়ন্তী—[জয়ন্তী এসে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দেয়] দেবযানী—জয়ন্তী—ঐ—ঐ—ঐ—আবার—আঃ—আঃ—

জয়ন্তী। [চিৎকার করিয়া ওঠে] মা—মা! ঘণ্টাদা—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির এস—ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার—

শান্তনু। কে? কে তুমি? না-না-না। সই করবো না—কিছুতেই না। জালিয়াতের পায়ে আমাদের এ উঁচু মাথা কিছুতেই নত করবো না। না—প্রাণ গেলেও না—আঃ—আঃ—

জয়ন্তী। ওগো তুমি অমন করো না। শান্ত হও—শান্ত হও! একি? এমন নেতিয়ে পড়লো কেন? [কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে] ওগো কথা বলো কথা বলো! মা—মাগো ডাক্তার আন মা, ডাক্তার আন—ডাক্তার—ডাক্তার—

প্রবেশ করে ঘণ্টা, সঙ্গে ডাঃ ব্যাণার্জ্জি।

ঘণ্টা। এনেছি এনেছি, আমি ডাক্তার এনেছি জয়ন্তী। আসুন— আসুন ডাক্তারবাবু! জয়ন্তী ডাক্তার—ডাক্তার এনেছি।

জয়ন্তী। ডাক্তারবাবু—[পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে]

ডাঃ ব্যানার্জি। আঃ, একি করছেন? পা ছাড়ুন।

জয়ন্তী। আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন—ফিরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। আমরা গরীব বলে আমাদের বাড়ীতে কোন ডাক্তার আসেনি ডাক্তারবাবু।

ঘণ্টা। ধৈর্য্য ধরো জয়ন্তী। শান্ত হও। ডাক্তারবাবুকে দেখতে দাও।

শান্তনু। আঃ—আঃ! কে এসেছে বললে? ডাক্তার? গরীবের ঘরে তাহলে ডাক্তার আসে? আঃ—আঃ! জয়ন্তী—জয়ন্তী! চাবুক মারছে, কে আমার গায়ে ছুঁচ ফোঁটাচ্ছে। কে যেন সিরিঞ্জ দিয়ে দেহের সমস্ত রক্তটাকে টেনে বার করে নিচ্ছে। আঃ—আঃ—

[ডাঃ শান্তনুকে পরীক্ষা করিতে থাকে। মাঝে মাঝে ডাক্তারের ভ্রুটা কুঞ্চিত হতে থাকে।]

জয়ন্তী। ডাক্তারবাবু!

ডাঃ ব্যানার্জি। উতলা হবেন না। আচ্ছা কি যেন আপনার নামটা—

জয়ন্তী। জয়ন্তী।

ডাঃ ব্যানার্জি। আচ্ছা জয়ন্তী দেবী জ্বরটা কদিন হলো হয়েছে?

জয়ন্তী। পনের দিন।

ডাঃ ব্যানার্জি। জ্বরটা একই ভাবে আছে?

জয়ন্তী। আজ্ঞে হ্যাঁ। একদম ছাড়েনি।

ডাঃ ব্যানার্জি। হুঁ।

জয়ন্তী। ডাক্তারবাবু !

ডাঃ ব্যানার্জি। ধৈর্য্য ধরুন জয়ন্তী দেবী। আচ্ছা শান্তনুবাবু আপনার কি কি কষ্ট হয় বলুন তো ?

শান্তনু। মনে পড়ে না ডাক্তারবাবু। এত দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত আমি যে আসল কষ্টটা কি এখন তা বুঝতে পারি না। আঃ ! ছুঁচ—কে যেন সারাটা দেহে ছুঁচ ফোঁটাচ্ছে। আঃ—

ডাঃ ব্যানার্জি। জয়ন্তীদেবী ! তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসুন। ভয় নেই শান্তনুবাবু। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন। দেরি করবেন না নিয়ে যান।

জয়ন্তী। শুনলে তো ? ডাক্তারবাবু বলছেন কোন ভয় নেই তোমার। তুমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। চল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল

শান্তনু। হ্যাঁ হ্যাঁ চল দেবযানী—কচকে স্বর্গের পথটা দেখিয়ে দেবে চলো।

[শান্তনুকে লইয়া জয়ন্তীর প্রস্থান।

ঘণ্টা। ডাক্তারবাবু ! যেমন করেই হোক জয়ন্তীর স্বামীকে যমের মুখ থেকেও ফিরিয়ে আনতে হবে। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার। দেখুন ঘণ্টাবাবু, কেসটা খুবই সিরিয়াস। রক্তটা পরীক্ষা না করে সঠিক কিছু বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় ওকে প্রচুর রক্ত দিতে হবে।

জয়ন্তীর পুনঃ প্রবেশ।

জয়ন্তী। আমি দেবো। ওকে বাঁচাতে আমার দেহের শেষ রক্ত-

বিন্দুটুকু আপনি বার করে নিন ডাক্তারবাবু। ওকে বাঁচান, ওকে আমায় ফিরিয়ে দিন। ওর অসুখটা কি জানতে পারি কি ডাক্তারবাবু?

ডাঃ ব্যানার্জি। সঠিক বলা মুশকিল। তবে লক্ষণ দেখে আমার মনে হয় কেসটা বোধ হয় ব্লাড-ক্যান্সার।

জয়ন্তী। [চমকাইয়া] ব্লাড-ক্যান্সার!

ঘণ্টা। ব্লাড-ক্যান্সার!

ডাঃ ব্যানার্জি। ভেঙে পড়বেন না। রক্তটা যত শীগ্‌গির পারেন পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করুন। আমি কম্পাউণ্ডারকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্লাডটা নিয়ে যাবার জন্য—[প্রস্থানোদ্যত]

ঘণ্টা। ডাক্তারবাবু!

ডাঃ ব্যানার্জি। [মৃদু হাসিয়া] বলুন।

ঘণ্টা। আমরা বড়ই গরীব। তাড়াতাড়িতে আমি টাকাকড়ি যোগাড় করে উঠতে পারিনি। আমার একটা ছোট্ট দর্জির দোকান আছে। কাঁচি টুল আর আলমারিটা বেচতে দিয়ে এসেছি। আমাকে দয়া করে একটু সময় আপনি দিন। আমি যত শীগ্‌গির পারি আপনার টাকাটা দিয়ে আসছি। এই আপনার পা ছুঁয়ে আমি শপথ করছি।

ডাঃ ব্যানার্জি। আঃ একি করছেন, পা ছাড়ুন!

জয়ন্তী। আমরা বড়ই গরীব ডাক্তারবাবু।

ডাঃ ব্যানার্জি। তা আমি বুঝতে পেরেছি রে বোন।

জয়ন্তী। কি বললেন? বোন! আমি—আমি আপনার বোন?

ডাঃ ব্যানার্জি। হ্যাঁ বোন। ডাক্তার হলেও আমি তো মানুষ। আমারও মন আছে! প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, মায়া আছে, আজ না হয় রুগী দেখতে এসে কুড়িয়ে পেলাম ছোট্ট একটা বোন। ঘণ্টাবাবুর টাকা যোগাড় করে চিকিৎসা আরম্ভ করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে—

জয়ন্তী। তা হলে কি হবে—

ডাক্তার। বোনের এ অবস্থা দেখে ভাই হয়ে তো আমি চুপ করে থাকতে পারি না। [পকেট থেকে টাকা বার করে] এই নাও বোন একশো টাকা। বড় ভায়ের স্নেহের দান।

জয়ন্তী। দাদা!

ডাক্তার। আশীর্বাদ করি তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক। আমি এখন যাচ্ছি বোন। [প্রস্থান।

ঘণ্টা। ডাক্তার তুমি মানুষ নও দেবতা। ওরে—ওরে জয়ন্তী তোর ঘরে আজ দেবতা এসেছে দেবতা। ভয় করিস না কাঁদিস না, জয়ন্তী। যেমন করেই হোক টাকা আমাদের যোগাড় করতেই হবে। তোর শান্তনুকে আমায় বাঁচাতেই হবে। হ্যাঁ টাকা চাই টাকা—অনেক টাকা অনেক টাকা।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। কিগো ঠাকুর তুমিই বলে দাও এখন আমি কি করবো। হাসবো না কাঁদবো? কাঁদবো না হাসবো?

প্রবেশ করে নীলাম্বর। ধীরে ধীরে জয়ন্তীর কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বলে।

নীলাম্বর। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। বাবা। [কান্নায় ভঙ্গিয়া পড়ে]

নীলাম্বর। ডোণ্ট ক্রাই মাই পুওর বেবী। বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাসনি মা। অর্থহীন নিঃস্ব বাপ আমি তোর। দূর থেকে সবই দেখছি শুনছি আর বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—যাষ্ট লাইক এ ষ্ট্যাচু। ডাক্তার কি বলে গেল মা?

জয়ন্তী। বলে গেলেন ঈশ্বর ঐ নিঃস্ব গরীব মাষ্টারের জন্য ভাতের পরিবর্ত্তে খিড়কির দরজা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে ব্লাড-ক্যান্সার। বাবা—

নীলাম্বর। [জয়ন্তীকে বুকে চাপিয়া ধরে হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলে] হাঃ-হাঃ-হাঃ। চমৎকার! দেশের নেতাদের সঙ্গে এই সব দুরারোগ্য ব্যাধির পোকাগুলোর কি অপূর্ব মিলন। ঐ পোকাগুলো ভয়ে ধনীর দেহেতে ঢুকতে চায় না। কেন জানিস মা? ওরা জানে সেখানে কায়েমী স্বার্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রাণটাকে ওরা ধিরে ধিরে নিঃশেষ করে দিতে পারবে না। কারণ ওদের জন্যে আছে হসপিটাল—ওষুধ—পথ্য—নার্স। তাই ওরা গরীবের দেহে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা জানে যে, দীর্ঘ দিন ধরে ওরা গরীবের প্রাণটাকে কুরে কুরে খেতে পারবে।

জয়ন্তী। না বাবা না। আমি ওদের কুরে কুরে খেতে দেখো না। আমি হবো সাবিত্রী। আশীর্বাদ কর বাবা—যেন আমি আমার প্রাণের বিনিময়ে ফিরিয়ে আনতে পারি আমার স্বামীর জীবন।

নীলাম্বর। হ্যাঁরে হ্যাঁ—নিশ্চই পারবি। আর আশীর্বাদ? ওরে আমি তোর হতভাগ্য বাবা। ঐ শুকনো আশীর্বাদ করা ছাড়া আজ আর আমার কি আছে? হয়তো একদিন তোরা আমার ওপর সবাই অভিমান করে একে একে চলে যাবি। আর ওই শ্মশানের ওপর নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—এই নিঃস্ব—রিক্ত—হতভাগ্য পঙ্গু সৈনিক। আর তার চোখ ফেটে বেরিয়ে আসবে বেদনার অশ্রু। নো—নো—নেভার। কান্না নয় কান্না নয়। কান্নার বদলে চাই—ফায়ার বুলেট। কাম ডাউন—কাম ডাউন ইউ ক্রুয়েল গড। আই শ্যাল শুট ইউ। উত্তর দাও—কেন তুমি সৃষ্টি করেছো এই সব পুওর ফেলো? কেন তারা বিনা চিকিৎসায় ফুটপাথে পড়ে হয়ে যায় বেওয়ারিস ডেডবডি?

আমি মুছে ফেলবো তোমার ঐ নিষ্ঠুর লেখা। রাইফেল—রাইফেল। হোয়ার ইজ মাই রাইফেল—হোয়ার ইজ মাই রাইফেল?

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। আমিও মানবো না ঐ নিষ্ঠুর নিয়তিকে। আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের শাঁখা আমি সাবিত্রীর মত আঁকড়ে রাখবো। গুরুগৃহ থেকে দেবযানীকে কাঁদিয়ে কচকে আমি চলে যেতে দেবো না—দেবো না—দেবো না।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মিঃ মল্লিকের অফিস ঘর।

মদের ট্রে হাতে প্রবেশ করে তারক ভট্চাজ।

তারক। হার—হায়—হায়—ম্যায় লায়া মজাদার সরবৎ। মাই নেম ইজ টি-সি-ভট্চাজ। মানে পি-পি—নো-নো—পি-এম—মানে প্রডাকশন ম্যানেজার। বাবু খায় মাল আর আমি হই পয়মাল। ম্যায় লায়া—

প্রবেশ করে পল্টু ও মন্টু।

মন্টু। শুনছেন স্যার?

তারক। হল্ট্।

পল্টু। এইটাই কি মিঃ মল্লিকের অফিস ?

তারক। ইয়েস। আর আমি হচ্ছি মল্লিক পিকচার্সের প্রডাকশন ম্যানেজার। হাতে কোন হীরোইন আছে ?

মণ্টু। লোকটা পাগল নাকি রে ?

পল্টু। চোপ শালা—শুনতে পাবে।

তারক। সম্পূর্ণ ইয়ং হওয়া চাই। রং টং যাই হোক—টাইট যৌবন থাকলেই চলবে। দেখবে তারপরই ছবির পর ছবি, মানে—মানে একেবারে ছবির মেলা। দি এণ্ডে দেখবে, হীরোইন হীরোকে ফাদার ফাদার বলে পায়ে ধরে কাঁদছে। হীরো তখন কাজ সেরে কেটে পড়েছে—আর হীরোইন মনের দুঃখে—

পল্টু। থামুন। আমরা এখানে আজে-বাজে কথা শুনতে আসিনি। দয়া করে বলুন—এইখানেই কি আমরা মিঃ মল্লিকের দেখা পাবো ?

প্রবেশ করে রমেন মল্লিক।

রমেন। সিওর—সিওর।

পল্টু। গুড ইভনিং স্যার।

রমেন। গুড ইভনিং।

পল্টু। আমরা তো প্রথমটায়—

রমেন। ঘাবড়ে গিয়েছিলে! অবশ্য এইটাই স্বাভাবিক। ডোণ্ট মাইণ্ড, তুমি বলেই বলছি। তোমার নাম ?

পল্টু। পল্টু চক্রবর্তি।

রমেন। গুড। তোমার ?

মণ্টু। মণ্টু চ্যাটার্জি।

রমেন। ওয়েট। ম্যানেজার!

তারক। ইয়েস লর্ড।

রমেন। উপস্থিত তুমি একটু বাইরে যাও।

তারক। তার মানে গেট আউট? তা গেট থেকে কি একেবারেই আউট হয়ে যাবো, না আপনি আবার ডেকে পেলানটি কিক্ করবেন?

রমেন। কাছেই থেকো। ডাকলেই যেন পাই।

তারক। ও-কে। ভেরি গুড। অল রাইট।

রমেন। তারক!

তারক। আউট স্যার।

[প্রস্থান।

রমেন। আমি জানতাম যে তোমরা আসবেই।

পল্টু। কি করে জানলেন? নাওতো আসতে পারতাম।

রমেন। কি করে জানলাম সেটা না শোনাই ভাল। তোমরা নূতন এ পথে নেমেছো—তাই না?

পল্টু। সেকথা থাক। আপনি যে জন্যে আমাদের ডেকেছিলেন, মানে—আমাদের চাকরী—

মন্টু। ঐটাই কিন্তু আসল কথা স্যার।

রমেন। ইয়েস চাকরী। চাকরীর একমাত্র অর্থই হলো টাকা। তবে চাকরী দেবার আগে তোমাদের আমি বিশেষ কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। বলো তোমরা শুনতে রাজি আছো?

পল্টু। নিশ্চয়ই। সব কিছু জেনে-শুনে নেওয়াই আমরা উচিত বলে মনে করি।

রমেন। ওয়েল। তবে শোন, সহরের মাঝে ঐ যে দেখছ সব বিরাট বিরাট অট্টালিকা—রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে অ্যামবাসাডর—

কাডিলক—রোলস-রয়েস·—ওগুলো কোথা থেকে কিভাবে হয়েছে জানো ?

মণ্টু। মাল্—মানে টাকা খরচ করে।

রমেন। কিন্তু কোথা থেকে এলো এই টাকা ? চাকরীরূপী দাসত্বের শৃঙ্খলা পরে আসেনি—এসেছে ব্যবসার মাধ্যমে।

পণ্টু। কিন্তু স্যার ব্যবসার টাকা আমরা কোথায় পাবো ?

রমেন। আজ সেই কথাই তোমাদের বলবো। টাকা রোজগারের সহজ পথই আমি তোমাদের দেখিয়ে দোবো। উইদিন এ মান্থ তোমরা ফাইভ টু টেন থাউজেণ্ড রুপিজ রোজগার করতে পারবে। বলো—আমি যা বলবো তাই করবে ?

মণ্টু। বলেন কি স্যার ? দশ হাজার টাকা ? রাজি স্যার রাজি।

রমেন। ইউ মিঃ চক্রবর্তি !

পণ্টু। রাজি। টাকা চাই টাকা। যেমন করেই হোক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত আমায় হতেই হবে। বলুন স্যার কি করতে হবে আমাদের ?

রমেন। [পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বার করে] এই নাও, এতে দু'হাজার আছে।

মণ্টু। ওরে ফাদার—একেবারে দু'হাজার ?

পণ্টু। হ্যাংলামি করিস না মণ্টু।

মণ্টু। আরে—দাঁড়া দাঁড়া। এইবার বলুন স্যার কাজটা কি ? খুন-টুন কিছু ?

রমেন। এখন নয়—প্রয়োজন হলে। অতিরিক্ত সাহসের নাম গোঁয়ার্তুমী। সাবধানে কাজ হাসিল করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। যাক্ এই মুহূর্তে তোমরা কাজ শুরু করে দাও।

পল্টু। শুরু করা কি বলছেন স্যার? শুরু করে দিয়েছি। বলুন কাজটা কি?

রমেন। তোমরা এই বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখতে পাবে কালো রংয়ের একটা অ্যামবাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিনা দ্বিধায়—বিনা বাধায় তোমরা সেই গাড়িতে উঠে যাবে। ঐ গাড়িতে দেখবে দুটি স্যুটকেশ নিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ মুসলমান—আর তার মধ্যে রয়েছে কালো মানিক—মানে ওপিয়াম—আফিম।

পল্টু। আফিম?

রমেন। ইয়েস ওপিয়াম। ভয় পেলে নাকি?

পল্টু। না-না। ভয় কাকে বলে আমরা তা—

ছুটিয়া প্রবেশ করে তারক ভট্‌চাজ।

তারক। পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ! পুলিশ আসছে স্যার পুলিশ!

রমেন। [নির্ভিক ভাবে] পুলিশ? কোথায় পুলিশ?

তারক। চারিদিকে স্যার। উত্তর—দক্ষিণ—পূর্ব্ব—পশ্চিম। গাড়ি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে।

মণ্টু। সর্বনাশ! পুলিশ! আমাদের ফলো করেনি তো গুরু?

রমেন। ডোণ্ট ওরি মাই ফ্রেণ্ড। পুলিশকে ভয় পাবার কিছু নেই। স্মাগলার—চোর—ডাকাত—খুনি হতে হলে—হতে হবে নির্ভিক—অচঞ্চল। তারক—এদের দুজনকে উপস্থিত ডার্করুমে রেখে এসো, সেখানে ওরা একটু বিশ্রাম করুক। ডাকলেই আসবে। যাও।

তারক। ও-কে! আরে আসুন আসুন। ঘাবড়াবার কিছু নেই—একেবারে ইন্দ্রপুরী।

[তারক সহ পল্ট ও মণ্টুর প্রস্থান।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার—অপূর্ব—অপূর্ব তোমার লেখনি কবি। তোমাকে জানাই আমি সহস্র প্রণাম। পৃথিবীর নমস্য তুমি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ—

প্রবেশ করে সোমনাথ ও মিঃ বোস

সোমনাথ। মিঃ মল্লিক!

রমেন। তুমি তো মরনি ঠাকুর! তুমি রয়েছো চির জাগ্রত—

সোমনাথ। রমেনবাবু—

রমেন। কে? আরে আসুন—আসুন স্যার। কি ব্যাপার? টেক ইওর সিট প্লিজ।

সোমনাথ। প্রয়োজন নেই।

রমেন। আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ায় সত্যিই আজ আমি ধন্য। বলুন স্যার, হঠাৎ আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য?

সোমনাথ। প্রয়োজন হলে আমরা হঠাৎই এসে থাকি মিঃ মল্লিক!

রমেন। বেশ—বেশ। তা আমার নামে কোনো গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এনেছেন নাকি?

সোমনাথ। দরকার হলে নিশ্চয়ই আনবো। উপস্থিত আমরা এসেছি আপনার ফ্যাক্টরীটাকে সার্চ করতে।

রমেন। সার্চ ওয়ারেণ্ট এনেছেন?

সোমনাথ। ওঃ ইয়েস। [ওয়ারেণ্ট দেখায়]

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিনা দ্বিধায় সার্চ করতে পারেন।

সোমনাথ। মিঃ বোস!

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। সার্চ দি ফ্যাক্টরি। বেশ ভালভাবে নিখুঁতভাবে সার্চ করবেন।

মিঃ বোস। ও-কে স্যার।

[প্রস্থান।

রমেন। যদি কিছু মনে না করেন স্যার--এই সার্চ করবার সময়টুকুর ভেতর এককাপ চা—

সোমনাথ। থ্যাঙ্কস্। চা আমি খাই না।

রমেন। অন্ততঃ একটু মিষ্টি?

সোমনাথ। অবশ্য এ রিপোর্টও আমি পেয়েছি যে আপনার কথাগুলোও খুব মিষ্টি। আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

রমেন। মিথ্যে বলবার তো কোন কারণ নেই। বলুন কি জানতে চান?

সোমনাথ। এই ফ্যাক্টরিতে কত লোক কাজ করে?

রমেন। ওটা ফ্যাক্টরির ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেই কারেক্ট ফিগার পাবেন।

সোমনাথ। লোহাচাঁদকে রিক্রুট করলেন কোথা থেকে?

রমেন। আর সবাইকে যেখান থেকে রিক্রুট করা হয়েছে।

সোমনাথ। আপনি ধরা পড়বার আগে স্বীকার করবেন যে, আপনার এই কারখানায় জাল ওষুধ তৈরী হয়?

রমেন। সার্চ রিপোর্ট পেলেই তো বুঝতে পারবেন।

সোমনাথ। তখন যে ফলটা ফলবে, তার আগেই সব স্বীকার করে নেওয়া কি উচিত নয় মিঃ মল্লিক?

রমেন। মিঃ চ্যাটার্জি আপনার কথাগুলো কিন্তু খুব বাঁকা দিকে যাচ্ছে।

সোমনাথ। পুলিশ কিন্তু বাঁকাটাকে সোজা করে নেয় মিঃ মল্লিক।

রমেন। আপনার অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

সোমনাথ। আপনার আর্থিক সংগতি—আই মিন ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বা অন্য কোন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কি কি আছে?

রমেন। খাতা-পত্তর চেক করলেই বুঝতে পারবেন।

সোমনাথ। সেটা যে সব সময় কারেক্ট নয় সেটা আমার জানা আছে। আচ্ছা রমেনবাবু আপনি কি বলবেন আপনার মোট বাড়ির সংখ্যা কতো?

রমেন। অসংখ্য। মনে রাখাই মুস্কিল।

সোমনাথ। রমেনবাবু—মনে রাখবেন আপনি আমায় ব্যঙ্গ করছেন।

প্রবেশ করে মিঃ বোস।

মিঃ বোস। স্যার!

সোমনাথ। রিপোর্ট?

মিঃ বোস। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সোমনাথ। খাতা-পত্তর?

মিঃ বোস। সিজ করে থানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

সোমনাথ। টু মাচ ক্লেভার।

রমেন। [হাসিয়া] কিছু পেলেন স্যার?

সোমনাথ। না। আপনাকে সামান্য একটু বিরক্ত করলাম। ডোণ্ট মাইন্ড্। নমস্কার। কাম অন মিঃ বোস।

[উভয়ের প্রস্থান।

রমেন। মিঃ চ্যাটার্জি আমি হচ্ছি পাঁকাল মাছ। অত সহজেই আমাকে ধরা যায় না। ম্যানেজার!

প্রবেশ করে তারক ভট্‌চাজ।

তারক। ইয়েস স্যার।

রমেন। পাঠিয়ে দাও ওদের।

তারক। এখুনি সেণ্ড করছি ইওর অনার।

[প্রস্থান।

রমেন। গুড রিক্রুটমেণ্ট। এদের দিয়ে আমি অনেক কাজই করিয়ে নিতে পারবো। যতদিন না ওদের চোখ ফোটে ততদিন ওরা থাকবে আমার হাতের মুঠোয়। তারপর—[প্রবেশ করে পল্টু ও মণ্টু] আরে এই যে এসো এসো ব্রাদার। তারপর আমার ডার্করুম কেমন দেখলে?

পল্টু। চমৎকার! আমাদের কল্পনার বাইরে স্যার।

মণ্টু। বেটা বোস আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করেও জানতেই পারলো না আমাদের কথা।

রমেন। শোন আর তোমরা সময় নষ্ট করো না। এখুনি তোমরা রওনা হয়ে যাও। ঐ স্যুটকেশ দুটো নিয়ে তোমরা সোজা চলে যাবে ম্যাড্‌রাস। সেখান থেকে চলে যাবে নর্থ জেটি। সেখানে কোয়াংমারু জাহাজের ষ্টুয়ার্ট তোমাদের কাছে আমার দেওয়া পরিচয় পত্র দেখালেই, তার হাতেই ঐ স্যুটকেশ দুটো তুলে দেবে। বিনিময়ে সে তোমাদের হাতে তুলে দেবে ওয়ান ল্যাকস্ রুপীজ।

মণ্টু। য়্যাঁ—একলাখ?

রমেন। ইয়েস—একলাখ। ঐ টাকা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেই আরো পাবে পাঁচ হাজার। ইউ মে গো। ষ্টার্ট ইওর বিজনেস। আর

শোন তোমরা ফেরবার আগে আমার এজেন্ট মারফৎ হোটেল থেকে আমার সঙ্গে একবার যোগাযোগ করে নেবে। পালাবার চেষ্টা করো না। মনে রেখ তোমাদের পেছনে সব সময় আমার লোক ছায়ার মত ঘুরে বেড়াবে। পালাতে গেলেই—[রিভালভর বার করে] গো অন।

মণ্টু। ঠিক আছে। বেকারি আর অভাবের তাড়নায় ছিলাম রকবাজ, তারপর প্রেমোটেড টু স্মাগলার। কাম অন পণ্টু।

[প্রস্থান।

পণ্টু। স্মাগলার—স্মাগলার—স্মাগলার! নেতাজীর আদর্শবাদী—না না এখন আর ও নাম নয়। মুছে যাক আমার অতীতের পরিচয়, বেঁচে থাক শুধু ব্যর্থ জীবন আর বেকারীর বিনিময়ে পাওয়া একমাত্র নাম স্মাগলার—

[প্রস্থান।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। চ্যালেঞ্জ—চ্যালেঞ্জ রইল মিঃ চ্যাটার্জি। দেখবো বুদ্ধির খেলায় কে জেতে তুমি না আমি!

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

এককড়ি মোক্তারের বাড়ীর সামনের সদর রাস্তা।

প্রবেশ করে ঘণ্টা।

ঘণ্টা। না-না-না। শান্তনুকে কিছুতেই আমি চলে যেতে দেবো না। যেমন করেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। সে চলে গেলে জয়ন্তী বাঁচবে কি করে? তার বিধবার বেশ—করুণ মুখ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। আমি যে তাকে ভালবাসি—সে ভালবাসা নির্মল—পবিত্র—নিষ্কাম। কিন্তু টাকা চাই টাকা—অনেক টাকা। শেষ সম্বল মেসিনটাও বেচে দিয়েছি। আর তো আমার কিছু নেই—কি বেচবো? হ্যাঁ-হ্যাঁ—শেষ উপায় ভিক্ষে। ভিক্ষেই করবো—দোরে-দোরে ভিক্ষে করবো—জয়ন্তীর সিঁথির সিঁদুর আমি অক্ষয় রাখবো। ভিক্ষে করবো—ভিক্ষে—ভিক্ষে—ভিক্ষে।

প্রবেশ করে মৌসুমী।

মৌসুমী। কে বাছা তুমি এমন করুণ কণ্ঠে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছ? দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো কোন পেশাদার ভিখিরী নও।

ঘণ্টা। পেশাদার না হলেও আমি ভিখিরী দিদিমণি। আমার বাড়িতে বড়ই বিপদ দিদিমণি। আমায় দয়া করে কিছু ভিক্ষে দেবেন?

মৌসুমী। নিশ্চয়ই দেব। তবে সাধ্য মত। এই নাও। [একটি টাকা দেয়]

ঘণ্টা। বিপদে পড়ে ভিক্ষে করছি ঠিকই—কিন্তু আশীর্বাদ করবার

মত ভাষা তো আমি জানি না বোন। তবুও বলছি ঈশ্বর আপনার মংগল করুন।

মৌসুমী। ভগবান বড়ই নিষ্ঠুর ভাই। সে কখনো কারোর মংগল করে না। এই দেখ না, একটু আগে একজনের খোঁজে নীলাম্বর চক্রবর্তির বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়িতে ঢুকতে যাবো এমন সময় একটি মেয়ে পাগলের মত বেরিয়ে এলো। আর আপন মনে বলতে লাগল—টাকা চাই টাকা—না হলে তো চিকিৎসা হবে না। ভিক্ষে আমায় করতেই হবে—যেমন করেই হোক ওকে আমায় বাঁচাতেই হবে—এই কথা বলতে বলতে সে ছুটে চলে গেল।

ঘণ্টা। জয়ন্তী—জয়ন্তী!

মৌসুমী। তুমি চেন ঐ মেয়েটিকে?

ঘণ্টা। চিনি বোন।

মৌসুমী। ও তোমার কে?

ঘণ্টা। আমার বোন।

মৌসুমী। আর যার অসুখ?

ঘণ্টা। আমার ভগ্নিপতি।

মৌসুমী। আ-হা-রে! আচ্ছা এখন আমি যাই ভাই।

ঘণ্টা। শুনুন। ঐ বাড়িতে আপনি—

মৌসুমী। বোনকে লোকে তুমিই বলে থাকে ভাই

ঘণ্টা। বেশ। ও বাড়িতে তুমি কাকে খুঁজতে গিয়েছিলে?

মৌসুমী। [একটু ইতস্তত করে] এই পণ্টুবাবু নামে এক ভদ্রলোককে। তুমি চেন ওকে?

ঘণ্টা। চিনি। আমার ভাই।

মৌসুমী। ভাই!

ঘণ্টা। হ্যাঁ ভাই—এতবড় বিপদের সময় আজ সে নিরুদ্দেশ।

মৌসুমী। সে কি! কিন্তু কয়েক দিন আগেও যে আমি তাকে লেকের ধারে দেখেছি।

ঘণ্টা। আবার যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাকে একটি কথা শুধু বলে দিও বোন—তার দিদির মাথার লাল সিঁদুরটা একবার যেন সে শেষ বারের মত দেখে যায়। [প্রস্থান।

মৌসুমী। আশ্চর্য্য লোক তো! বাড়িতে এতবড় বিপদ জেনেও—

আলুথালু বেশে উন্মাদিনীর মত প্রবেশ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। গরীব বলে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু টাকা চাই। যেমন করেই হোক টাকা আমায় জোগাড় করতেই হবে। লজ্জা-সম্ভ্রম সব পরিত্যাগ করে ভিক্ষে আমায় করতেই হবে।

মৌসুমী। আ-হা-রে বেচারা!

জয়ন্তী। এই তো রাস্তা। বহু লোক যাচ্ছে। ছেলেবেলায় গান গাইতুম। জানি না এখন গাইতে পারবো কি না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে গেয়েই দেখি না—যদি বাবুরা গান শুনে কিছু দয়া করেন। [আঁচল পাতিয়া গান ধরে]

গীত।

অফিসযাত্রী বাবুরা সব একটু থেমে যাও—
দয়া করে আমার হাতে একটি পয়সা দাও।
বলতে আপন নেইকো কেহ—শুধু আছেন ভগবান,
বেঁচে যাবে একটি জীবন করলে কিছু দান॥
চলার পথে বাবুরা সব একটু শুনে যাও
যেও নাকো অমন করে একটু থেমে যাও
(বাবু) একটি পয়সা দাও॥

মৌসুমী। কে গো তুমি এমন বুকভরা বেদনা নিয়ে করুণ সুরে গান গেয়ে ভিক্ষে করছো?

জয়ন্তী। আমি এক অনাথিনী হতভাগিনী ভাই।

মৌসুমী। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি ঠিকভাবে। আপনার নাম জয়ন্তী না?

জয়ন্তী। না-না—জয়ন্তী নয়—ভিখিরী। দয়া করে আমায় কিছু ভিক্ষে দেবেন? আমার স্বামীর খুব অসুখ।

মৌসুমী। কি অসুখ ভাই?

জয়ন্তী। ব্লাড-ক্যানসার। আমি জানি কপালে আমার আগুন লেগেছে। তবু আমি শেষ চেষ্টা করে দেখবো—মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবো। দেবেন—দেবেন কিছু ভিক্ষে?

মৌসুমী। একটু আগেই যে একজনকে দিয়েছি—আর তো হাতে—আচ্ছা এই নিন। [একটি টাকা দেয়] কিন্তু এই ভাবে কি ভিক্ষের পয়সা দিয়ে আপনার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন?

জয়ন্তী। এই শহরে অনেক লোকের বাস। যদি একটা করে পয়সা দয়া করে সবাই দেন—

মৌসুমী। না দেবে না। এটা আজব শহর, এখানে দয়া—মায়া—মমতার কোন স্থান নেই। দয়ালু মানুষকে এখানে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

জয়ন্তী। না-না—ওকথা বলবেন না। আমি পেয়েছি—আমি দেখেছি এক দয়ার দেবতা।

মৌসুমী। কিন্তু সেটা লাখে হয়তো একটা। এখানে দয়া চাইলেই চাইবে তার প্রতিদান। যার একমাত্র অর্থ টাকার বিনিময়ে দেহ—দেহ।

জয়ন্তী। [সভয়ে] আঃ—

মৌসুমী। ও, তাহলে আমার বাপের কথার বাস্তব পরিচয় আপনি পেয়েছেন ? শুনুন জয়ন্তীদেবী ! আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও—আপনাকে আমি চিনেছি। যদি দিন পাই তবে এই চেনার পরিচয়টা আমি দেবো। আমি নারী—আপনার মাথার ঐ সিঁদুরের দাম যে কত তা আমি বুঝি দেখুন একটা টাকা তো সমুদ্রের মাঝে জলবিন্দু। এই নিন— হাতের আংটিটি খুলিয়া দেয়] এটা আমার মায়ের দেওয়া আংটি। এখন সোনার দাম অনেক। এটা বেচলে অন্ততঃ এক বোতল রক্তের দাম নিশ্চয়ই হবে। আচ্ছা এখন আমি চলি—কেমন ?

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। তোমার কি অসীম দয়া ঠাকুর। মেয়েটি একটি আংটি দান করে গেল। তবে কি এটা ক্ষীণ আশার আলো ? বাঁচবে—আমার স্বামী তাহলে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে। এইতো এক ভদ্রলোকের বাড়ি। ডাকবো? ডেকেই দেখি না যদি কিছু পাই। বাড়িতে কে আছেন মা ? দয়া করে একটু শুনবেন—আমার বড়ই বিপদ।

প্রবেশ করে এককড়ি মোক্তার।

এককড়ি। হরি হে দীনবন্ধু তুমিই সত্য। অনেকদিন বাদে আমায় মার ঠ্যালা হেঁইও করে বাজারে পাঠাচ্ছে মা। মাগীকে পাহারা দেবার কেউ রইল না মা। তুমিই একটু ওপর থেকে নজর রেখো। দেখো মা যেন কোন ছোড়া-টোড়া—

জয়ন্তী। বাবা!

এককড়ি। এই মরেছে ! শুভ কাজেই বাধা। কোন শালা তোর

বাবা রে হারামজাদী? সবে মাত্র বাড়ির বাইরে পা দিয়েছি—অমনি পেছন ডাকা—বাবা! বলি সকাল বেলাতেই মরতে এখানে এসেছিস কেন?

জয়ন্তী। আমি ঠিক ভিখিরী নই বাবা—ভদ্র-ঘরের মেয়ে। বিপদে পড়ে আজ বাধ্য হয়েই ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি।

এককড়ি। তা বাধ্য হয়ে তো আর এক বাড়ি এগিয়ে দেখলেই পারতে! এ বাড়িতে ঢুঁ না মারলে বুঝি চলতো না?

জয়ন্তী। আপনি রাগ করবেন না বাবা। আপনি আমার বাপের মতন। দয়া করে কিছু ভিক্ষে দিন। তাড়িয়ে দেবেন না। আমার স্বামী মরণাপন্ন। তার চিকিৎসার জন্যে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি। পেটের জন্যে আসিনি বাবা।

এককড়ি। বারে আমার ভদ্দরলোক ভিখিরীর বাচ্চা। বলি রাস্তা ছেড়ে নড়বি, না পেছে কসে মারবো এক লাথি? যত্তসব! দোবো—দোবো এখুনি এক নম্বর ঠুকে।

জয়ন্তী। বিশ্বাস করুন বাবা। এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি। আমার স্বামীর অসুখের জন্যেই ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি। আপনাদের দয়ার দানের উপরই নির্ভর করছে আমার স্বামীর জীবন মরণ। দয়া করে তাড়িয়ে দেবেন না। কিছু ভিক্ষে দিন। [পায়ে ধরে]

এককড়ি। দিলে—দিলে। সকালবেলায় দিলে বেশ্যা মাগী ছুঁয়ে। উঠতি ছুড়ি—একটু চকচকে ঝকঝকে হলে আবার পয়সার অভাব কি?

জয়ন্তী। কি বল্লেন? [উঠে পড়ে] বাপের বয়সী আপনি—

এককড়ি। [সহসা চুলের মুঠি ধরে] এই চুলের মুঠি ধরে বলছি বিদেয় হও। নইলে তেড়ে মারবো এক লাথি।

জয়ন্তী। যাচ্ছি—যাচ্ছি। আর আমায় আপনি অপমান করবেন না। আমি মানুষ চিনতে পারিনি বাবা তাই আমি আমার স্বামীর জন্যে আপনার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিলুম। [চোখ মুছিতে যাইতেই হাতের আংটিটা পড়িয়া যায়]

এককড়ি। এই—এই—ওটা কি?

জয়ন্তী। [আংটিটা কুড়িয়ে নেয়] আংটি।

এককড়ি। আংটি? কোথায় পেলি?

জয়ন্তী। একটু আগে একটি মেয়ে আমায় ভিক্ষে দিয়েছে।

এককড়ি। ভিক্ষে দিয়েছে? মিথ্যে বলার জায়গা পাওনি হারামজাদী? ওটা তুই চুরি করেছিস? বল—বল—সত্যি কথা বল, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে ফেলবো।

জয়ন্তী। না-না—আমি চোর নই। বিশ্বাস করুন—আমি গরীব ভিখিরী হতে পারি—কিন্তু আমি চোর নই।

এককড়ি। কই দেখি—দেখি আংটিটা। [কেড়ে নেয়]

জয়ন্তী। না-না। এটা কেড়ে নেবেন না। এটা আমায় ভিক্ষে দিয়েছে। চুরি করিনি—চুরি করিনি।

এককড়ি। য়্যাঁ সর্বনাশ! এইতো সেই আংটি। তাইতো বলি, সেই ভোর থেকে এত করে খুঁজছি আংটিটা গেল কোথায়? এই বল—বল শালী কখন ঘরে ঢুকেছিলি তুই? বল শীগ্‌গির বল, নইলে আজ জুতিয়ে লবেজান করে দোবো।

জয়ন্তী। না—না—না। চুরি আমি করিনি।

এককড়ি। তবে রে শয়তানী। [জয়ন্তীকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়]

জয়ন্তী। আঃ—ভগবান—ভগবান!

একক‌ড়ি। হরি হে দীনবন্ধু। যাক বাবা—বউনিটা নেহাত মন্দ হলো না। বলি এই ছুড়ি ভালয় ভালয় বিদেয় হবি, না ফের মারবো আর এক লাথ?

প্রবেশ করে সুচিত্রা।

সুচিত্রা। তাতো মারবেই গো দীনবন্ধুর বাচ্চা! নইলে তোমার ষোলকলা পূর্ণ হবে কি করে?

একক‌ড়ি। কে? ও গিন্নী!

সুচিত্রা। হ্যাগো বুড়ো বয়সে তুমি একি সর্বনাশ করলে?

একক‌ড়ি। কি করেছি? কার সর্বনাশ করেছি?

সুচিত্রা। ছাতে দাঁড়িয়ে আমি সবই দেখেছি। দেখেছি আর ভয়ে আমি শিউরে উঠেছি। একটা গরীব দীনদুঃখী মেয়ে এসেছে ভিক্ষে করতে, আর তুমি কিনা—না-না তোমার মত পাষণ্ডকে বলবার কিছু নেই। তবে এটা জেনে রেখো, ঈশ্বরের বিচার নিক্তির ওজনে। যে পায়ে তুমি সতীলক্ষ্মীকে লাথি মেরেছো সেই পায়েই তোমার পক্ষাঘাত হবে। ওঠো মা ওঠো। কেন এসেছো এই পাপীর বাড়ীতে ভিক্ষে করতে? [সুচিত্রা জয়ন্তীকে তোলে। দেখা যায় তার কপালে রক্ত পড়ছে]

জয়ন্তী। বিশ্বাস কর মা ঐ আংটিটা একটি মেয়ে আমায় দিয়েছে।

সুচিত্রা। আ-হা-রে! মাথাটা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো সত্যিকারের ভিখিরী নও মা। কেন বেরিয়েছো ভিক্ষে করতে?

জয়ন্তী। আমার স্বামীর মরণাপন্ন অসুখ মা। আমরা বড়ই গরীব।

চিকিৎসা করাবার সামর্থ নেই। তাই তাকে বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে লোকের দোরে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি মা।

সুচিত্রা। আর এই পাপীর বাড়ীতে এসে ভিক্ষে পেয়েছো লাথি আর কপাল-ফাটা রক্ত। যাও মা যাও। স্বামীর মুখ চেয়ে অন্য কোথাও ভিক্ষে কর। এই পাপীর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর চোখের জল ফেল না মা।

জয়ন্তী। না মা আর আমি চোখের জল ফেলবো না। কান্নার বোধ-হয় আর আমার শেষ হবে না মা। আমি যাচ্ছি মা—ভিক্ষে যে আমায় করতেই হবে। কে আছো দাতা—কে আছো দয়াল—দয়া করে এই অভাগিনীকে কিছু ভিক্ষে দাও—ভিক্ষে দাও।

[প্রস্থান।

[জয়ন্তী চলিবার সঙ্গে সঙ্গে সহসা এককড়ির একটি অঙ্গ কাঁপিতে থাকে। আংটিটি হাত হইতে পড়িয়া যায়। হঠাৎ চিৎকার করিয়া সুচিত্রাকে কিছু বলিতে যায়। কিন্তু পারে না। পরে অতিকষ্টে বিকৃতভাবে বলে।]

এককড়ি। সুচিত্রা—সু—চি—ত্রা। ঐ—ঐ—আং—টি—টা—

সুচিত্রা। একি! এ যে মৌসুমীর আংটি?

এককড়ি। হ্যাঁ—মৌ—সু—মীর।

সুচিত্রা। কি হলো? তুমি অমন করছো কেন? চল বাড়ীর ভেতর চল, আমি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনছি।

এককড়ি। কিছু হবে না। এ ভগবানের অ—ভি—শা—প। সবাই মিলে আমায় অ—ভি—শা—প দিচ্ছে। আঃ—আঃ—আঃ!

সুচিত্রা। ঈশ্বরের বিচার নিক্তির ওজনে। যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এখন আর ভেবে লাভ কি? চলো ঘরে চলো।

এককড়ি। ঐ—ঐ—ঐ দেখো—ভিখিরী বে—শে—নিয়তি এ—সে—ছে। রক্ত—রক্ত—রক্ত! ওকে দাঁড়াতে বলো, আ—আ—মি ও—কে ভি—ক্ষে দেবো ভি—ক্ষে দেবো। আঃ—অ—ভি—শা—প। অ—ভি—শাপ। মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি, নি—ষ্কৃতি—নিষ্কৃতি—আঃ!

[পক্ষাঘাত গ্রস্থ হইয়া প্রস্থান।

সুচিত্রা। ঠাকুর—ঠাকুর! কে বলে তুমি জাগ্রত নও। তুমি জাগ্রত, তুমি শাশ্বত। তাই তুমি ইহজীবনেই করে দিলে সূক্ষ্ম বিচার। কিন্তু আমি একি করলাম! এই পোড়ার মুখে ঈশ্বরের কাছে একি প্রার্থনা করলাম! নিজের স্বামীর মৃত্যু নিজেই কামনা করলাম! ও ঠাকুর—তুমি আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর—ক্ষমা করো।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—চৌরঙ্গীর ময়দান অঞ্চল।

মত্ত অবস্থায় একটি এটাচি হাতে প্রবেশ করে পল্টু।

পল্টু। সাবাস—সাবাস—সাবাস পল্টু! বেকার জীবনের অমাবস্যার অন্ধকারকে ঢেকে দিয়ে একেবারে টেনে এনেছিস পূর্ণিমার চাঁদ। একদিন পেটের জ্বালায় স্বপ্নে দেখেছিস হোটেল ডিলুক্স। স্বপ্নে খেয়েছিস কত চপ কত কাটলেট। আর আজ স্বপ্নের মাথায় লাথি মেরে তোর একদিনের হোটেল খরচ রুপীজ হানড্রেড। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সমাজ—বেইমান সমাজ, বল—এইবার বল কি তোমার বক্তব্য? না নেই। তোমার আর বলার কিছু নেই, থাকতে পারে না। ওকি! আমায় দেখে অমন করে শিউরে উঠলে কেন? শুধু আমি একাই নয়, আরও আছে—অনেক আছে। মণ্টু আছে। একি হঠাৎ আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলছি কেন? কিন্তু হোয়্যার ইজ মণ্টু? এইখানে এসে তারপর একসঙ্গে রওনা হবার কথা। বেটা গেলো কোথায়? সর্বনাশ! একাই চলে যায় নি তো?

মৌসুমীর প্রবেশ।

মৌসুমী। আরে দূর দূর! একা একা আর এইভাবে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে না। এতো করে খুঁজে বেড়াচ্ছি, একদিনের জন্যেও কি—কে? মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে নয়—সেই তো। কে পল্টুবাবু?

পল্টু। কে বাবা তুমি একেবারে নাম ধরে বামা কণ্ঠে ডাকলে?

মৌসুমী। আমি মৌসুমী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি এত মদ খেয়েছেন যে—

পল্টু। হ্যাঁ খেয়েছি। এই মদই আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। দেখিয়ে দিয়েছে—কিন্তু তুমি কে?

মৌসুমী। মৌসুমী। আমায় চিনতে পারছেন না?

পল্টু। ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, চিনেছি চিনেছি তোমায়। শুধু চিনেছি নয়—ভেবেওছি অনেক কথা। কিন্তু তুমি এখানে?

মৌসুমী। রোজই আসি আমি।

পল্টু। কেন?

মৌসুমী। আপনাকে খুঁজতে। শুধু এখানে নয়, ঐ লেকের ধারেও যাই। আজ হঠাৎ এখানে এসে পড়েছি—

পল্টু। আমায় খুঁজতে?

মৌসুমী। যদি বলি হ্যাঁ।

পল্টু। তাহলে বলবো তুমি আমার প্রেমে পড়েছো।

মৌসুমী। কোন আপত্তি আছে?

পল্টু। হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমি লোফার, মাতাল, বংশের কুলাঙ্গার। আমাকে আবার কেউ ভালবাসে নাকি? সত্যই যদি বেসে থাকো তাহলে মহাভুল করেছো মৌসুমী। ভাল করনি।

মৌসুমী। ভাল মন্দ বোঝবার ভাবনাটা আপনার নয়—আমার। এখন দয়া করে শুনুন। উপস্থিত আমি প্রেম নিবেদন করছি না। একটা বিশেষ জরুরী কথা বলছি।

পল্টু। বলে যাও। যতক্ষণ মণ্টুটা না আসছে ততক্ষণ শুনতে রাজি আছি।

মৌসুমী। আচ্ছা—আপনি জয়ন্তী বলে কাকেও চেনেন?

পল্টু। [সহসা পল্টু চমকাইয়া ওঠে] জয়ন্তী! কি বললে জয়ন্তী?

মৌসুমী। হ্যাঁ-হ্যাঁ জয়ন্তী।

পল্টু। তুমি তাকে চিনলে কি করে?

মৌসুমী। যেমন করেই হোক চিনেছি। আরও একটা কথা বলার আছে।

পল্টু। কি কথা?

মৌসুমী। শান্তনু বলে আপনি কাকেও জানেন?

পল্টু। বাবার ছাত্র।

মৌসুমী। আপনি কি জানেন যে, আপনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর জয়ন্তীদেবী শান্তনুকে বিয়ে করেছে।

পল্টু। [আনন্দে] বিয়ে করেছে? জয়ি বিয়ে করেছে শান্তনুকে? চমৎকার চমৎকার—ভেরি গুড নিউজ মৌসুমী। আমার জীবনে এরচেয়ে সুসংবাদ আর হয় না। তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। শান্তদা—জয়ি মানে আমার দিদিকে বিয়ে করেছে! গুড—গুড—ভেরী গুড!

মৌসুমী। দেখুন—এতখানি আনন্দের মধ্যে আমি একটা নিরা-নন্দের কথা শোনাতে বাধ্য হচ্ছি।

পল্টু। [বিস্ময়ে] কি কথা মৌসুমী?

মৌসুমী। এই মুহূর্তে আপনি বাড়ী চলে যান।

পল্টু। কেন?

মৌসুমী। শান্তনুবাবু মরণাপন্ন। ডাক্তার বলেছেন তাঁর ব্লাড-ক্যান্সার। বিনা চিকিৎসায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাভাবে স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে জয়ন্তী দোরে দোরে ভিক্ষে করছে।

পল্টু। [পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে] ভিক্ষে করছে? শান্তনুদার

ব্লাড-ক্যান্সার ? তাকে বাঁচাবার জন্যে দিদির হাতে আজ ভিক্ষার পাত্র ? আঃ—দিদি ! আর আমার সেই আপন ভোলা বাবা— ? আমার দুঃখিনী মা— ?

মৌসুমী। শোকে—দুঃখে—অনাহারে তাঁরা পাষাণের মত বোবা হয়ে গেছেন।

পল্টু। [শিশুর মত কাঁদিয়া ওঠে] মা—মা—মাগো !

মৌসুমী। কেঁদে আর কি করবেন ? এখন আর কাঁদবার সময় নেই। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। দেখবেন, আপনার মা-বাবা-বোন আপনাকে পেয়ে সমস্ত দুঃখকে ভুলে আপনাকে বুকে জড়িয়ে নেবে। যান শিশুর মতো অমন করে কাঁদবেন না। যান পল্টুবাবু—মুহূর্তে বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে বাড়ী ফিরে যান।

পল্টু। উপায় নেই—উপায় নেই মৌসুমী আমার উপায় নেই। বাড়ীর জন্যে মনটা আমার মাঝে মাঝে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, কিন্তু পারি না। কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে মায়ের আমার সকরুণ মুখ। সত্যের পূজারী আত্মভোলা বাবার চোখের দৃষ্টি আমায় পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে—এ তুই কি করলি পল্টু ! ক্ষিধের জ্বালায় আর অভাবের তাড়নায় সত্যের পিঠে চাবুক মেরে তুই হয়ে গেলি স্মাগলার ?

মৌসুমী। শান্ত হোন পল্টুবাবু। বিপদের সময় ধৈর্য্য ধরাই তো পুরুষের কাজ। যান আর দেরী করবেন না। যত শীঘ্র পারেন ছুটে যান অভাগিণী মায়ের কাছে। রক্ষা করুন আপনার একমাত্র বোনের সিঁথির সিঁদুর। বাঁচিয়ে তুলুন শান্তনুবাবুকে।

পল্টু। যাবো। 'আবার আমি বাড়ী ফিরে যাবো। কিন্তু মৌসুমী, পাপীর এই পাপের টাকা পৌছে দিতে না পারলে মৃত্যু অনিবার্য। যাক্

তুমি বাড়ী যাও। যত শীগ্‌গির পারি ঐ পাপীর সংগত্যাগ করে আমি বাড়ী ফিরে যাবো। আর দিদির ভিক্ষের ঝুলি কেড়ে নিয়ে বলবো— ভয় নেই—ভয় নেই দিদি—আমি বেঁচে থাকতে তোর সিঁথির সিঁদুর মুছে যেতে দেব নারে মুছে যেতে দেব না। [প্রস্থান।

মৌসুমী। আর আমি? আমার এই ভালবাসার কি কোন প্রতিদান তুমি দেবে না? নাই দাও—ভাল যখন বেসেছি তখন আমি তোমারই জন্ম সারাটি জীবন অপেক্ষা করে থাকবো, তবু আমি দ্বিচারিণী হতে পারবো না।

[প্রস্থান।

প্রবেশ করে সোমনাথ ও মিঃ বোস।

মিঃ বোস। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ স্যার যে, আমার ওয়্যারলেশে পাঠান ম্যাসেজটা আপনি ঠিক মতই পেয়েছেন।

সোমনাথ। ও-ইয়েস। তবে আর একটু দেরি হলেই আমি বেরিয়ে যেতাম। আচ্ছা মিঃ বোস—আপনি যে ট্যাক্সির নাম্বরটা দিয়েছেন সেটাকে ঠিক ফলো করেছেন কোন যায়গা থেকে?

মিঃ বোস। গঙ্গার ব্রিজের মোড়ে আমার ভ্যানটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো একটা ট্যাক্সি—আর তার ভেতরে বসে আছে পল্টু।

সোমনাথ। তারপর?

মিঃ বোস। চোখের পলকে ট্যাক্সিটা ছুটে বেরিয়ে গেল—আমি কোন এ্যাকশনই নিতে পারলুম না।

সোমনাথ। তারপরই দেখলেন দ্বিতীয় ট্যাক্সি, আর তার ভেতর বসে আছে আর একটা শয়তান মাস্কেটিয়ার্স।

মিঃ বোস। রাইট। আর একটু হলেই তো তাকে ওইখানেই ধরে ফেলেছিলুম, কিন্তু সব গোল বাঁধাল আর একটা ট্যাক্সি। গাড়ীটা আমার ততক্ষণে ষ্টার্ট হয়ে গেছে। ফলো করে স্কাউণ্ড্রেলের ট্যাক্সিটা প্রায় ধরে ফেলেছি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঐ তৃতীয় ট্যাক্সি আমায় ড্যাস করলো। উধাও হয়ে গেল সামনের ট্যাক্সি।

মিঃ বোস। [সহসা চিৎকার করিয়া ওঠে] মিঃ বোস!

সোমনাথ। কি হলো স্যার?

সোমনাথ। ঐ দেখুন। অন্ধকারে সঠিক বোঝা যাচ্ছে না—তবে মনে হয় ঐ দুটো স্কাউণ্ড্রেলের মধ্যে একটা যেন এই দিকেই আসচে। ডু ওয়ান থিং। আপনি এইখানেই একটু আত্মগোপন করে থাকুন। আমি দূরে ঐ গাছটার আড়ালে দাঁড়াচ্ছি। যদি ছুটে পালাতে চেষ্টা করে—ইমিডিয়েট গুলি চালাবেন।

[প্রস্থান।

মিঃ বোস। ঠিক আছে স্যার। [রিভলভার বার করে] পল্টু—মণ্টু—যেই হও তুমি, আজ আর আমার হাত থেকে অব্যাহতি নেই।

[প্রস্থান।

অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করে মণ্টু।

মণ্টু। [চাপা স্বরে] পল্টু—পল্টু—এই পল্টু! এইখানেই তো মিট করবার কথা ছিলো? পল্টুটা গেল কোথায়? ওঃ—রাস্তায় কি ভিড়রে বাবা! যাক মনে হচ্ছে ঠিক সময়েই তো এসে পড়েছি। [ঘড়ি দেখে] না এমন কিছু তো লেট হয়নি। কিন্তু পল্টুটা গেল কোথায়? পল্টু—এই পল্টু—

প্রবেশ করে মিঃ বোস।

মিঃ বোস। হ্যাণ্ডস্ আপ। [রিভলভার তোলে]

মণ্টু। [চমকাইয়া] কে? ও মিঃ বোস!

মিঃ বোস। আই সে হ্যাণ্ডস্ আপ।

[মণ্টু মাথার উপর হাত তোলে। এবং সহসা
চিৎকার করিয়া ওঠে।]

মণ্টু। রান—অন—রান—অন পল্টু। পুলিশ—পুলিশ। [পল্টুর নাম শুনিয়াই মিঃ বোস বিদ্যুৎ বেগে পেছন ফেরে, সেই মুহূর্ত্তে মণ্টু পিস্তল বাহির করিয়া চিৎকার করিয়া ওঠে] মিঃ বোস! না না এদিকে ফেরবার চেষ্টা করবেন না। করলে মুহূর্ত্তে গর্জ্জে উঠবে আমার এই লোডেড পিস্তল। মনে রাখবেন, আমার দেহেতে বইছে এক দারগার রক্ত। হ্যাণ্ডস্ আপ।

উদ্যত পিস্তল হাতে প্রবেশ করে সোমনাথ।

সোমনাথ। ইউ টু ডোণ্ট মুভ। একটু নড়াচড়া করলে আমি গুলি করে তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেবো রাসকেল।

মণ্টু। [হাত তোলে] বাবা!

সোমনাথ। সাট আপ। এখানে আমি বাবা নই—পুলিশ অফিসার সোমনাথ চ্যাটার্জি। ওর পিস্তলটা কেড়ে নিন মিঃ বোস।

মণ্টু। কাড়বার দরকার হবে না, এই নিন। [ফেলে দেয়]

সোমনাথ। সার্চ হিম। এই স্কাউণ্ড্রেলের কাছে আর কি আছে ভাল করে দেখুন।

মিঃ বোস। [সার্চ করে] একটা ছোরা, একটা কাগজের বাণ্ডিল। সিগারেট—দেশলাই।

সোমনাথ। ঐ বাণ্ডিলে কি আছে দেখুন তো।

মিঃ বোস। [একটুখানি খুলিয়া] টাকা। হুঁ স্মাগলিংয়ের টাকা। সিপাই!

প্রবেশ করে সিপাই।

মিঃ বোস। হাতকড়া লাগাও। [সিপাই হাতকড়া লাগায়] মিঃ স্মাগলার আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেবে কি?

মন্টু। প্রশ্নটাই করুন?

সোমনাথ। তোমাদের স্মাগলিং পার্টির আসল পাণ্ডা কে?

মন্টু। আমি নিজে।

সোমনাথ। পল্টু ছাড়া আর কে কে আছে তোমার দলে?

মন্টু। আপনার এ প্রশ্নরে জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

সোমনাথ। কিন্তু বাধ্য আমি করবো ইউ ফুল।

মন্টু। না। আপনি আমায় বাধ্য করাতে পারবেন না।

সোমনাথ। [সক্রোধে বলে] সাট আপ ইউ বিষ্ট—সমাজের ঘৃণ্য জীব পশু!

[ব্যাটন মারে। নীরবে কপালটা চাপিয়া ধরে মন্টু। হাতে দেখা যায় রক্ত। পরে হিংস্র দৃষ্টিতে সোমনাথের মুখের দিকে তাকায়।]

মন্টু। ইয়েস আই এম এ বিষ্ট। আর আমার এই কপাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে আর একটা ফেরোসাস বিষ্টের রক্ত। সমাজের ঘৃণ্য জীব হয়ে তো আমি জন্মাইনি দারগাবাবু। জন্মেছিলাম আমি আপনার মতো মানুষের হাত পা নিয়ে এক নির্মল শিশু হয়ে। আর সেই শিশুকে পশুত্বে পরিণত করেছেন আপনি।

সোমনাথ। আমি?

মণ্টু। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি। ইউ—ইউ মিঃ চ্যাটার্জি।

সোমনাথ। মণ্টু!

মণ্টু। যৌবনের তাড়নায় একটা নির্মল শিশুকে জন্ম দিয়েছিলেন—কিন্তু কই বাপের কর্তব্য তো পালন করেন নি? দুষ্কৃতকারীদের সায়েস্তা করতে দেশে দেশে উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। এক-চক্ষু হরিণের মত শুধু জীবনের একটা দিকই দেখেছেন, তাই নিজের ছেলেকে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন সমাজের অন্ধকারে।

সোমনাথ। মণ্টু। হোল্ড ইওর টাং আই সে। সিপাই লে যাও।

মণ্টু। যাচ্ছি। তবে যাবার আগে আপনাকে বলে যাচ্ছি, বেকার জীবন নিয়ে যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি কই তখন তো বাধা আপনি দেন নি। খাবার সময় ভাতের থালায় লাথি মেরে বলেছেন, এটা হোটেল নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত সুযোগ কেড়ে নিয়ে আমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন পচা দুর্গন্ধময় সমাজের ডাষ্টবিনে।

সোমনাথ। সিপাই—লে যাও।

মণ্টু। আমার যদি জেল হয়ে যায় তবে সেই অন্ধকার কারাগারে বসেই আপনাকে দেবো ঘৃণার থুথকার। আর যদি আমায় ফাঁসী-কাঠে ঝুলতে হয় তবে সেই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বলবো, আমি স্মাগলার—আমি মার্ডারার, আর আমার চেয়েও বড়—গ্রেটেষ্ট মার্ডারার ঐ সোমনাথ চ্যাটার্জি, পুত্র হত্যাকারী ঐ সোমনাথ চ্যাটার্জি, সমাজ জীবনের ঘৃণ্য ক্রিমিন্যাল ঐ সোমনাথ চ্যাটার্জি।

[সিপাইয়ের মণ্টুকে লইয়া প্রস্থান।

মিঃ বোস। স্যার—স্যার! [নিরুত্তর থাকে সোমনাথ] স্যার শুনছেন?

সোমানাথ। হ্যাঁ।

মিঃ বোস। যাবেন না?

সোমনাথ। ও ইয়েস। কাম অন, কাম অন মাই ফ্রেণ্ড।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

প্রবেশ করে অসুস্থ শান্তনু। মৃত্যুর পূর্বের অবস্থা।

শান্তনু। আজ ২৩শে জানুয়ারী। আজ যে বাংলার গৌরব জাতীয় গৌরব মহামানবের জন্মদিন। মহান নেতা নেতাজীর জন্মদিন। এরা কি সব ভুলে গেছে? কই আলো কই? ফুলের মালা দিয়ে সাজান মূর্ত্তি কই? চারিদিকে এত অন্ধকার কেন? জয়ন্তী—ঘণ্টাদা—মাষ্টার মশাই—[পড়িয়া যায়]

প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণা। শান্তনু—শান্তনু! এই যে—এই যে ভুল বকতে বকতে আবার এখানে উঠে এসেছে। তাই তো, জয়ন্তী বাড়ীতে নেই, এখন আমি কি করি? কাকে ডাকি বলতে পারো? কি করি কেউ বলতে পারো?

প্রবেশ করে নীলাম্বর। প্রায় অর্দ্ধ উন্মাদ।

নীলাম্বর। আমি পারি—আমি পারি—আর কেউ পারবে না।

লেট হিম গো—ওকে যেতে দাও। ও চলে যেতে চায়—মিশ যেতে চায় ঐ শূন্য নীলিমায়। এই দারিদ্রের খাঁচায় ওর অভিশপ্ত প্রাণটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা কর না। লেট হিম গো—লেট হিম গো।

অন্নপূর্ণা। [ক্রুদ্ধভাবে] থামো থামো থামো। তোমার দুটো পায়ে ধরে অনুরোধ করছি থামো। নয় তো বেরিয়ে যাও তুমি মহান সাধক। নিজের আদর্শ আর সাধনা নিয়ে ঘুমিয়ে থাক গে যাও। আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না। দেখ—দেখ ছেলেটা কি ভাবে এখানে পড়ে আছে। শান্তনু-শান্তনু সাড়া দে বাবা! একটি বার সাড়া দে—আমায় মা বলে ডাক!

শান্তনু। কে? মা! মা—তুমি এসেছো?

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি এসেছি। আমি তোমার কাছেই রয়েছি মাণিক। বড় কষ্ট হচ্ছে না রে?

নীলাম্বর। মিজারেবল লাইফ।

শান্তনু। মা—মা—জয়ন্তী—জয়ন্তী কোথায়?

অন্নপূর্ণা। বোধ হয় ডাক্তারখানায় গেছে—এখুনি আসবে।

শান্তনু। সে এলে বলো, এইবার মাইনে পেয়েই না তার জন্য বেশ টকটকে চওড়া পাড় শাড়ী কিনে আনবো। আলতা আনবো, সিঁদুর আনবো—আঃ—আঃ—মা—মা—জয়ন্তী!

নীলাম্বর। লুক হিয়ার ইউ আদর্শবাদী ইডিয়েট! আজ এতদিন বাদে তোমায় আমি বলবো—ইউ আর এ ফাষ্ট ক্লাশ ইডিয়েট। দেখ—দেখ তোমারই চোখের সামনে কেমন নির্মল তাজা একটা প্রাণ ধীরে ধীরে ধূপের মত ক্ষয়ে যাচ্ছে। না-না-না, চাই না আমি আদর্শ। আই ওয়াণ্ট মানি, চাই টাকা—চাই টাকা—টাকা—

শান্তনু। জয়ন্তী—জয়ন্তী ক্ষিধে পেয়েছে। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

শীগ্‌গির খেতে দাও—শেষ বারের মত খেতে দাও। না খাবার চাই না—চাই ওষুধ। আমি তাড়াতাড়ি ভাল হতে চাই—বাঁচতে চাই। তোমার জন্যে আমায় বাঁচতেই হবে। ডাক্তার—ডাক্তারবাবু বলুন না আর কতদিন বাদে আমি ভাল হয়ে উঠবো?

অন্নপূর্ণা। শান্তনু—শান্তনু! ওগো একটিবার তুমি ভাল করে দেখ না—শান্তনু আমার অমন করছে কেন? দেখ না—দেখ না [কাঁদিয়া উঠে] ঘণ্টা—ঘণ্টা—জয়ন্তী ছুটে আয়—তোরা ছুটে আয়—আমার শান্তনু বুঝি পালিয়ে যায়—চলে যায়।

প্রবেশ করে ঘণ্টা।

ঘণ্টা। কি হয়েছে? কি হয়েছে মাসিমা?

অন্নপূর্ণা। ঘণ্টা! তুই এসেছিস বাবা? দেখ বাবা দেখ—শান্তনু আমার কি রকম করছে! ওরে ছুটে যা—জয়ন্তীকে খুঁজে নিয়ে আয়, জয়ন্তী আসার আগেই বুঝি—

উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া প্রবেশ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। না-না-না। আমার সঙ্গে কথা না বলে ও চলে যেতে পারে না। না-না—কিছুতেই না। আমি যে শেষ বারের মত ওর কাছে গিয়ে বসবো। ওর মাথাটা কোলে নিয়ে গুমরে-গুমরে কাঁদবো। তবেই তো ও আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমুবে—শান্তির ঘুম ঘুমুবে।

শান্তনু। [উত্তেজিত ভাবে] ঐ—ঐ—ওরা পে-সিট নিয়ে এগিয়ে আসছে। বলছে—সই করতে হবে, এই জাল পে-সিটে সই করতে হবে। না-না। সই আমি করবো না—কিছুতেই না। আঃ—আঃ—কই—আমার জয়ন্তী কই? জয়ন্তী—জয়ন্তী—

জয়ন্তী। [রুদ্ধ কণ্ঠে বলে] মা—একটু সরে যাও মা। ওর শুকনো মুখটা আমায় একটু ভাল করে দেখতে দাও। ওগো শুনছো! এই দেখ আমি এসেছি। একটু দেখো না গো। ভাল করে চেয়ে দেখো।

নীলাম্বর। [সহসা চিৎকার করিয়া ওঠে] না—আর ধৈর্য্য রাখা যায় না। রাইফেল—রাইফেল—হোয়ার ইজ মাই রাইফেল? আমার রাইফেলটা কোথায়?

ঘণ্টা। এমন সময় রাইফেল? কি হবে রাইফেল?

নীলাম্বর। ফায়ার করবো। খরচ করবো একটি মাত্র গুলি।

ঘণ্টা। মেসোমশাই! কোনদিন আমি আপনার সামনে মুখ তুলে কথা বলিনি। আজ বলছি—পাগলামিরও একটা সীমা আছে। কাকে আপনি গুলি করবেন?

নীলাম্বর। গুলি করবো আমার আত্মাকে। গুলি করবো আমার মন্ত্র-শিষ্যকে। গুলি করবো আমার মৃত্যু-পথযাত্রী ঐ সন্তানকে। ওর সমস্ত কষ্টের আমি—

শান্তনু। কই—কই? আমার মাষ্টারমশাই কই?

নীলাম্বর। আঃ—হলো না—হলো না—আর আমার গুলি করা হলো না। আমি হেরে গেলুম—ওর কাছে আমি হেরে গেলুম। [কাঁদিতে কাঁদিতে বলে] আই এম গোয়িং মাই সন। টেক মাই সুইট কিস—সুইট কিস।

[প্রস্থান।

ঘণ্টা। ওঃ—আশ্চর্য্য এই বাড়ি! ঘরে এত বড় একটা মুমূর্ষু রুগী রয়েছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই—খালি চিৎকার—খালি সব পাগলামি।

শান্তনু। মা—মা—ঘণ্টাদা! আমি অনেকক্ষণ কিছু খাইনি। জয়ন্তী বলে গেল খাবার আনছি? আজ আমি পেট ভরে খাবো। না-না—ওষুধ নয়—খাবার—খাবার—খাবার।

জয়ন্তী। মা—

অন্নপূর্ণা। একটুখানি হরলিক্স আছে মা। আনছি—এখুনি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। ঘণ্টাদা—[পাটা জড়িয়ে ধরে]

ঘণ্টা। ছিঃ জয়ন্তী—ধৈর্য্য হারালে চলবে না। পাষাণের মত শক্ত হতে হবে।

জয়ন্তী। ছুটে যাও ঘণ্টাদা। ডাক্তারবাবুকে শীগ্‌গির একবার ডেকে নিয়ে এসো—তাঁকে বলো—

ঘণ্টা। আমি এখনি যাচ্ছি জয়ন্তী—[প্রস্থানোদ্যত।

প্রবেশ করে ডাক্তার ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জি। ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না ঘণ্টাবাবু—আমি নিজেই এসেছি।

জয়ন্তী। ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে] ডাক্তারবাবু দেখুন—দেখুন—একটু ভাল করে দেখুন ডাক্তারবাবু।

ঘণ্টা। ডাক্তারবাবু—আমার শান্তনু কি—

ডাঃ ব্যানার্জি। আঃ—ঘণ্টাবাবু আপনি না পুরুষ! এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

ঘণ্টা। তা জানি। কিন্তু তবুও আর চোখের জলকে ধরে রাখতে পার্চ্ছি না।

ডাঃ ব্যানার্জি। চুপ করুন। জয়ন্তী আমি ব্লাড রিপোর্ট পেয়েছি। আমি আজ দুদিন এখানে ছিলাম না। তাই এখানে আসতে পারিনি। আজ ফিরেই এখানে ছুটে আসছি।

শান্তনু। আঃ—জয়ন্তী—

জয়ন্তী। ডাক্তারবাবু—

ডাঃ ব্যানার্জি। দেখছি। [পরীক্ষা করে] হুঁ।

ঘণ্টা। কিরকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাঃ ব্যানার্জি। আগে ওকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসুন। কুইক। উ-হুঁ-হুঁ—জয়ন্তী একা নয়—দুজনে মিলে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে যাও।

জয়ন্তী। শুনছো—চল—একটু ওঘরে চলো।

শান্তনু। কে? কে? কে তোমরা? সরে যাও, আমি যাব না। জয়ন্তীকে ছেড়ে কোথাও আমি যাব না।

জয়ন্তী। জয়ন্তীও তোমায় ছেড়ে থাকবে না—থাকতে পারে না। তুমি যেখানেই থাকবে—যেখানেই যাবে—জয়ন্তীও হবে তোমার সঙ্গের সাথি। চল। ডাক্তারবাবু বলছেন ওঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে। চুপ করে শুয়ে থাকলেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

শান্তনু। চলো—চলো—আমায় নিয়ে চলো। এই চলার চির অবসান করে দাও—চির অবসান করে দাও।

ঘণ্টা। চির অবসান নয়—যমের হাত থেকে তোমায় ফিরিয়ে এনে চির উজ্জ্বল করে তুলবো। চল দাদা—শোবে চলো।

[জয়ন্তী ও ঘণ্টার শান্তনুকে লইয়া প্রস্থান।

ডাঃ ব্যানার্জি। হায়রে আমাদের দুর্ভাগা দেশ। ভাল করে খেতে না পেয়ে আর চিকিৎসার অভাবে এমনি ভাবে কত প্রাণ অকালে ঝরে

যাচ্ছে। একেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তেল থাকতেও প্রদীপ নেভে।

জয়ন্তী ও ঘণ্টার পুনঃ প্রবেশ।

জয়ন্তী। তাই বোধ হয় আজ আমারও প্রদীপ-শিখা ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে দাদা।

ঘণ্টা। এইবার বলুন—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাঃ ব্যানার্জি। জীবন মরণ মানুষের হাত নয় ঘণ্টাবাবু, ঈশ্বরের হাত। তবে মিথ্যা স্তোক বাক্য আমি দিতে পারবো না। কেসটা মোটেই ভাল নয়; যে কোন মুহূর্তে দীপ নিভে যেতে পারে। তবে শেষ চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আমি লিখে দিচ্ছি—এই গ্রুপের রক্ত আর এই কয়েকটা ইন্‌জেকশান এখুনি নিয়ে আসতে হবে। [লিখে দেয়] ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে যেমন করেই হোক এই রক্ত আর ওষুধগুলো নিয়ে আসা চাই। দেরি করলে আমায় করার আর কিছু থাকবে না। আচ্ছা চলি। ওষুধগুলো এনেই আমায় খবর দেবেন। [প্রস্থানোদ্যত]

জয়ন্তী। [কাগজটা নিয়ে] কত দাম হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। সঠিক বলতে পারবো না। দুশোও হতে পারে আবার পাঁচশোও হতে পারে। যাই হোক—শান্তনুবাবুকে বাঁচাতে হলে এ ওষুধ চাই-ই চাই। আর হ্যাঁ—মনে রাখবেন সময় মাত্র দু'ঘণ্টা।

[প্রস্থান।

জয়ন্তী। পাঁচশো টাকা! সময় মাত্র দু'ঘণ্টা! কিন্তু টাকা? অত টাকা আমি কোথায় পাবো? কিন্তু টাকা চাই—টাকা। অনেক

টাকা। টাকা চাই—টাকা চাই—ওকে বাঁচাতে গেলে টাকা আমায় যোগাড় করতেই হবে। সময় মাত্র দু'ঘণ্টা।

[প্রস্থান ।

ঘণ্টা। জয়ন্তী—জয়ন্তী! দে—দে—কাগজটা আমায় দে। টাকা আনবো—যেমন করে পারি টাকা আমি যোগাড় করবই করবো! দে—দে জয়ন্তী—কাগজটা দে—কাগজটা দে—কাগজটা দে—

[প্রস্থান ।

———

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—থানার অফিস।

প্রবেশ করে মিঃ বোস।

মিঃ বোস। সিপাই!

সিপাইয়ের প্রবেশ।

সিপাই। হাজির সাব।

মিঃ বোস। কোর্ট জানেওয়ালা আসামী লোক তৈয়ার?

সিপাই। তৈয়ার সাব।

মিঃ বোস। আসামী মণ্ট, চ্যাটার্জি—?

সিপাই। তৈয়ার।

মিঃ বোস। যাও। সব আসামীকে ভ্যানমে উঠাকর রেডি রাখো।

সিপাই। ঠিক হ্যায় হুজুর!

[স্যালুট করিয়া প্রস্থান।

মিঃ বোস। আশ্চর্য্য! আরও আশ্চর্য্য এই—

প্রবেশ করে সোমনাথ।

সোমনাথ। কিছুই আশ্চর্য্য নয় মিঃ বোস। আশ্চর্য্য শুধু আমাদের কর্মে অবহেলা—দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে ঘুষ নেওয়া—পুলিশ হয়েও গোপনে ক্রিমিনালদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। আজ যদি পুলিশ দেশের ও দশের সেবায় একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে যেতো—তাহলে দেশের চেহারা পাল্টে যেত মিঃ বোস।

মিঃ বোস। সেটা আমি মোটেই অস্বীকার করি না। হাজার হলেও মণ্টু তো আপনারই ছেলে। তার বিরুদ্ধে—

সোমনাথ। আইন কারো জন্যে আলাদা তৈরী হয় না মিঃ বোস! আইনের চোখে সবাই সমান। আপনি চার্জসিট তৈরী করেছেন?

মিঃ বোস। করেছি স্যার।

সোমনাথ। ওর কাছ থেকে—ওদের দলের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ আদায় করতে পেরেছেন?

মিঃ বোস। ও একদম মুখে কুলুপ দিয়েছে। কোন কথাই বলছে না।

সোমনাথ। পুলিশ কি কুলুপ খোলবার মন্ত্রটাও ভুলে গেছে?

মিঃ বোস। অতটা বাড়াবাড়ি করতে আমি সাহস করিনি স্যার।

সোমনাথ। আমার ছেলে বলে অনুকম্পা? অল রাইট। ফেচ হিম। স্কাউণ্ড্রেলকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

মিঃ বোস। সিপাই! আসামী মণ্টু চ্যাটার্জি—

মণ্টুকে লইয়া সিপাইয়ের প্রবেশ।

সোমনাথ। মণ্টু!

মণ্টু। বলুন মিঃ চ্যাটার্জি।

সোমনাথ। তোমার পরিণতিটা আশাকরি নিশ্চই বুঝতে পারছো ?

মণ্টু। সেটা অনেকদিন আগেই বুঝেছি, যেদিন একটা অমানুষের মত আমার ভাতের থালায় লাথি মেরে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

সোমনাথ। তুমি বাঁচতে চাও ?

মণ্টু। একটা লম্পটের করুণায় ?

সোমনাথ। মণ্টু হোল্ড ইওর টাং আই সে। কাকে তুমি লম্পট বলছো জানো ?

মণ্টু। নিশ্চয় জানি। লম্পট বলছি তাকে—যে শুধু ক্ষুধার তাড়নায় একটা শিশুর জন্ম দিয়েই হয়েছে নির্ব্বাক—ভাসিয়ে দিয়েছে নিজের কর্ত্তব্য। সমাজ তাকে লম্পট বলেই আখ্যা দেবে।

সোমনাথ। তাহলে মুখ তুমি খুলবে না ?

মণ্টু। আই হেট টু টক উইথ ইউ।

সোমনাথ। [রাগিয়া সজোরে চড় মারে] মণ্টু ! এখনও বলছি—দিস ইজ ইওর লাষ্ট চান্স। যদি ভাল চাও তো বলে দাও—তোমার দলে আর কে কে আছে ?

মণ্টু। [একটু থেমে] বলবো—না।

সোমনাথ। বলবে না ? কিন্তু আমি তোমায় বলাবো। [সোমনাথ সজোরে লাথি মারে, পড়ে যায় মণ্টু। সোমনাথ মণ্টুর পেটে-বুকে পা দিয়ে চাপ দিতে দিতে বলে] বল—বল—বল বলছি স্কাউণ্ড্রেল।

মণ্টু। বলবো না—বলবো না—বলবো না।

সোমনাথ। সিপাই উঠাও। [সিপাই মণ্টুকে তুলিয়া ধরে]

মিঃ বোস। স্যার—স্যার—রাগের বসে একি করছেন আপনি ? হাজার হলেও—মণ্টু আপনার ছেলে।

সোমনাথ। সাট আপ।

মণ্টু। আপনার তূণে আর কি কি অস্ত্র আছে বার করতে পারেন দারগাবাবু। তবে এইটুকুই জেনে রাখুন—মুখ আপনি খোলাতে পারবেন না। আপনার জঘন্য আঘাতে আমার দেহটা হয়ে গেছে হার্ড ষ্টিল। আর দেহে প্রবাহিত হচ্ছে একটা ডেভিল দারগার উত্তপ্ত শোণিত। কাজেই ডেভিলের রক্তে আজ আমি ফেরোসাস ড্রাগন।

সোমনাথ। মিঃ বোস!

মিঃ বোস। ইয়েস স্যার।

সোমনাথ। উপস্থিত স্কাউণ্ড্রেলটাকে লকআপে নিয়ে যান। আমি নিজের হাতে ওর বিরুদ্ধে চার্জসিট লিখবো। যান—নিয়ে যান।

মিঃ বোস। ও-কে স্যার। চল।

মণ্টু। হ্যাঁ চলুন। শুনুন দারগাবাবু—একনিষ্ঠ দেশের সেবক। একচক্ষু হরিণের মত ক্রিমিনালদের পেছনে ছুটে বেড়ালেই দেশের সেবা করা হয় না। সংসার সেবাও একটা ধর্ম। পশুতেও তার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিপালন করে। কিন্তু আপনি তা করেননি। আপনি আজ পশুর চেয়েও নীচ—ঘৃণিত।

সোমনাথ। নিয়ে যান।

মণ্টু। [যাইতে যাইতে] আমার শেষ কথাটা মনে রাখবেন মিঃ চ্যাটার্জি। ক্রিমিনাল জন্মায় না—তৈরী হয়। ক্রিমিনালস আর মেড—বাট নট বর্ণ।

[সোমনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সোমনাথ। অকাট্য যুক্তি। একে খণ্ডন করা যায় না। ভুল—তবে কি আমিই ভুল করেছি? হ্যাঁ-হ্যাঁ—ভুল আমিই করেছি। ওকে

আমি জন্ম দিয়েছি—কিন্তু মানুষ করিনি—করেছি ক্রিমিনাল। তবু আমি নিজের হাতে চার্জসিট দেবো—পুলিশের ইতিহাসে সৃষ্টি করবো নূতন নজির।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রমেন মল্লিকের বাগানবাড়ি।

মত্ত অবস্থায় প্রবেশ করে রমেন মল্লিক।

রমেন। টাকা—টাকা—টাকা—শুধু টাকা! দীর্ঘ বিশ বছর ধরে ছুটে চলেছি টাকার পেছনে। কতবার থামতে চেয়েছি, কিন্তু ঐ সোনার হরিণ বার বার আমায় পেছন ফিরে ডেকেছে—তাই থামতে আমি পারিনি। ছুটে চলেছি উল্কার মতো। বিশ বছর আগে পথে পথে ঘুরে ফেরি করতো যে ফেরিওয়ালা, আজ সে ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে। অন্ধকার জীবনে আজ সে পেয়েছে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। বাট্ ষ্টিল আই ক্যান নট আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড হোয়ার ইজ মাই এণ্ড? কোথায় আমার শেষ?

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ।

লোহাচাঁদ। হুজুর—হুজুর!

রমেন। [মদ খাইতে খাইতে] কি খবর?

লোহাচাঁদ। ফ্যাক্টরীমে পুলিশ হামলা করিয়েছে।

রমেন। হঠাৎ ?

লোহাচাঁদ। মালুম হচ্ছে কোই শালা বেইমানি করিয়েছে।

রমেন। ডোণ্ট ওরি। চিন্তার কি আছে ?

লোহাচাঁদ। আছে মালিক। হাপনার ডার্ক-রুমের পাত্তাভি পুলিশের মিলে গিয়া সাব—

রমেন। দু-নম্বর খাতা ?

লোহাচাঁদ। পুলিশ সব সিজ করিয়েছে।

রমেন। ওয়ার্কাররা— ?

লোহাচাঁদ। লাইন দিয়ে সব এজাহার দিচ্ছে মালিক।

রমেন। পণ্টু—মণ্টুর কোন সংবাদ— ?

লোহাচাঁদ। ম্যাডরাস থিকে জলিল ওদের পিছু লিয়েছিলো। তার খবর—কলকাত্তামে ও লোক পৌছ গিয়া সাব।

রমেন। [চিন্তিত ভাবে] পুলিশ এ বাড়ির সংবাদ জানে ?

লোহাচাঁদ। নেহি।

রমেন। তবে ভাবনার কোন কারণ নেই।

লোহাচাঁদ। আছে মালিক। দু-এক শালা এ বাড়ির খবরভি জানে। যদি বেইমানি করে ?

রমেন। সেই বেইমান বাচ্চাদের আমি—যাক্ যত শীগ্‌গির সম্ভব এ খাঁচা ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। টাকা থাকলে নতুন খাঁচার অভাব হবে না। আমি অপেক্ষা করবো শুধু ঐ দুটো মূর্খের জন্য—পণ্টু আর মণ্টু।

লোহাচাঁদ। লেকিন বেটারা এখনো আসছে না কেনো ?

রমেন। পালাবার সাহস ওদের নেই। আসতে ওদের হবেই।

[সহসা জয়ন্তীর চিৎকার শোনা যায়]

জয়ন্তী। [নেপথ্যে] রমেনবাবু—রমেনবাবু আছেন—রমেনবাবু ?

রমেন। কে ? জয়ন্তীর আওয়াজ বলে মনে হচ্ছে। লোহাচাঁদ !

লোহাচাঁদ। সমঝ গিয়া হুজুর। কই চিন্তা না কিজিয়ে। হাম বাহার মে রহেগি তৈয়ার। সেলাম।

[প্রস্থান।

আলুথালু বেশে উন্মাদিনীর মত প্রবেশ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। রমেনবাবু—রমেনবাবু !

রমেন। কি ব্যাপার ? জয়ন্তী তুমি হঠাৎ এখানে ?

জয়ন্তী। টাকা—টাকা—টাকা চাই রমেনবাবু।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। টাকা ? আমার কাছে তুমি টাকা চাও ?

জয়ন্তী। হ্যাঁ-হাঁ রমেনবাবু—টাকা চাই টাকা। ওষুধ কেনবার টাকা। মৃত্যু-পথযাত্রী স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে টাকা চাই। সময় মাত্র দু ঘণ্টা। দিন—দিন, দয়া করুন।

রমেন। কত টাকা ? যত চাও তত দেবো। দু-হাত ভরে টাকা দেবো। কিন্তু—

জয়ন্তী। ঐ কিন্তুর অর্থ আমার অজানা নয় রমেনবাবু। ঐ কিন্তুকে সামনে রেখে আপনাদের মত ধনীর দলেরা কত শত অসহায়া নারীর দারীদ্রের সুযোগ নিয়ে অর্থের বিনিময়ে তাদের নগ্ন দেহটাকে নিয়ে দলে চষে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন অন্ধকারের ডাষ্টবিনে। তাই সেই কিন্তুর শয়তানি আগুনের সামনে স্বামীর জীবন রক্ষায় জন্য আজ আমি অসহায়ের মত এসে দাঁড়িয়েছি। দিন দিন টাকা দিন—টাকা দিন।

রমেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। টাকা হচ্ছে ভোগের উপাদান। ভোগের

জন্যই টাকা। তাই আমরা ভোগলালসা চরিতার্থ করি অর্থের বিনিময়ে—তোমরা আস পণ্য হয়ে—তুমি বেচতে এসেছো দেহ আর আমি কিনবো তা অর্থের বিনিময়ে। তবে সেখানে জোর করে নয়—স্বেচ্ছায়।

জয়ন্তী। হ্যাঁ-হ্যাঁ স্বেচ্ছায়—স্বেচ্ছায়। অনিচ্ছাকৃত স্বেচ্ছায় এসেছি আত্মবলি দিতে। মৃত্যু-পথযাত্রী স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে আজ আমি নিজের সতীত্ব স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়ে পান করতে এসেছি অসতীর বিষ। যদি তার নিভে যায় জ্বলন্ত প্রদীপ, মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দেব এই অসতী আত্মা। সময় চলে যাচ্ছে—সময় চলে যাচ্ছে রমেনবাবু—

রমেন। তবে এস—এস ডালিং—আমার সোনার শয্যায়—নিভৃতের গোপন কুঞ্জে। যেখানে আছে আমার টাকার পাহাড়। দেহের বিনিময়ে পাবে তুমি—হাঃ-হাঃ-হাঃ। কাম অন—কাম অন।

জয়ন্তী। [কাঁদিয়া ওঠে] ঈশ্বর তুমি মুখ ঢাকো, সূর্য্য তুমি নিভিয়ে দাও তোমার উজ্জ্বল জ্যোতি। অন্ধকারে ডুবিয়ে দাও সমগ্র পৃথিবী। উপলব্ধি কর তোমরা তোমাদের নিয়তির লেখা দারিদ্রের কি নির্ম্মম কি মর্ম্মান্তিক পরিণতি। না-না ভাবাবেগ নয়—টাকা চাই টাকা। [এগিয়ে যায়।

রমেন। [কামাতুর ভাবে] এস-এস—দু হাত ভরে নেবে এস। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [উভয়ের প্রস্থান]

অতি দ্রুত এটাচি হাতে প্রবেশ করে পল্টু।

পল্টু। রমেনবাবু আছেন রমেনবাবু? কি ব্যাপার সাড়া নেই কেন? [একটি কার্ড দেখে] না ঠিকানা তো ভুল হয়নি। এই তো সেই বাগান বাড়ী। কিন্তু সব গেলো কোথায়? চাকর-বাকর—রমেনবাবু, রমেনবাবু আছেন?

প্রবেশ করে লোহাচাঁদ ।

লোহাচাঁদ। চুপ্! চিল্লাও মাত।

পল্টু। কে তুমি? তুমি কে?

লোহাচাঁদ। ওহি আছে যো ম্যাড্রাস যাবার টাইম পেরাইভেট গাড়িতে বসিয়েছিলো। চলিয়ে উস কামরামে।

পল্টু। না আমার কোন কামরায় বেশিক্ষণ বসে থাকবার মত সময় নেই। তাঁর সংগে সমস্ত বোঝাপড়া শেষ করে এক্ষুণি আমায় উল্কার মত বাড়ীতে ছুটে যেতে হবে। কাল রাতে এখানে আসায় সুযোগ করতে পারিনি। কিন্তু বড়ই দেরি হয়ে গেল। বাড়ীতে গিয়ে হয়তো—না! ডেকে দাও মিঃ মল্লিককে, এখুনি ডেকে দাও।

লোহাচাঁদ। চিল্লাও মাত। সাহেব আভি জেরাসে এনগেজ আছে।

পল্টু। যে কোন এনগেজডই থাক, আমি এখুনি তাঁর দেখা পেতে চাই—এই মুহূর্ত্তে।

লোহাচাঁদ। এখন তাঁকে পেতে কুছু দেরী হবে। এক হীরোইনকা সাথ জেরা খেল-তামাশা করছে। চলিয়ে উস কামরামে। হাম জলদি সে জলদি বোলানে কা কোসিস্ করতে হু। চলিয়ে।

পল্টু। অলরাইট। তাই চল। কিন্তু বেশিক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। যদি দেরি হয় তবে তুমি তাঁকে বলে দিও যে বিশেষ প্রয়োজনে আমি চলে যেতে বাধ্য হয়েছি। জয়ন্তী ধৈর্য্য ধর বোন, আমি যাচ্ছি—এখুনি যাচ্ছি, অনেক টাকা নিয়ে যাচ্ছি।

লোহাচাঁদ। চলিয়ে বাবুজী।

পল্টু। চলো। [উভয়ের প্রস্থান ।

উন্মাদিনীর মত ধর্ষিতা জয়ন্তীর প্রবেশ।

জয়ন্তী। মুখ ঢাক্ মুখ ঢাক্—মুখ ঢেকে ফেল ওরে নির্মম নিয়তি। আজ আমার সব কিছু হারিয়ে গেল! সব কিছু শেষ হয়ে গেল! নিভে গেল সতীত্বের প্রদীপ! আঃ একি হলো, একি হলো—

টলিতে টলিতে প্রবেশ করে রমেন মল্লিক।

রমেন। জয়ী জয়ী—আজ আমি জয় করলুম আর একটা নরকের সুন্দরী। ব্যভিচারের খাতায় উঠে গেল আর একটা নাম—জয়ন্তী। হাঃ হাঃ হাঃ——

জয়ন্তী। রমেনবাবু টাকা—টাকা—আমার টাকা। আমার দেহের মূল্য—সতীত্বের মূল্য। সময় নেই সময় নেই। সময় ছিল দু ঘণ্টা। দিন দিন টাকা দিন—টাকা।

রমেন। দেবো দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। দু হাত ভরে দেবো। এই নাও এতে আছে হাজার টাকা। আবার দেবো—তুমি যখনই আসবে—তখনই দেবো। তোমার যৌবন মধুর শেষ বিন্দুটি পর্যান্ত শুষে নেবার সময় পর্যন্ত তোমার অর্থের অভাব হবে না। মরে গেলে সৎকার করবার টাকাটা নিতে যেন——

জয়ন্তী। আঃ শয়তান—না-না উত্তেজনা নয়। আমাকে যেতে হবে, ছুটতে হবে—ওষুধ কিনতে হবে—রক্ত কিনতে হবে। এই তো টাকা—হাজার টাকা—সতীত্বের, না ইনজেকশন চাই—সময় মাত্র দু ঘণ্টা। ডাক্তারবাবু—ডাক্তারবাবু—আমি টাকা পেয়েছি। ওষুধ ইনজেকশন রক্ত সব নিয়ে যাচ্ছি। ওকে বাঁচান—ওকে ফিরিয়ে দিন!

[জয়ন্তী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া যায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া প্রবেশ করে পল্টু। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া চমকাইয়া ওঠে। জয়ন্তী অস্ফুটে 'পল্টু' বলিয়া ওঠে। পল্টু অস্ফুটে বলে 'দিদি'। জয়ন্তী বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়। পল্টু কোন কথাই বলে না। হিংস্র শার্দ্দুলের মত ফুলিতে ফুলিতে মঞ্চে উঠিয়া আসে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় রমেনের দিকে। রমেন আনন্দের আতিশয্যে মদ খাইতে খাইতে সহসা পিছন ফিরিতেই দেখিতে পায় পল্টুকে।

রমেন। কে? ও মিঃ পল্টু!

পল্টু। [অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে] ইয়েস পল্টু।

রমেন। হ্যাভ ইউ ফিনিসড্ ইওর জব?

পল্টু। ইয়েস।

রমেন। ভেরি গুড। ঠিক সময়েই আজ তুমি এসে গেছো পল্টু। আজ আমি জয় করেছি এক প্যারাগন বিউটি। ছোট একটা প্রজাপতি। এই যে চলে গেল এক চঞ্চলা সোনার হরিণ, অনেক দিন অনেক প্রলোভন দেখিয়েও ওকে জয় করতে পারিনি। আজ সামান্য অর্থের জন্যে ধরা দিয়ে বিক্রি করে গেল তার ফুটন্ত যৌবন। স্বামীর অসুখ, ওষুধ কিনবে—রক্ত কিনবে—ইনজেকশন কিনবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পল্টু। মিঃ মল্লিক!

রমেন। আমার অনেক দিনের আশা আমি আজ পুরিয়ে নিয়েছি।

কাম অন মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, আজ আনন্দের দিনে একটু সেলিব্রেট করি। [মদের গ্লাসটি এগিয়ে দেয়] আমি নিজে তোমায় অফার করছি। টেক ইট। আমার মুখের দিখে অমন করে কি দেখছো ? লজ্জা ? হাঃ-হাঃ-হাঃ। নাও ধর।

[পল্টু গ্লাসটি নিয়ে এক চুমুকে খাইয়া ফেলে। একবার রোষকষায়িত চোখে চেয়ে দেখে রমেনের দিকে। পরক্ষণেই দ্রুত এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপর রাখা মদের বোতলটি ক্ষিপ্র হস্তে তুলে নিয়ে গলায় ঢালিয়া দেয়। বিস্ময়ে চেয়ে দেখে রমেন মল্লিক। পল্টু খালি বোতলটি টেবিলের ওপর রাখিয়া হাতের উল্টোদিক দিয়ে মুখ মোছে।]

রমেন। ওরে ফাদার ! মদ খেতে তুমি দেখছি আমার গ্রাণ্ড ফাদার।

পল্টু। ঐ মেয়েটা কে মিঃ মল্লিক ?

রমেন। জয়ন্তী। আমার প্রেমের মক্ষিকা। তুমি চেন নাকি ওই উর্ব্বশীকে।

পল্টু। চিনি।

রমেন। চেনো ? আই সি। তাহলে তুমিও বোধ হয় ওর একজন ক্যানডিডেট ?

পল্টু। মল্লিক ! জানেন ঐ মেয়েটি আমার কে ?

রমেন। আমি তো জ্যোতিষী নই—জানবো কি করে ?

পল্টু। ও—ও আমার বোন।

রমেন। [চমকাইয়া] তো-তোমার বোন ? মানে—মানে—
[প্রস্থানোদ্যত]

পল্টু। [ত্রস্তে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়] শয়তান ! কোথায় তুমি

পালাবে শয়তান? আজ আর আমার হাত থেকে তোমার অব্যাহতি নেই। স্কাউণ্ড্রেল! একটা অসহায়া মেয়ে তোমার কাছে বিপদে পড়ে এসেছিলো ভিক্ষে করতে—আর তুমি পশুর মত তাকে—

রমেন। [সভয়ে] এক্সকিউজ মি পল্টু। আমি জানতাম না যে ও তোমার বোন।

পল্টু। সাট্ আপ ইউ ফুল। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

রমেন। কি প্রশ্ন?

পল্টু। তোমার যদি কোন বোন থাকতো—আর আমি যদি তোমার সেই বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচার করতাম—আর দূর থেকে তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে পেতে, তাহলে কি শাস্তি তুমি আমায় দিতে মিঃ মল্লিক?

রমেন। পল্টু—পল্টু! প্লিজ—

পল্টু। জানি—জবাব তুমি দিতে পারবে না। জবাব তোমার জানা নেই। কিন্তু আমার জবাব—[ছোরা বার করে]

রমেন। [রমেন ভয়ে আর্তনাদ করিয়া ওঠে] না-না-না। আমায় ক্ষমা করো পল্টু! প্লিজ! আ-আ-আমি জানতাম না যে—[পল্টু হিংস্র ভাবে ছোরা নিয়ে এগিয়ে যায়] টাকা দেবো টাকা—অনেক টাকা। হাজার-দু'হাজার—দশ হাজার—

পল্টু। না-না!

রমেন। এক লাখ।

পল্টু। না-না-না! আমার বোনের ইজ্জত—

রমেন। দু'লাখ—আরও যত চাও—প্লিজ—প্লিজ—প্লিজ!

পল্টু। টাকা—? আমি জানি তোমার অনেক টাকা আছে। কিন্তু

এ পৃথিবী থেকে যাবার আগে জেনে যাও শয়তান—টাকা দিয়ে পৃথিবীতে সব কিছু কেনা যায় না। [এগিয়ে যায়]

রমেন। পল্টু—পল্টু—ক্ষমা—ক্ষমা—

পল্টু। ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়]

রমেন। আঃ—আঃ—লোহাচাঁদ—তারক—[পড়িয়া যায়]

পল্টু। দিদি—দিদি—এই দেখ আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। তুই কাঁদিস না—কাঁদিস না দিদি! আমি যাচ্ছি—লাখ-লাখ টাকা নিয়ে যাচ্ছি।

ছুটিয়া প্রবেশ করে তারক।

তারক। পুলিশ—পুলিশ—পুলিশ! [সহসা নজর পড়ে পল্টু আর রমেনের দিকে] হ্যাঁ—খুন—খুন—পুলিশ—পুলিশ—[পল্টু এটাচিটা তুলে নেয়। ছুরিটি ফেলিয়া দেয়। সজোরে চড় মারে তারকের গালে। পড়িয়া যায় তারক। দ্রুত প্রস্থান করে পল্টু। তারক রক্ত মাখা ছুরিটা হাতে নিয়ে বলে] খুন—খুন—খুন!

দ্রুতবেগে প্রবেশ করে সোমনাথ ও মিঃ বোস।

সোমনাথ। কই—কোথায় সেই ডেনজারাস স্মাগলার? আজ আর তোমার—একি? মিঃ মল্লিক!

রমেন। [কোন রকমে উঠে দাঁড়ায়] হ্যাঁ মল্লিক—শয়তান মল্লিক। আঃ—গুড বাই—গুড বাই মিঃ চ্যাটার্জি। ইওর স্মাগলার গোয়িং ফর এভার এণ্ডস্ মাই গেম—এণ্ডস্ মাই গেম।

[প্রস্থান।

সোমনাথ। মিঃ বোস অ্যারেষ্ট হিম।

তারক। না-না, না স্যার খুন আমি করিনি—খুন আমি করিনি।

মিঃ বোস। তবে খুন করলো কে?

তারক। পল্টু—মানে পল্টু চক্রবর্তি। আপনারা আসছেন দেখে আমি ছুটে মিঃ মল্লিকের কাছে খবর দিতে আসছিলুম। এমন সময় দেখি—পল্টু খুন করে পালাচ্ছে। আমি কিছু বলবার আগেই আমার গালে এক চড় মেরে ছুটে পালিয়ে গেল।

মিঃ বোস। আর ঐ ছুরিটা?

তারক। ওরে বাবা! আমার নয় স্যার ওর—পল্টুর। [ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

সোমনাথ। [ছুরিটা কুড়িয়ে নেয়] এর কথা বিশ্বাস হয় মিঃ বোস?

মিঃ বোস। আমার মনে হয় কথাটা সত্যি স্যার।

সোমনাথ। শুনুন—একে ভ্যানে তুলে দিয়ে লাসটাকে তাড়াতাড়ি মর্গে পাঠিয়ে দিন। বি কুইক মিঃ বোস। পল্টুকে যেমন করেই হোক ধরতেই হবে। কাম অন।

মিঃ বোস। ও-কে স্যার।

[তারককে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তির বাড়ী।

দ্রুত প্রবেশ করে ঘণ্টা।

ঘণ্টা। মাসিমা—মাসিমা—জয়ন্তী! কি হলো সব গেল কোথায়? মাসিমা ও মাসিমা! শান্তনুর জন্যে আমি ভিক্ষে করে টাকা এনেছি। যেমন করেই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে। তাইতো কোথায় গেল সব!

প্রবেশ করে অন্নপূর্ণা, হাতে তার দুধের গ্লাস।

অন্নপূর্ণা। আঃ, শান্তনু—শান্তনু—এই যে ঘণ্টা!

ঘণ্টা। কি হয়েছে মাসিমা? অমন করে কাঁপছো কেন?

অন্নপূর্ণা। আর নয় আর নয় ঘণ্টা—শান্তনুর রথ এসেছে, এবার সে সব মায়া কাটিয়ে চলে যাবে।

ঘণ্টা। আঃ, কেঁদনা চুপ কর। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মেশো-মশাই কোথায়?

অন্নপূর্ণা। শান্তনুর মুখের দিকে চেয়ে উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

[নেপথ্যে শান্তনুর চিৎকার শোনা যায়।]

শান্তনু। [নেপথ্যে] জয়ন্তী—জয়ন্তী—জয়ন্তী—

ঘণ্টা। জয়ন্তী কোথায় মাসিমা? সে এখনো ফেরেনি?

অন্নপূর্ণা। না। এখনো ফেরেনি। ছুটে যা ঘণ্টা। শীগ্‌গির তাকে

খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আন। শেষ বারের মত তাকে শান্তনুর জীবন্ত মুখটাকে দেখিয়ে দে।

ঘণ্টা। যাও মাসিমা তুমি বুকটাকে শক্ত করে শান্তনুর কাছে গিয়ে বস। আমি চল্লুম জয়ন্তীর খোঁজে।

অন্নপূর্ণা। তার আগে অন্ততঃ শেষবারের মত একবার ডাক্তার-বাবুকে—

ঘণ্টা। এখানে আসবার একটু আগেই ডাক্তার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি এখুনি আসছেন।

প্রবেশ করে শান্তনু। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত।

শান্তনু। জয়ন্তী—জয়ন্তী জয়ন্তী—

ঘণ্টা। মাসিমা শান্তনু উঠে এসেছে। [জড়িয়ে ধরে] শান্তনু—শান্তনু আবার তুমি কেন উঠে এলে ভাই?

শান্তনু। রথ আসছে রথ। গুরু গৃহ থেকে কচকে তারা নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার দেবযানী—দেবযানী কোথায়?

অন্নপূর্ণা। শুইয়ে দে ঘণ্টা শুইয়ে দে। শান্তনুকে আমার শেষ শয্যায় শুইয়ে দে। [শুইয়ে দেয়] শান্তনু—শান্তনু—এই দুধটুকু খেয়ে নে বাবা। আমি জানি এরপর আর তুই—

শান্তনু। ঘুম—ঘুম—ঘুম। আমার ঘুম আসছে। এ ঘুম হয় তো আর আমার ভাঙবে না। জয়ন্তী—ঘণ্টাদা—মা—মা—আঃ—

অন্নপূর্ণা। হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি মা। বড় কষ্ট হচ্ছে না বাবা? নে বাবা এই দুধটুকু খেয়ে নে। [দুধ দেয় কিন্তু খায় না। কশ বেয়ে পড়ে যায়] শান্তনু—শান্তনু!

শান্তনু। কে তোমরা? আমার জয়ন্তীকে ডেকে দাও—তাকে লুকিয়ে

রেখেছ কেন? ওকে ডে—কে দা—ও। আ—আমার কাছে ডে—কে দা—ও। জয়ন্তী—জ-জ-জ—য়-ন্তী। [মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে]

অন্নপূর্ণা। ঘণ্টা—ঘণ্টা-ডাক্তার—ডাক্তার!

প্রবেশ করে ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জি। আমি এসে গেছি মা। কি ব্যপার। শান্তনুকে এখানে আনলে কে? দেখি দেখি। [পরীক্ষা করে মুখ নীচু করে উঠে দাঁড়ায়।]

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওষুধ ইত্যাদি হাতে নিয়ে ছুটিয়া প্রবেশ করে জয়ন্তী।

জয়ন্তী। মা—মা—মা—ঘণ্টাদা! আমি এনেছি ওষুধ রক্ত ইনজেকশন। একি! ডাক্তারবাবু! এই নিন আমি সব এনেছি ডাক্তার-বাবু। এখনো কিন্তু দু-ঘণ্টা হয় নি। এই নিন ওষুধ ইনজেকশন—

ডাঃ ব্যানার্জি। পারলুম না বোন। শান্তনু এখন সব চিকিৎসার বাইরে।

জয়ন্তী। [আর্ত্তনাদ করিয়া] ডাক্তার বাবু। (হাত থেকে একটি একটি করিয়া সব পড়িয়া যায়) চলে গেল? জয়ন্তী আসবার আগেই সে চলে গেল? [জয়ন্তী টলিতে থাকে। ঘণ্টা তাকে ধরিয়া ফেলে]

ঘণ্টা। জয়ন্তী—জয়ন্তী!

জয়ন্তী। আমায় ছেড়ে দাও ঘণ্টাদা। স্বামীর মৃত মুখটা আমায় ভাল করে দেখতে দাও। [কাছে এগিয়ে যায়] মা তোমার শান্তনু এতদিন পরে খুব শান্তিতে ঘুমুচ্ছে, তাই না?

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। [কাছে বসিয়া বুকে মাথায় হাত বুলোয়] কি গো তুমি আমার ছেড়ে পালিয়ে গেলে? আমি যে তোমায় বাঁচাবার জন্যে সব বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম। ও, তুমি বোধ হয় সব জানতে পেরে ঘৃণায় ছুটে পালিয়ে গেলে? [সহসা চিৎকার করিয়া] না। তোমায় ছাড়া জয়ন্তী বাঁচতে পারে না—কিছুতেই না! কোথায় পালাবে তুমি? আমিও যাবো আমিও যাবো—আ-আমিও যাবো।

[বুকের ওপর আছড়ে পড়ে]

অন্নপূর্ণা। জয়ন্তী—জয়ন্তী! ডাক্তারবাবু—

[ডাক্তার ব্যানার্জি দ্রুত জয়ন্তীকে পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে]

ঘণ্টা। ডাক্তারবাবু আমার বোন, আমার জয়ন্তী—

ডাঃ ব্যানার্জি। জয়ন্তী বৈধব্যকে ফাঁকি দিয়ে নোয়া আর সিঁদুর নিয়ে স্বামীর সংগে চলে গেল ঘণ্টাবাবু।

[প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। চলে গেল—জয়ন্তীও আজ আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! জয়ন্তী—আমার জয়ন্তী!

এটাচি হাতে দ্রুত প্রবেশ করে পল্টু।

পল্টু। দিদি—দিদি ভয় নেই, ভয় নেই দিদি আমি এসেছি। এই দেখ কত টাকা এনেছি। একি! কি হয়েছে মা? দিদি শান্তদা অমন করে শুয়ে আছে কেন?

অন্নপূর্ণা। পল্টু! [চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে] ওরে ওরা পালিয়ে গেছেরে—পালিয়ে গেছে।

পল্টু। চলে গেলি দিদি? শেষে তুই দুঃখেগড়া জীবনটাকে এইভাবে

বলি দিলি? আমায় দিদি বলে ডাকবার শেষ সুযোগটুকুও দিলি না? তোর ওপর অত্যাচারের বদলা নেবার সংবাদটাও বলতে দিলি না? ঘুমো দিদি তুই এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমো।

প্রবেশ করে সোমনাথ, মিঃ বোস ও সিপাই।

সোমনাথ। [সক্রোধে] পল্টু! [সহসা সমস্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পায়। তখন ধীরে ধীরে বলে] পল্টু।

পল্টু। কে? ও দারগাবাবু! [ডান হাতটা এগিয়ে দেয়] য়্যারেষ্ট করুন। আজ আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।

সোমনাথ। সিপাই! [ইসারা করে সিপাই হাত-কড়া লাগায়]

মিঃ বোস। পল্টু সবাই তোমাকে ঘৃণা করলেও আমি তোমাকে ঘৃণা করবো না—জানাবো অভিনন্দন। চলো—

প্রবেশ করে নীলাম্বর।

নীলাম্বর। কে? কে তোমরা? ফুলশয্যা রাতের নূতন অতিথি? কে দাঁড়িয়ে? পল্টু---? পুলিশ? হাতে তোমার হাত-কড়া? ওখানে পড়ে আছে কারা?

পল্টু। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক। আপনার মিথ্যা আদর্শের বলি। দেখুন দেখুন—ভাল করে চেয়ে দেখুন। চলি মা—

অন্নপূর্ণা। পল্টু—পল্টু—

[পল্টু ধীরে ধীরে ক্রন্দনরত অবস্থায় সিপাই দারগার সহিত চলিয়া যাইতে থাকে। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে নীলাম্বর। পল্টু চলিয়া গেলে বিকটভাবে হাসিয়া উঠে। অন্নপূর্ণা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে]

অন্নপূর্ণা। চলে গেল—চলে গেল! আজ আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

নীলাম্বর। চুপ—চুপ—চুপ। কেঁদ না—চীৎকার করোনা। বুক ভরা বেদনা আর অভিমান নিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে। ওদের যেতে দাও—ঘুমুতে দাও। বল তুমি নেতাজী এই স্বাধীনতার জন্যই কি তুমি বলেছিলে বেইমান ইংরেজ ভারত ছাড়? এই দেখ—বেশ ভাল করে চেয়ে দেখ—স্বাধীন দেশের নির্ম্মম বলি এই অকাল মরণ। কি এর প্রতিকার? এ আমাদের **জীবন না মরণ**।

———

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস—১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলি—৬
হইতে শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

যাত্রার সুপারহিট নাটক

রঞ্জন দেবনাথের

কোন এক গাঁয়ের বধূ

● ● ●

নারায়ণ দত্তের

আপনজন

● ● ●

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর

জীবন-মরণ

● ● ●

কমলেশ ব্যানার্জীর

শাঁখা দিওনা ভেঙে

● ● ●

রঞ্জন দেবনাথের

কন্যাদায়